কবিতাগুচ্ছ

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

কবিতাগুচ্ছ

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

KABITAGUCHHA

by ***Rabi Gangopadhyay***

গ্রন্থস্বত্ব

সৌম্য গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক

সৌম্য গঙ্গোপাধ্যায়

নূতনচটি

বাঁকুড়া ৭২২১০১

প্রচ্ছদ

অমিত ব্যানার্জী

বর্ণ সংস্থাপন

অমিত ব্যানার্জী

মুদ্রণ

সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লি.

১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২

মূল্য

২০০ টাকা মাত্র

সূচিপত্র

- নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৭
- পহেলা ফাল্গুন ৮
- এই বিশ্বাস ১০
- ঘুম ১০
- সুন্দর ১০
- ভুল ১১
- কেউ ১২
- যেতে যেতে ১২
- দুপুর ১২
- সারাদিন সারারাত ১৩
- বৃথাই ১৩
- অভিমান ১৩
- চণ্ডীদাস ১৩
- অগ্নিশুদ্ধ ১৩
- এই বেদী ১৪
- পাখিটি ১৪
- তার ১৫
- সুন্দর সুদূর ১৬
- কখনো কি ১৭
- কোনোদিন ১৮
- দু'হাতে ১৯
- এখন ১৯
- পথ ১৯
- শরীর ২০
- হাসির প্রতিভা ২০
- একটি নির্জন স্বপ্ন ২১
- ফেরার পথে পথে ২২
- মাঝে মাঝে ২৩
- একা ২৪
- অবসাদ ২৪
- দুঃখ ২৫
- এই লেখা ২৬
- দিনরাত ২৭
- তার কাছে ২৮
- তুমি ২৮
- নেশা ২৯
- দেখা ২৯
- সন্ন্যাস ৩০
- অন্তরীক্ষ ৩০
- সে ৩১
- ক্ষত ৩১
- নিয়ম ৩২
- পাগল ৩৩
- তরঙ্গ ৩৩
- তোমাতে আছে ৩৪
- এখন প্রার্থনা ৩৪
- কেউ ৩৫
- মাঝে মাঝে ৩৫
- তুমি ৩৬
- নীচে নদী ৩৬
- আনন্দ আলাপে ৩৭
- আকাশ ৩৮
- স্বপ্ন ভেঙে ৩৯
- মাঝে মাঝে ৪০
- মায়ারাত ৪১
- আমি জানি ৪২
- রূপ ৪২
- খেলা ৪৩
- এখানে ৪৪
- আগুনের দিকে ৪৪
- যেতে যেতে ৪৫
- পাতার মুকুট ৪৫

- অপেক্ষা ৪৬
- এক টুকরো ৪৭
- জলে ৪৮
- শুধু সারাদিন ৪৯
- চোখ গেল ৫০
- দৃশ্যত যা দেখা অপরাধ ৫১
- এমন দিনে তারে ৫২
- বাবাকে ৫৩
- বুলুর জন্যে এক টুকরো ৫৪
- কবিতা ৫৫
- কেউ আসে না ৫৫
- বার বার ৫৬
- কেন ৫৭
- শেষ ভুলে ৫৮
- বিকেলের কবিতা ৫৯
- দ্রোহ ৬০
- ফিরবো না ৬১
- পিতা নোহসি ৬২
- একদিন তোমাকে ৬৪
- অনেকদিন ৬৫
- বেঁচে উঠি ৬৬
- দূর নয় ৬৬
- লিখে ভাবি ৬৬
- আজ আর ৬৬
- কার নাম ৬৭
- বুঝে নাও ৬৭
- একদিন মনে হত ৬৮
- একজন ৬৮
- চিনে নিতে ৬৮
- লিখে রাখি ৬৮
- পাথর ৬৯
- গেরুয়ামূর্তি ৬৯
- এরপর ৭০
- এখন ৭১
- সে ৭৩
- এপিটাফহীন ৭৩
- চন্দনা ৭৩
- নতুনচটি ৭৪
- হে ক্ষত হে ব্রত ৭৫
- আপাদমস্তক ব্যর্থ ৭৬
- নিজস্ব ৭৭
- এইভাবে ৭৭
- শুশ্রূষা ৭৮
- একদিন ৭৯
- অঞ্জলি ৮০
- কাহিনী ৮১
- সন্ন্যাসের দিকে ৮২
- প্রাকৃত পদাবলী ৮৩
- কাশের জঙ্গলে ৮৪
- এই জন্ম ৮৫
- কালের মন্দিরা ৮৬
- পদ্মপাতায় ৮৭
- কোজাগর ৮৮
- তবু লিখব ৮৯
- কেঁদুয়াডিহির মাঠে ৮৯
- এই শ্লোক শ্লোকোত্তরা ৯০
- স্বনির্মিত ৯০
- মৃত্যু ৯১
- তেমনি আছে ৯১
- অবসান ৯২
- আজ ৯২
- পৌত্তলিক ৯৩
- এখনো ৯৩
- বিকেলে ৯৪

- ছুটি ৯৪
- দুঃখ ৯৪
- প্রেম ৯৫
- সকাল ৯৬
- ছুটি হলে ৯৭
- তোমরা থেকো ৯৮
- এই তো ভালো ৯৯
- এখন আমার ১০০
- বয়স ১০১
- পাথর ১০২
- সেই ভাবে আজ ১০৩
- আমার জন্য ১০৪
- ইতরজনের মধ্যে ১০৫
- সমস্ত শিশুর জন্য ১০৬
- নেপথ্য ১০৭
- ইচ্ছা ১০৭
- মুক্তি ১০৭
- বৃষ্টি ১০৮
- গল্প নয় ১০৯
- ভুল ১১০
- তামাশা ১১১
- পূর্ণেন্দু দাশগুপ্ত ১১২
- অন্তর্জলী ১১৩
- যেকোনো আঘাত ১১৪
- ফেরিঅলা ১১৪
- ছল ১১৫
- যাদুকর ১১৬
- শিশির ১১৭
- দৈবাৎ ১১৮
- রবিদা বাইরে ১১৯
- স্মৃতি ১২১
- গদ্যের সভায় ১২২
- গীতিকবিতা ১২৩
- পাষাণ ১২৪
- এমন সুদূর পাপে ১২৫
- ছুটি ১২৬
- অসুখ ১২৭
- অভিমান ১২৮
- দেখতে দেখতে ১২৯
- আর একটি ভুলের জন্যে ১৩০
- গল্প ১৩১
- লিখতে দাও ১৩২
- আমার পাঠককে ১৩৩
- কোনারক ১৩৪
- হোম ১৩৫
- ভুল ১৩৬
- বন্ধু ১৩৬
- নাম ১৩৭
- লোভ ১৩৭
- সম্পর্ক ১৩৮
- বৃষ্টি ১৩৮
- সহজিয়া ১৩৯
- মুখের দিকে ১৪০
- ক্ষতিপূরণ ১৪০
- বৃষ্টির মেঘ ১৪১
- বৃষ্টি ১৪১
- কবি বেঁচে থাকে ১৪২
- হাত ১৪৩
- সৈকত ১৪৪
- উজান ১৪৫
- গল্প ১৪৬
- ভাস্কর্য ১৪৭
- আমাদের ভালোবাসা ১৪৭
- আমাকে লেখায় ১৪৮
- তোমার হাতে ১৪৮
- একদিন ১৪৯
- দুপুর ১৫০
- রূপ ১৫০
- নচিকেতা ১৫১
- তীরে ১৫২

- জবা ১৫২
- ইচ্ছে ১৫৩
- আমাকে শেখায় ১৫৩
- চূড়ান্ত ১৫৪
- অযোধ্যা ১৫৪
- জানে না ১৫৫
- এই ভালো ১৫৫
- মানুষ ১৫৫
- পথকে পথ পাথরকে পাথর ১৫৬
- এখনো ১৫৬
- কেউ ১৫৭
- একদিন ১৫৭
- প্রান্তর ১৫৮
- ভয় ১৫৮
- স্বভাব ১৫৯
- অলিখিত ১৫৯
- শূন্যপুরাণ ১৬০
- ধ্যান ১৬০
- একজন মানুষ ১৬১
- আকাশ ১৬১
- ভার ১৬২
- এসো ১৬২
- সত্তা ১৬৩
- ভুল ১৬৩
- আমার আনন্দ ১৬৪
- এখন আমাকে ১৬৪
- তুমি জানো না ১৬৫
- জাগাতে ১৬৫
- ধর্ম ১৬৬
- ছোলাডাঙ্গা ও চোদ্দশ সাল ১৬৬
- অগ্নিশুদ্ধ ১৬৭
- কখনো সে ১৬৮
- লেখা ১৬৮
- সুখ দুঃখ ১৮৯
- অপরাধ ১৮৯
- পাতাল ১৮৯
- কলেজ স্ট্রীট ১৭০
- ততদিনে ১৭০
- গিরিমহারাজের জঙ্গলে ১৭০
- অপমৃত্যু ১৭১
- পলাশ ১৭১
- গ্রহণ ১৭২
- বসন্ত ১৭৩
- কাল ১৭৪
- ওই পথে ১৭৪
- কবিতা ১৭৫
- চিরদিন ১৭৬
- কাছে দূরে ১৭৭
- মুখচ্ছবি ১৭৮
- কাঁসাই ১৭৯
- চোখের জলের শব্দে ১৮০
- কবিকাহিনী ১৮১
- চিনেছি ১৮২
- ভুল ১৮২
- যৌবন বাউল ১৮৩
- পদ্ম ১৮৩
- একদিন ১৮৪
- একবার ১৮৪
- জবা ১৮৪
- শব্দ ১৮৫
- বিকেলের কবিতা ১৮৫
- এই অভিমান ১৮৬
- স্মৃতি ১৮৭
- পুনর্বার ১৮৭
- যেকোনো স্বপ্নের মধ্যে ১৮৮
- নিষিদ্ধ ১৮৮

নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে

তোমার হৃদয়ের সুধায়
পরিপূর্ণ করেছ বন্ধুর জীবন
তাই তার কবিতার অক্ষর
তোমার কাছে সুধার মতো।

তোমাকে না দেখলে
দেখা হত না অনেক কিছুই
তুমিই হাত ধ'রে নিয়ে গেছ আমাকে
অনেক অবিশ্বাস্য জগতে
মানুষের ওপর বিশ্বাস করতে শিখিয়েছ তুমিই
তোমার আন্তরিকতার উষ্ণতায়
ওম পেয়েছে আমার শীতার্ত জীবন
তোমার বন্ধুত্বের শুশ্রূষায়
লালিত হয়েছে আমার ক্লান্ত আত্মা
তোমার সহিষ্ণু প্রশ্রয়ে
কাছাকাছি যেতে পেরেছি তোমার।

এই শাদা পাতাগুলি যদি ভরে ওঠে কখনো
তোমার জন্যে নিবেদিত হবে ওরা
আর যদি শাদাই থেকে যায়
শূন্যই থেকে যায়
তুমি প'ড়ো আমার না-লেখা বেদনা
বোলো, মানুষটা বড়ো নিঃসঙ্গ ছিল।
কিন্তু নির্বান্ধব ছিল না।

পহেলা ফাল্গুন

আজ সরস্বতী পুজো কিন্তু পহেলা ফাল্গুন নয়।
একবার পহেলা ফাল্গুনে সরস্বতী পুজো হয়েছিল
সেদিন সকাল থেকে আকাশ কাঁপছিল থরথর করে
রোদ্দুরের আলোয় সুগন্ধী হাওয়ায় গাছের শাখা
শাখার মুকুল দু'কুলের মেদুরতা অপার্থিব লাগছিল
তৃণাঙ্কিত মাঠে মাঠে যেন তরঙ্গ দুলছিল সেদিন
আর সকাল থেকে দুপুর থেকে বিকেল
এত দীর্ঘ এত দীর্ঘ মনে হচ্ছিল
যেন বিকেল আদপেই না, যেন কখনো বিকেল আসেনি
সেই চঞ্চল অস্থির আবেগময় আনন্দিত বিকেল
আমার জীবনে প্রথম
বিহ্বল আমি ছড়িয়ে পড়ছিলাম
মাটিতে আকাশে তৃণে তারায় আমার আয়তন
বিস্তৃত হচ্ছিল
নিজেকে গুটিয়ে রাখতে পারা যাচ্ছিল না ...
পায়ের তলায় পিছলে যাচ্ছিল পথ প্রান্তর
পৃথিবীকে এত ছোট মনে হয়নি কখনো
সময়কে এত ছোট মনে হয়নি কখনো
বিকেলকে এত ছোট সন্ধ্যাকে এত ছোট মনে হয়নি জীবনে
এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায় মুহূর্তগুলি

চব্বিশ বছর আগের একটি বিকেল একটি ছোট্ট স্বল্পায়ু বিকেল
শেষ হয়েও শেষ হয়নি, যেকোনো সময় ফিরে আসে
চব্বিশ বছর আগের একটি সন্ধে সুগন্ধিতে ভরে দেয় আজও
আপেক্ষিক দেশকাল ছাড়িয়ে
হেসে যাকে প্রেম

অকলুষ অবিনাশী অনন্ত মধুর
কিন্তু সে-সব কথা থাক।
উনিশে জানুয়ারীর 'দেশ' এই দূর মফস্বলে
অফসেটের বর্ণমালায় পৌঁছে দিল আপনার
আশ্চর্য ব্যথিত কণ্ঠস্বর
আমার মনে পড়ল আমার একটি কবিতা পড়ে
বিশ্বাস-মুগ্ধ একটি চিঠি লিখেছিলেন আপনি
অথচ আমার ঠিকানা জানতেন না।
সে কথাও অবান্তর।
শুধু এই কারণে উল্লেখ্য
এক গভীর বিশ্বাসকে অভিনন্দিত করেছিলেন
আজও তার শুধু দ্যুতিময় উচ্চারণে আমি আবিষ্ট
আমি সে বিশ্বাস-প্রবণ স্রোতে
ভেসে যাওয়া মানুষ
ভেসে যেতে যেতে দেখেছি
বিংশ শতকের দীর্ঘ জলহংস
তার বিস্তীর্ণ ধ্বংস খুনের মধ্যে
ধুলো বালি বাইরের ভেতর প্রোজ্জ্বল প্রেম
ক্ষয়িষ্ণু অজগর ভেতর ধূসর মলিন অথচ বিস্তারধর্মী ভালোবাসা
শ্রদ্ধার বিশ্বাসের স্থিরতার ধ্রুবত্বের
এক আপাত অপসৃয়মান
সমুজ্জ্বল উদ্ভাস।

এই বিশ্বাস

এই বিশ্বাস মাটিতে তৃণ হয়ে আচ্ছন্ন হয়ে আসে
এই বিশ্বাস আকাশে মেঘ হয়ে ঘন হয়
এই বিশ্বাস বাতাসে ব্যাকুলতায় বিহ্বল হয়ে পড়ে
এই বিশ্বাস অন্তরের তরঙ্গলোকে সুদূর
এর একটি কণা সমুদ্রের মতো সীমাহীন
এর একটি বীজ কোটি কোটি সূর্যের জন্মদাতা
এর সামান্য স্পর্শ অমৃতায়িত করে জীবন
এই বিশ্বাস অর্জন করতে পারা যায় না কোনো দৃশ্যে
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
যে পায় সে ধন্য যে পায় সেই পায়
বিশ্বাসই তুমি বিশ্বাসই তুমি বিশ্বাসই তোমার প্রেম।

ঘুম

শীতার্ত আত্মার ঘুমে চরাচর আচ্ছন্ন রয়েছে
যেন এক দীর্ঘ রাত্রি অন্ধকার অবসানহীন—
ধুলোতে বালিতে ঢাকা মর্মরমূর্তির মতো মানুষ-মানুষী
গভীর ঘুমের মধ্যে হেঁটে যায় কথা বলে কোলাহল করে
দিন যায় মাস যায় বৎসর শতাব্দী ঝরে যায়
গাছের পাতার মতো প্রান্তরে কোথাও আলো নেই
কোথাও জাগেনি কেউ; তবু এত কোলাহল কেন!
সামান্য মুহূর্ত মাত্র, হে পৃথিবী, জানি, তবু মুহূর্তকে কেন
পরম সুন্দর করে ভাসালে না অনন্তের স্রোতে।

সুন্দর

সুন্দর, তোমাকে যারা ধুলোতে বালিতে ঢেকে দেয়
আমি কি তাদের জন্যে প্রার্থনায় নতজানু হবো?
সুন্দর, তোমাকে যারা ভেঙেচুরে ছড়ায় তাদের
আমি কি মার্জনা করবো, করপুটে জলের গণ্ডুষে
নাকি মন্ত্রপুত করে অভিশাপ দেব? বলে দাও
কাতর আত্মাকে আজ, কষ্ট, বড়ো কষ্ট পৃথিবীতে।

ভুল

একদিন ঠিক বলবে, ভুল হয়েছিল।
একদিন এইখানে একা একা দাঁড়াবে এবং
দেখবে অজস্র ভুল ফুল হয়ে ফুটেছে প্রান্তরে
আমার—এ জীবনের—রক্তের ও ফুসফুসের, দেখো।

কেউ

কেউ আমাকে কোনোদিন বলেনি এখানে দেবতারা
রোজ রাতে নেমে এসে খেলাচ্ছলে উন্মাদ করেছে
আমাকেই : তাই আজ ডেকে ডেকে নিয়ে আসি ওকে
যে আমার সর্বনাশ যে আমার রক্তে জ্বালে নেশা।

যেতে যেতে

প্রতিদিন কিছু কিছু ফেলে দিই পথে যেতে যেতে
যদি কোনো ঋতু এসে ফলবতী হয়ে ওঠে বীজে
বিষাক্ত লতায় গল্পে যদি কোনোদিন ধূধূ মাঠ
ভরে ওঠে এই ভেবে—যেতে যেতে বাসের জানলায়

তো বারো বছর হল যে মাঠ সে মাঠ হুহু হাওয়া
হুহু বাবা পথে পথে কত বারো বছর মিলায়
কত বারো বছরের শুকনো ঝরা পাতা খড়কুটো
ভরে দেবে এই আত্মা অন্ধকার সমূহ সমিধ

দুপুর

কোথাও তোমাকে নিয়ে যেতে খুব ইচ্ছে করে, জানো,
একথা যখন বলতে দ্বিধা লাগে : তখন তো উপায় ছিল না,
কখন সময় হবে কখন যে ন্যূনতম আকাঙ্ক্ষা তোমার
পূর্ণ হবে জানি না তা : শুধু দেখি ফুরোচ্ছে দুপুর।

সারাদিন সারারাত

সারাদিন দুঃখে কাটে সারা রাত স্বপ্নে কেটে যাক।
দিনের রাতের শেষে কী নিয়ে কাটাবে একা একা?
এটা কি? এটা কি? তুমি চিরকাল সত্যিই একাকী।
সারাদিন দুঃখে কাটে সারারাত থাকুক শূন্যতা।

বৃথাই

বৃথাই অর্পণ করি এই বেদনার পুষ্প বেদীতে তোমার
বৃথাই আবেগে কাছে যেতে চাই মনোকষ্টে একেক সময়
বৃথাই ভাসাই দিন রাতগুলি ধর্মের গহন কালো জলে
বৃথাই দু'হাতে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলি প্রতীক্ষার ব্যাকুল প্রহর।

তাহলে কি মিথ্যা শুধু স্তোকবাক্য, শুধু প্রবঞ্চনা?
শুধু ভুল? পথে কেন এরা ফুল হয়ে তবে ফোটে!

অভিমান

প্রেম নেই, প্রেম বলে কোনো কিছু কোথাও ছিল না—
এই অভিমান দেখে মেঘে মেঘে ছেয়েছে আকাশ
তাই হাওয়া ঝোড়ো হাওয়া শীতার্ত ব্যাকুল এই হাওয়া
কষ্টে ফোটে ঝ'রে যায় ফুলগুলি ভুলগুলি যেন
আমাকে পেরোতে হবে এখনও অনেক পথ ঢের দিনরাত।

চণ্ডীদাস

বাসে যেতে যেতে রোজ চণ্ডীদাস, তোমার ভিটেয়
দেখি ক'টি ঘুঘু চরছে বোষ্টমী তা তাকিয়ে দেখছেন

বড়ো দুটি চোখ মেলে আর রামী রজকিনী প্রেম
নিকষিত হেম জেনে নেমে পড়ছি খরস্রোতা জলে।
ছাতনায় তো নদী নেই নদী আছে ছোলাডাঙা গ্রামে
অথচ সেখানে যেতে পথ নেই, দুর্গম, ছেড়েছে কাঁটালতা
সেখানেও বাস্তু ভিটে ঘুঘুতে ঘিরেছে, বর্গাদারে।
চণ্ডীদাস, চলো যাই, রজকিনী রামীর উদ্দেশে।।

অগ্নিশুদ্ধ

আমার যাবার পথ ছেয়েছে সুতীক্ষ্ণ কাঁটালতা
তাই ফিরে ফিরে আসি তাই নেমে যাই নদীজলে
ধর্মের আগ্রাসী দুটি করতলে তুলে দিই তাকে—
তার ধর্মাধিক দেহ : অগ্নিশুদ্ধ আমার প্রতিমা।

এই বেদী

তোমাকে ঈশ্বর ক'রে এই বেদী রচনা করেছি
রেখেছি রক্তের অর্ঘ্য ফুসফুসের মালা
অপেক্ষায় অপেক্ষায় অপেক্ষায় মাথা ঝুলে আছে
বুকের পাঁজরে, ভুলে ছেয়ে যায় পথ ও প্রান্তর।
ঈশ্বর কি কোনোদিন পিছনে তাকান না? তবে কেন
আমার প্রাক্তন আর প্রারব্ধের হাড়ে
পথ অবরুদ্ধ থাকে? পথে থাকে অতীতের ভুল?
থাক এইসব কথা। আমি এই বেদীতে তোমাকে
বসাবো ঈশ্বর বলে বুক থেকে ভালোবাসা তুলে
প্রসারিত করতলে রেখে দেব করোটির থেকে
স্তবকবটের মালা ওঁকার এ নাভিমূল থেকে
যা তুমি পারোনি ভস্ম করে দিতে যাবার সময়।

পাখিটি

মাস্তুলে বসেই থাকে স্থবির পাখিটি ডানা জুড়ে
কবে সে ছেড়েছে ডাঙা মনে নেই কবে সেই বাসা
সূর্যের অন্তিম রশ্মি জলে পড়ে চোখের সজলে
রাত্রির আলোতে ডানা ভিজে যায় মাথা ঝুঁকে যায়
বুকের পালকে, হাওয়া ঝোড়ো হাওয়া কত যে পালক
চেয়ে নিয়ে যায় ঢেউ তাকে চায় উদ্দাম কেন যে
পাখিটি ওড়ে না আর ডানা তার মেলে না আকাশে
হয়তো ডানার কোনো বোধই নেই, কঠিন মাস্তুল
দু'পায়ে গিয়েছে গেঁথে, এই সব, এই অনশন
পাখিরও কি জন্মান্তর আছে ধর্মে? মুক্তি তারও আছে?

তার

আর কোনো উত্তেজনা নেই।
কে এলো কে এলো না এখন
হাওয়া কিছু বলে না কর্মরে।
যেকোনো সময়ে চলে যেতে
হবে বলে নিরাসক্ত এত।
শুধু ক'টি ব্যক্তিগত কথা
স্মৃতিমুখে নিয়ে আসে রাত
শুধু ক'টি পাপবিদ্ধ ফুল
ঝরে পড়ে ব্যাকুল দুপুরে।
এই। আর কিছু নেই। তুমি
মিছে পরিশ্রমে করো লীলা
আর কোনো উত্তেজনা নেই।

সুন্দর সুদূর

আমাকে ভোলে না কেউ মেঠো পথ শীর্ণ তরু ছায়া
জীর্ণ ভীরু নদী শুকনো প্রান্তরের উদাস বাতাস
মেঘলা দুপুরের দুঃখ সেগুনের ফুলে ঢাকা ধুলো
পাণ্ডুর জ্যোৎস্নার দুটি জলরেখা আরক্তিম রাত
ব্যথার নিবিড় নীল আকাশের সংশয়-শঙ্কিত
মৃত্তিকার হাহাকার এ জন্মের জটিল জ্বালা।
আমাকে ভোলে না কেউ, আমি কারো কাছে প্রত্যাশায়
যাইনি, নিলেও সব করে গেছে আঙুলের ফাঁকে
কিছুই রাখিনি, শুধু প্রত্যেকের দুঃখের পালক
প্রত্যেকের বেদনার শীতবিন্দু ভস্ম ছেঁড়ামালা
প্রত্যেক ফুলের ঝ'রে যাবার মুহূর্ত ছাড়া কিছু নেই হাতে।
আমাকে দেখেই তাই চিনতে পারে কবেকার দীঘি
অন্ধকার বাঁশবন পাথরের সজল বিস্তার
সেই ভয় অবিশ্বাস মৃত্যুজপ লতাগুল্ম তীর
আমাকে দেখেই ছুঁড়ে মুঠো মুঠো মেঘের আবির
সেই বন্ধু যে আমার সর্বস্ব নিয়েছে রোজ রাতে
শরীরে আত্মায় ঢেলে আগুন ও জীবনের সুর
আমাকে রেখেছে মনে পৃথিবীর সুন্দর সুদূর।

কখনো কি

কখনো কি দেখা হবে? অথবা দেখেছি আপনাকে?
চিনতে পারিনি বলে কথা হয়নি, সৌজন্যবশতঃ
হাসতে ভুলে গেছি ভিড়ে, নির্জনে হাঁটিনি পাশাপাশি
বলিনি, কি চমৎকার এবারের কবিতা আপনার,
কখনো কি দেখা হবে?
আমি যাই না দেশের অফিসে
আমি যাই না কলকাতায় সচরাচর, তবু
আজ খুব ইচ্ছে করছে : উপলক্ষ বইমেলা বা কিছু—
ইচ্ছে করছে গিয়ে উঠি
'আরে আপনি! আসুন আসুন'
আপনি ব্যস্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছেন
স্খলিত আঁচল থেকে ঝরে পড়ছে আমার কবিতা
নিবিড় দু'চোখ থেকে ঝরে পড়ছে আমার কবিতা
চুলের অরণ্য থেকে ঝরে পড়ছে আমার কবিতা
আমাদের দেখা হচ্ছে ঝরে পড়ছে অনন্ত কবিতা
প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটে শুধু মুখে কলকাতার লক্ষ মানুষ

কোনোদিন

কোনো কোনো দিন ফিরতে দেরি হয়, হয়তো ক্লাশ থাকে
হয়তো থাকে না বাস কিংবা পথে গণ্ডগোল কিছু
তুমি ঠিক বকুলতলায় বাসস্টপে এসে চেয়ে থাকো দেখি।
এখনো কি সে রকম কিশোরীই আছো? ছেলে মেয়ে
কত বড়ো হয়ে গেছে—ওরা কিছু ভাববে না ভেবেছো?
আমার তো ভালো লাগে, মনে পড়ে, উর্ধ্বশ্বাসে ট্রেন
এসে ঢুকছে বাঁকুড়ায়, তুমি আছো দাঁড়িয়ে ব্যাকুল
লজ্জায় আরক্ত মুখে লুকোচ্ছো হাসি ওড়না দিয়ে
ঘন হচ্ছে গল্পাতুর মফস্বল শহরের রাত—
হেসে হেসে সারারাত চাঁদ ডুবছে পশ্চিমের পাহাড়ের আড়ালে
এখনো যে মনে পড়ে, মেঘ করলে, সেগুনের ফুলে
ছায়াচ্ছন্ন পথে পথে একা ফিরছি হস্টেলে, একা কি?
সেই পথ সেই মাঠ সেই সব দুপুর বিকেল
উঠে আসে এখনো যে পায়ে পথে ঝিনুকের মতো
সজল সৈকতে হাওয়া উড়িয়ে উড়িয়ে নেয় শাদা শাদা বালি
তুমি আমি কথা বলি আমি তুমি বলিও না কথা
তোমার চশমার কাচ ঝাপসা করে আমার ঢেউয়ের জলকণা
কষ্ট হয়, কোনোদিন, আর কোনোদিন এসে, এইখানে বসে থাকব না।

দু'হাতে

লিখে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া ভালো লাগে এখনো আমার
ছেলেবেলাকার নীল অভিমান আচ্ছন্ন রেখেছে সজলতা
আজও পথ তরুতলে কথা বলি রাখালের সাথে
ধানের চালের গন্ধে ভারি হাওয়া ঢের ঘন রাতে
এখনও দু'হাতে দুই দিগন্ত চোখের সামনে মেলে ধরে আজও।

এখন

এখন ধর্মের কাছে তত নয় যতখানি তোমার নিকটে।
আমরা নিঃশব্দে হাঁটি শব্দ করে হাসি কথা বলি
অথবা দেখাই হয় না কতদিন চিঠি নেই পত্র নেই; একা,
চারপাশে ভূমিকম্প খরা বন্যা উত্থান পতন
আমাদের ভাঙাচোরা মন্দির বিগ্রহ ঘণ্টা চন্দনের পিঁড়ি।

পথ

আমি তো বলিনি কিছু নিচু হয়ে, পিছনে ছিলাম
কেবল বুকের তলে গলে গিয়েছিল হিমে নীলাভ জীবন
মনে হয়েছিল, তবে শুধু মাত্র এই ব্যথা শেষ কথা নয়
আর তাই একবার ওই চোখে চোখ রেখে কেঁপে উঠেছিলাম
শুধু একবার—
আর তার পরে কোনো কিছু নেই
সেই ধুলো সেই বালি সেই খড়কুটো ওড়া পথ
পথের অপরিণাম পথের অনপনেয় পথের অবিমৃষ্যতার শুধু ...

শরীর

আমরা এখানে থাকবো, এই রুক্ষ প্রান্তরের দেশে
এখানে দিগন্তলীন মাঠে মাঠে ছড়াবো বেদনা
আমরা এখানে রাখবো আমাদের এ দুটি শরীর।

তারপর কোথা যাবো ? আত্মার কি ঘরবাড়ি আছে।
দেশ কাল? এরকম ব্যাপ্ত বুক-বিদীর্ণ প্রশ্নের মানে নেই।

আমরা এসেছি ফেলে একদিন যা কিছু সেসব আছে আজও?
ফেলে যাচ্ছি যা কিছু তা ঠিক থাকবে এখানে তখনো?

এসবও ভাবার কোনো মানে নেই : শুধু যাবে এ দুটি শরীর।

হাসির প্রতিভা

তুমি কি সমস্ত দেবে? দিয়েছে কি কেউ সব? তবে
কেন ফেলে যাও এই বিকেলের দিক অবসান
বুকের ব্যাকুল জল ছুঁয়েছে চিবুক, ওষ্ঠ কখনো কখনো
এরকম পারাপার কেউ আর কখনো করেনি
এরকম ভাষা কেউ ব্যবহার করেছে কি জানো?
বলতেই দুপুর শুদ্ধ উড়ে গিয়ে মিললো পাখিটি
বৃষ্টি হল আর হাওয়া আর তার হাসির প্রতিভা।

একটি নির্জন স্বপ্ন

যেদিকে তাকাই আজ পথে পথে মুণ্ডহীন ধড়
যেদিকে তাকাই আজ গ্রামে গঞ্জে অন্ধ আর্তনাদ
শুধু দিগবিদিকহীন কোলাহল তাথৈ তাথৈ
মাঝে মাঝে ক্ষীণ কণ্ঠ সকাতর, ঈশ্বর ঈশ্বর—
এই ভীতত্রস্ত কণ্ঠ, মহেশ্বর, শুনেও শোনো না?
তোমার গেরুয়া ওড়ে গোধূলির সন্ধির বাতাসে
দু'চোখে আব্রহ্মস্তম্ব কেঁপে ওঠা উদাসীন আলো
মাথার উষ্ণীষে যেন ঘূর্ণী ওঠে স্বর্গের দিকে
তোমার নিঃশ্বাসে জ্বলে হোমানল নীল বাষ্প শিখা
মর্মের মর্মরে ঝড় ওড়ায় নক্ষত্ররাজি সমূহ সংসার—
কৌতুকে তাকিয়ে আছো : সম্মুখে তোমার বহুরূপে
লক্ষ কীট গর্জে উঠছে দংশনে দংশনে করছে নীল
নিখিল ব্রহ্মাকে; তুমি জগজ্জাল ছিঁড়ে বুকে বুকে
মাগাবে না ব্রহ্ম আর? ক্ষীণপ্রাণ মৃত্যু-ভীত মন
পদপ্রান্তে বসে থাকব ছুঁয়ে থাকব অভয় বসন?
অজ্ঞানতা পাপ জানি কিন্তু একি জ্ঞান, নরদেব,
ঘিরেছে শাবল ভল্ল পাইপগান মাথায় রুমাল
দেয়ালে ঠেকেছে পিঠ দেশ চলছে একুশ শতকে ...
জানি না ধ্বংসের স্তূপে শ্যামা-নৃত্য তুমি দেখছ কিনা
আমার প্রমাদ কিনা তারই কিছু ঠিক আছে, বলো?
শুধু এই অপরাধ, স্বপ্ন দেখে দেখে গেল বেলা
স্বপ্ন দেখে : বেদান্তের বৃন্দাবন মর্তের ধুলোতে—
নিত্যমুক্ত শুদ্ধ জীন প্রেমময় সেবা শুশ্রূষায়
চলেছে আঁধার মুক্ত অম্লান অনঘ করুণায়
শান্তি স্রোতে ধুয়ে যাচ্ছে মৃত্তিকা ও নীলাভ আকাশ
মন্ত্র নেই তীর্থ নেই ধ্যানহীন প্রেমের ঐশ্বর্যে আলোকিত

সহস্র অশ্রুর বিন্দু সহস্র হাসির শব্দমালা
মানুষের দুঃখ সুখ অপরাধ পূজা ভুল ভয়
কোনো কিছু ব্যর্থ নয়—
এই স্বপ্ন এনেছিলো কাছে
একদা, এ পদপ্রান্তে।
সে কি বুঝবে সুদুর্জ্ঞেয় রীতি শাস্ত্র প্রথাহীন তোমার মহিমা
হয়তো দু-একটি কীট দু-একটি নির্জন পাখি জানে।

ফেরার পথে পথে

এখন বলবো না এখন কোলাহল
এখন হাঁটা ভালো এমনি অকারণ
মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসা ভালো
এড়িয়ে যাওয়া ভালো ওদের আজকাল।
সব তো দেওয়া হল। সব কি? আছে আর
আমার নাভিমূল করোটি কঙ্কাল
চাও তো নেবে এই জননী মৃত্তিকা।
এখন কথা নয় এখন কোলাহল
তাই কি মাথা নিচু এসেছি এতদূর
সামনে মায়াজাল ছেয়েছে চরাচর
ফেরার পথে পথে গঙ্গা যমুনা।

মাঝে মাঝে

মাঝে মাঝে এরকম চলে যেতে ভালো লাগে
কোনো কিছু না নিয়ে বা জানিয়ে কোথাও
খুলে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে সব সমূহ শরীর
আনন্দ-নদীর জলে ভেসে যেতে ভালো লাগে
জনহীন দুই তীর প্রাকৃতিক লাবণ্যে অধীর
দু-একটি নির্মল পাখি নিষ্কলুষ ফুল
মাঝে মাঝে ধুয়ে নিতে চায় মন পৃথিবীর পাপ
মানুষের অপরাধ মানুষের প্রেমহীন বাঁচার উল্লাস।
কেন ফিরে আসি তবু?
কোথায় রয়েছে সরু সুতো
বাঁধা আছে এ আমার আনন্দ-সত্তার টিকি
হাতে কার?
জানি না, ঈশ্বর।
কিছুই জানি না, আজও! জানিবার গাঢ় বেদনার
ভার আর সয় না যে—
শুধু চলে যেতে ভালো লাগে
যেখানে প্রেমের সেই আনন্দ-নদীর জলে গলে শুধু সোনা
যেখানে দু'পায়ে ঝরে আনন্দ-নূপুর-কীর্ণ
জন্মের মৃত্যুর আনাগোনা
যেখানে আমার জন্যে অনুক্ষণ তুমি চেয়ে আছো অন্যমনা
যেখানে কেঁদেছি আমি : কোনো দিন যেখানে ফিরবো না—
ব'লে; তুমি শুনেও শোনোনি—

মাঝে মাঝে মনে হয় : বৃথাই দুঃস্বপ্ন দেখে কেঁদে কেঁদে ফিরি
মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে আনন্দ-লহরী হয়ে ভেঙে পড়ি
দুটি পদতলে।

একা

এ ঘুম-ভাঙা এই জাগরণ এতই সামান্য—
আরো গাঢ়
ঘুমে ডুবে যাই কেন শীতের সাপের মতো
দেখি সেই ভয় পাপ অপমান আর অপ্রেম কুটিল অন্ধকার।
দেখি প্রপন্নার্তি হাতে দাঁড়িয়ে অনন্ত রাত—
তুমি
চ'লে গেছো ফেলে রেখে চ'লে গেছো ফেলে রেখে একা।

অবসাদ

আজকাল অবসাদে ছেয়ে যায় এ শরীর মন
ভালো লাগে চুপচাপ চেয়ে দেখতে যখন তখন
কাগজের ডালে বসা পাখি-টাখি, আকাশের নীলে
ভাসমান শাদা মেঘ : তুমি কি তখন এসেছিলে?
অন্যমনস্কের বেলা? কি জানি। তাকিয়ে থাকি রোজ
অবসাদে ছেয়ে যায় সমস্ত শরীর মন আত্মা তো নিখোঁজ
ধর্ম নেই অধর্মও, উৎসাহ নিয়ে গেছে—
শূন্য নীল ও আকাশ সব জানে, ও সব দেখেছে।

দুঃখ

আজন্ম আমার সঙ্গে সঙ্গে রইলে প্রিয়তম বন্ধুর মতন
সহ্য করলে সহস্র পাগলামী নিষ্ঠুরতা দুর্বোধ্য যন্ত্রণা
তোমাকে কিছুই দেওয়া হল না আমার; কখনো হল না
সেই কথা বলা, আমি জন্মাবধি লালন করেছি এই বুকে
এখনো কি এ জীবন অন্যভাবে শুরু করা যায়?
অবেলায়?
কি যেন খুঁজেই সব বেলাটুকু গেল তীরে তীরে
খ্যাপার মতন—, বন্ধু, তুমি রইলে একমাত্র আজও।
মৃত্যুর পরে কি আমি একা হয়ে যাব?
তুমি থাকবে না তখন?
আমার কষ্টের দিনে আমার কষ্টের রাতে কাঁধে হাত রেখে
দাঁড়াবে না তরুতলে, তাকাবে না দু'চোখে আমার?
আমি কি যে দেব, বন্ধু, তোমাকে দেবার মতো কিছু
নেই আমার, নাও তবে আমাকে
এ ব্যথিত সত্তাকে
আর তাকে দগ্ধ করে ভস্ম করে ছড়াও আকাশে
শূন্যতায়।

এই লেখা

এই ব্যথা কোনোখানে কিছুই বলে না
এই লেখা ঝরে যায় হেমন্তের রাতে
কেউ যেন বসে তাকে সারাটা জীবন
কেউ কোনোদিন ঘর ফেরেনা কখনো।

আমাদের দেখা হবে, তারপর নেই,
তারপর কিছু নেই, শূন্য গাঢ় নীল
সবুজ পথের পাতা ওড়ে ওড়ে ওড়ে
কেউ কোনোদিন ভালোবাসে না কখনো।

কেউ না কেউ না বলে থেমে যায় হাওয়া
বৃষ্টির ঝালরে মুখ ঢাকে এত নদী
দু'হাতে ভাসায় জলে অনুতপা মেয়ে
কবরীবন্ধন থেকে গন্ধরাজ ফুল।

কোন্ ভুল কোন্ সেই মহত্তম ভুল
বাগানের মাটি থেকে শুষে নেয় সব
কবি চণ্ডীদাস তাঁর বঁধূয়া বিরহে
ছাতনায় আমাকে রোজ নামতে বলেন—

বাস দ্রুত চলে আসে থামে না এখানে
রেবা সন্ধ্যা হলে গিয়ে দাঁড়ায় স্টপেজে
এই ভালোবাসা কেউ বাসে কি কাউকে
সমাজ সংসার ফেলে যে যায় ফেরে না।

এই লেখা ঝরে যায় হেমন্তের রাতে।

দিনরাত

মেঘলা সকাল পাখিটা মেলেনি ডানা
বিষণ্ণতার কুয়াশা নেমেছে দূরে
হারিয়ে যাবার আজ নেই কোনো মানা
সে অনাগতার অনন্তলোক ঘুরে

দিন যায় ঘুরে রাত যায় পুড়ে পুড়ে
এর যেন কোনো শুরু নেই শেষ কোনো—
একথাই আজ মেঘলা আকাশ জুড়ে
সে অনাগতার গান হয়ে বাজে, শোনো

মেঘলা সকাল পাখিটি আমার মন
কুয়াশা বিলীন পথতরু প্রান্তর
বিস্মৃতি ছেঁড়া পাহাড় টিলা ও বন
ছোলাডাঙা গ্রামে ছিল বাস ছিল ঘর!

কেন মনে পড়ে জন্মান্তরে এত
হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে যায় সন্ন্যাস
সৈকতে ঢেউয়ে বালিতে ওতপ্রোত
দিন যায় ঘুরে রাত পুড়ে বারোমাস।

তার কাছে

যত দূরে চলে আসি দেখি তত কাছে তার কাছে
বস্তুত বিরহ বলে কিছু নেই
স্বপ্ন ভেঙে গেলে
যে রকম সুখ দুঃখ
এ জীবন সে রকম
মাঝে মাঝে তাই এত নির্লিপ্ত নির্মম উদাসীন
বাগানে পাখিটি খুব অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে
রোদ্দুরটুকুও যেন কোনোক্রমে ঝরে যায় এই মুখ থেকে
রুখু চুল এলোমেলো করে দিতে এসে
থমকে যায় হাওয়া
আমার ডাকনাম ওঠে ডুবে যায় আকাশের নীলে
আমার পোষাকী নামও ভেসে যায় কাঁসাইয়ের জলে
আমার অধর্ম যায় ধর্ম যায়
জন্ম ও মৃত্যুও
যত দূরে চলে আসি দেখি তত কাছে তার কাছে।

তুমি

তোমার পায়ের তলে সেই ধর্ম রেখেছি একদা
তোমার ও করতলে রেখেছি যে ধর্মহীন রাত
সত্যিই তপস্যা যদি তাহলে তা সদা ও সর্বদা
বলতে দাও : তা না হলে চিত্রগুপ্ত আমাকে নির্ঘাত

নরকে দেবেন ঠাঁই; অবশ্য তোমার তাতে ক্ষতি;
চেলারা পালাবে ছেড়ে, পালাক না, তুমি
আবার আমার কাছে চলে এসো, আমি মূঢ়মতি
দেব জল দেব ফল ফুলপাতা জন্ম জন্ম-ভূমি।

নেশা

একদিন একদিন করে প্রায় দু'বছর এই তীর
বিদ্ধ করে গেছে শুধু এ শরীর? এই দেখ মন
বিষে নীল জর্জরিত। তবু কত ব্যগ্র ও অধীর
বিদ্ধ হয়ে বলে! রাতে উৎকর্ণ, কখন

আবার সে কড়া নাড়বে আবার সে তুলে নেবে তার
উন্মাদ অশ্বের পিঠে আর মুগ্ধ সপাং চাবুকে
চিরে ফেলতে ফালা ফালা চেতনা আমার—
ফেনায় ফেনায় ভেসে যেতে যেতে রুখে

আমি কি দাঁড়াতে পারি? ওই বেগ চণ্ডবেগ ঝড়ে
দেখি উড়ে যায় আমার জপমন্ত্র ধ্যান ধর্ম সব
দেখি মূলাধার ছিঁড়ে সহস্রার ছিঁড়ে আছড়ে পড়ে
আনন্দ-ব্রহ্মের ঢেউ আনন্দ-চৈতন্য-ঢেউ সঙ্গম-সম্ভব।

দেখা

ভেসে যেতে যেতে তীরে দেখা হল আর এই দেহ
আবার রক্তে ও মাংসে মজায় অস্থিতে ক্রমাগত
পিপাসায় পিপাসায় জেগে উঠল যাকে শুষে নিতে
সে শুধু গল্পের মতো সে শুধু বর্ণের মতো সে শুধু শব্দের মতো, তাকে
কেউ কোনোদিন পায়নি, পাবে না জেনেও এই স্রোতে
বিশ্বাসপ্রবণ স্রোতে ঝাঁপ দেয়; হেসে ওঠে মায়াবী আকাশ
চমকে ওঠে সহিষ্ণু মৃত্তিকা বৃদ্ধ অশ্বত্থের পাতায় ফিসফাস—
সব ছিঁড়ে দেখা হয় ততক্ষণ : দু'চোখে নিষ্ঠুর
নির্মম প্রেমের আলো চেতনা আচ্ছন্ন করে তোলে
ভেসে যেতে যেতে তীরে দেখা হয় পাতার আড়ালে।

সন্ন্যাস

সন্ন্যাস নিয়েছো যদি তবে কেন এ-ঘরে ও-ঘরে
এভাবে আগুন জ্বালো? নাকি এভাবেই করপুটে
পান করবে কারণ তুমি? আমার অস্থিও খাবে জানি।
তাই আজও কৃপাপ্রার্থী। আমি আর ঘুমোই না রাতে
আমার সত্তায় জ্বলে নীলাভ আগুন দিশেহারা
তার স্তনে কামনার আকুল আহ্বান উরুদেশে
সজলতা সকাতর : তুমি চলে গেছ রেখে তাকে
আমার ক্ষিধের মুখে আমার পিপাসা মুখে আমার নির্জনে।
সন্ন্যাস নিয়েছো তুমি ভিক্ষা নিতে একবার এলে
ঝুলি ভরে দেব আমরা : চেলা চামুণ্ডারা জানবে না।

অন্তরীক্ষ

ও যখন ধীরে ধীরে তোমাকে আমার শয্যা থেকে
তুলে নিয়ে চলে যায় তুমি ওর পিঠে নখাঘাতে
বাজাও আশ্চর্য সুর—পৃথিবী উন্মাদ জ্বরো জ্বরো
আমার পিঙ্গল জটা দীর্ঘ সাপ বিভূতি বল্কল
আকৈলাস দুলে ওঠে : তোমাকে অন্তিম শিখরে
নিয়ে যেতে যেতে দেখে মর্তে পড়ে আছে শুধু শীৎকারের কণা।

সে

আজও তাকে বলেছি যে জেগে থাকব যেতে চেষ্টা কোরো।
জানি না সে আসবে কিনা; না এলে কেন যে কষ্ট হয়।
এভাবে বেড়েই চলে আকণ্ঠ তৃষ্ণার হাহাকার
সমস্ত সমুদ্র ফুঁসে দুলে ওঠে শিউরে ওঠে শিরা
সে কেন আসে না রোজ? তার আর আগুন নেই কোনো?
কেন নেই? আমি যত্নে সঞ্চিত সমিধ ঘৃত তাকে
দিইনি কি? তবে কেন সে আসে না রোজ রাতে আমাকে জাগাতে!

ক্ষত

সে আমার বন্ধু? না না বন্ধু নয়। প্রিয়?
তাও নয়? আমি তার জড়ের শরীরের ভালোবাসা
দেখিনি। তবুও তাকে রোজ চাই উন্মাদের মতো।
সে এলে আমার ক্ষতে অমৃত ক্ষরণ হয়;
ভিজে যায় কবিতার খাতা।

নিয়ম

কেন এই সূর্য ওঠা সফল হল না একদিনও
কেন এই প্রপন্নার্তি প্রতিদিন সারাটা জীবন?
প্রাক্তন প্রারব্ধ শুধু? তাই তুর্কী কৃপা করো কাকে?
আমি কি পড়িনি চোখে—এত বেশি বিব্রত করতে?
তাহলে তোমার ছবি তাহলে তোমার ধূপ চন্দন প্রদীপ
ঘরের নির্জন কোনো সিংহাসন ব্যর্থ পূজা ধ্যান
কেন আজো! শুধু এই বিশ্বাসপ্রবণ স্রোতে স্রোতে
ভেসে যাবো বলে শুধু প্রার্থনায় বেজে যাবো বলে
শুধু অপেক্ষায় অপেক্ষায় জীর্ণ হবো বলে—?
এমন তো ছিল না কথা, জানি না কথাই ছিল কিনা,
তবু যেন মনে হত, জ্বলে উঠবে সব ক'টি আলো
ফুটে উঠবে সব ক'টি কুঁড়ি, বাজবে রুদ্ধ সব গান
ভেসে যাবে প্রেমে সব দুঃখ সুখ আনন্দ বেদনা
উৎকণ্ঠিত মুখে চোখে লেগে থাকবে তোমার আহ্বান
মনে হত, তুমি আসবে তুমি থাকবে কখনো যাবে না
আমার চেয়েও বেশি ভালোবাসা পেয়ে ফেলে রেখে
শুধু মনে হত সব কতদিন কত রাত ধ্যানের মতন
আজও পথে পথে ঘুরে ঘুরে মনে পড়ে সব ব্যর্থতার কথা—
একটি বিষণ্ণ জন্ম হলুদ পাতার মতো ঝরে গেল তোমার নিয়মে!

পাগল

যে আর আসবে না তাকে ভেবে ভেবে নষ্ট হল বেলা।
নষ্ট কি? এ পৃথিবীর লাভ লোকসানের অঙ্ক এই
হিসেব মেলাতে ব্যর্থ। তাই তীরে আছড়ে পড়ে ঢেউ
তাই গাঢ় নীলে ফুটে ওঠে তারা, সে হাসে অম্লান
জন্মের, মৃত্যুর, পরদা দু'হাতে সরিয়ে একা একা।
তাকে দেখা খুব শক্ত, সহজও, সে আসে ও আসে না
দেখার চোখের জন্যে প্রেম ও বিরহ দুঃখ সুখ
লীলা চঞ্চলতা তার লেগে থাকে ঘাসফুলের রঙে
পাখির ডানায়, গৃহস্থের সন্ন্যাসীর ঝুলিতে ধুলোয়
সে কোথাও চলে যায় না সে কোথাও আসে না কখনো
সে শুধু দেখায় রূপ রূপং রূপং তাকে বেছে নিয়ে পাগল বানায়
আর সে পাগল ঘোরে পথে পথে প্রবাসীর মতো
কষ্টে তার ভিজে যায় আকাশে স্বাতীর আর অরুন্ধতীর নীল চোখ।

তরঙ্গ

এই যে উজ্জ্বল রাত ভিজে যায় তৃণ ও তারার
কামনা জর্জর নীল প্রান্তর—সে বোঝে না কিছুই?
কষ্ট দেয় কষ্ট দিয়ে সে কি সুখে থাকে থাকতে পারে?
এক একটি সকাল আসে সমস্ত দিনের তাপ দিতে
শুষে নিতে আকাঙ্ক্ষার গাঢ় রস রাত্রি যে আসে না!
সজল সৈকতে ভেঙে গুঁড়ো হয় দিন রাত তরঙ্গের মালা।

তোমাতে আছে

বুঝি না কিছু তাই সাহসে এসেছি তোমার কাছে
এমন প্রশ্রয় কেউ কি দেয়? তুমি তবুও, পাছে
আদৃত হই, খেলে আমার দেওয়া বিষ, যমুনা নদী
রোমাঞ্চিত হল, ভয়ে না বিস্ময়ে! আমাকে যদি
ফেরাতে নিঃস্ব ও নিবিড় বেদনা—কি ক্ষতি তাতে
কত তো আসা যাওয়া বৃথাই গেছে দুটি শূন্য হাতে
এবারে করুণায় নিয়েছো ডেকে তাই এসেছি একা
অনেক অবেলায় : হল না মনে হয় এবারো লেখা
প্রেমের কবিতাটি, যে বহু দূর থেকে ডেকেছে কাছে
হৃদয়শিরা ছিঁড়ে, সে দেখি তোমাতেই তোমাতে আছে।

এখন প্রার্থনা

এবার শান্তিতে একটু বসতে দাও গন্ধেশ্বরী নদী।
এবার চুপচাপ একটু বসতে দাও কংসাবতী নদী।
অনেক ঘুরেছি আমি তোমাদের মাঝখানে, আর
আমার সময় কই! দুজনেই হাসে, কোনোদিন
ভণ্ডামী করিনি। দুঃখ অপমান ব্যর্থতা কাউকে
ফেরাইনি কখনো।
আজ সেসব থাকুক। আমি বসি
তোমাদের তটমূলে তোমাদের জলরেখা মূলে
আমার এ সত্তা ধুয়ে সুস্থ ও পবিত্র করো শুধু
সুস্থ ও পবিত্র করো—; তারার অপেক্ষার দিন
যেন শান্ত চিত্তে যায়; মৃত্যুরূপা মা আমার, তুমি
তারপর এসো বুঝে তুলে নিতে;
আমি নিদ্রাহারা দুঃখী শিশু।

কেউ

কে আর এলো না কে সে পাঁজর গুঁড়িয়ে গেছে চলে
কে শুধু ঢেলেছে কালি অপমানময় এ জীবনে
কে শুষে নিয়েছে ক্ষতে দুঃখ রেখে সত্তাকে আমার
আর তার কথা বলে বেদনা দিও না সুবাতাস
আর ওই গল্প বলে ঘুম কেড়ে নিও না কাঁসাই
আমি বড়ো ক্লান্ত আজ ভারাক্রান্ত নিদ্রাতুর একা
বেলা তার চেয়ে কবে দেখা হবে শ্যামের সমান
আমার মৃত্যুর সঙ্গে; কবে আর ঘুম ভেঙে দেখবে না আমার
কেউ এসে কোনোদিন কেউ হেসে কোনোদিন কেউ ভালোবেসে।

মাঝে মাঝে

মাঝে মাঝে
মাঝে মাঝে দেখা হয়।
সহসা সুগন্ধে ভরে সব
বাগানে বাগানে ফোটে ফুল
আকাশে আকাশে ফোটে তারা
গাছে গাছে ডেকে ওঠে পাখি
অশান্ত কিশোরী নদী পায়ে বাঁধে জলের নূপুর
বসন্তের নিমন্ত্রণ পত্রে ও পল্লবে দিকে দিকে
বনে বনান্তরে ডাকে এসো
ডাকে ঘরে ঘরে এ শহর
বলে, বোসো
মাঝে মাঝে দেখা হয়
অভিমানী পাহাড়ের তলে
মাঝে মাঝে ভেসে যায় কবিতার স্তব
দু'চোখের জলে।

তুমি

তোমার পায়ের শব্দ ঝরে পড়া পাতায় পাতায়
তোমার গানের কলি সুবাতাসে ভেসে ভেসে আসে
অগুরু গন্ধের অঙ্গ ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমাকে ভাসায়
এই খোলা জানালায় সকালের সুন্দর আকাশে।
এ তো এই তো বলে চঞ্চল ডানায় ক'টি পাখি
চমকে দিয়ে যায়, পূজা প্রার্থনা উড়িয়ে অকস্মাৎ
আমাকে দিগন্তলীন পথঘাট প্রান্তর একাকী
কি যেন ইশারা করে অন্ধকার নদী গিরিখাত
কি এক ব্যাকুল বেলা গড়িয়ে গড়িয়ে যায় জলে
কি এক আকুল গন্ধ ছড়ায় নিবিড় হাহাকার
কি এক নামের শব্দ হাড়ে বাজে পাষাণে বল্কলে
তোমার বেদনা ছায় জীবনের মৃত্যুর ও অনন্ত পারাবার।

নীচে নদী

হ্যাঁ, আমি এনেছি ডেকে, সে তোমাকে পাঠ করবে বলে।
আমার কবিতা তুমি।
সে তোমাকে ছন্দে অলঙ্কারে
ব্যঞ্জনায় ব্যঞ্জনায় বাজাবে নিপুণ হাতে; আমি
আকণ্ঠ সে মদিরায় ডুবে থাকব,
সে শোনাবে বলে
আমি সারারাত্রি জেগে বসে থাকি—;
আগুনের সাঁকো
আমাদের মাঝখানে, নীচে নদী, শ্লোকোত্তরা নদী।

আনন্দ আলাপে

কোন অঙ্ক কোন দৃশ্য কিছুই জানি না
এর শুরু শেষ কিছু
নিপুণ অভ্যাসে মঞ্চে অনায়াসে উঠে যাই নামি
জীবনের নুনে জরে শরীর ও সত্তা
প্রতিদিন
অত্যন্ত পুরনো পথে হেঁটে যাই নির্ভুল নিয়মে
হেঁটে যেতে যেতে দেখি : মুখ থুবড়ে পড়ে আছে প্রেম
ভাঙাচোরা ভালোবাসা ঘরবাড়ি দুমড়ানো স্বপ্নের টুকরোময়
সাজানো পুতুল কারো মুণ্ডহীন প্রিয় কণ্ঠস্বর
বল্লমের ফলা গাঁথা ছায়াচ্ছন্ন মফস্বল গ্রাম
ছিন্নভিন্ন ইস্তাহার জীবনের ক্ষুধার কান্নার
শূন্যতার নির্জন কিনারে।
হেঁটে যেতে যেতে দেখি : এইসব অচিরস্থায়ীরা
বলে এই শেষ নয় বলে এই সব কিছু নয়
ফুরোয়নি ফুরোয় না কিছু, তুমি যাও খুঁজে দেখ—;
আরো?
আরো অন্বেষণে যেতে বলো না আমাকে হে জীবন
আমি বড়ো স্বল্প প্রাণ বড়ো ক্লান্ত প্রায় ভেঙেছে ডানা
ব্যঞ্জনাবিহীন দীর্ঘ তেপান্তর
অবসাদে ছেয়ে গেছে মন
মৃত্যুও বাজে না পায়ে নূপুরের মতো আর এখন স্তব্ধতা
আমাকে বলো না আরো দূরে যেতে
শুনেছি আকাশ পূর্ণ করে
যে আনন্দ আমি তার
তাই এই ক্ষয় এই ক্ষতি এই রক্তক্ষতব্রত
সমস্ত থাকুক
আদি অন্তহীন এই খেলা ফেলে বসি ঘাসে আনন্দ-আকাশে চুপচাপ।

আকাশ

সমস্ত আকাশ ভরে তোমার আনন্দনীল কাঁপে
তাই আমি গান গাই ভালোবাসি ঘাসফুল পাখি
খরায় বন্যায় শস্যে প্রেমে ও মৃতুতে বহে যায়
সমূহ সংসার নিরবধি কাল জুড়ে যায়
তোমার আনন্দে পূর্ণ নীলাকাশে অথৈ বেদনা
পারাপারহীন দুঃখ অন্ধকার হাহাকার ভয়
মানুষের লোভ পাপ অপমৃত্যু দুর্বলতা ক্ষমা
আকাশে আনন্দ বলে মাটিতে প্রেমের পুষ্প ফোটে
আকাশে আনন্দ বলে এই সত্তা পাতা হয়ে ঝরে
বৃষ্টি হয়ে গলে জ্বলে প্রান্তরে আগুনে কামনায়
সন্ন্যাসীর গেরুয়ায় গৃহস্থের আসক্ত মুঠোতে
আকাশী-আনন্দ ব্যাপ্ত তৃণে তৃণে তারায় তারায়।

স্বপ্ন ভেঙে

কাল একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিলাম
দেখছিলাম আমি এক অভিমানের প্রান্তরে হেঁটে চলেছি
নিরুদ্ভিদ নিস্তৃণ নিঃসঙ্গ সেই প্রান্তরে
ধুধু ধুলো আর বালি
হুহু বাতাস আর নৈরাশ্যপীড়িত বেদনার কঠোরতা
যেন এর শেষ নেই কোথাও নিশ্চয়চিহ্ন নেই কোনোখানে
থেকে থেকেই সংশয়ের টিলা অসহিষ্ণুতার খোয়াই
অবসন্নতার অবরোধ আমার পথে পথে আকীর্ণ
এত বিরুদ্ধতার ভেতর আমার নিরর্থকতার দিকে হেঁটে যাওয়া
জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হয়ে যাওয়া
আর তার ভেতর
থেকে থেকেই বাতাসে তরঙ্গ উঠছিল
উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত!
হাহাকারের সমুদ্র বিস্তারে বেজে উঠছিল
আনন্দরূপমমৃতম্।
আমার সমূহ সত্তায় নিঃশব্দে ঝরে পড়ছিল
সমস্ত দুঃখের রহস্য।
কাল সারারাত এরকম একটা স্বপ্নের ভেতর হেঁটে গেছি আমি
নিরর্থকতার দিকে যেতে যেতে ক্ষুধিত অহং মোহান্ধ হয়েছে
প্রাণপণে আপত্তি করেছে কণা মাত্র ছাড়তে
মৃত্যুময় উপকরণের ভারে—লোভের পরিণামহীন বিকারে
পেয়েছে সারারাত
মুহূর্তের মধ্যেও মনে হয়নি স্বপ্নের কথা

সকালে ঘুম ভেঙে দেখি, সীমাহীন প্রান্তর অনিঃশেষ বেদনা
আনন্দময় আকাশ হয়ে রয়েছে আমার চারপাশে!

মাঝে মাঝে

মাঝে মাঝে আসে তার শরীরের সুগন্ধ এখনো
আত্মার তো বর্ণগন্ধ নেই আত্মা সর্বভূতাশয়স্থিত তাই
আমি পৌত্তলিক, আমি সেই দুটি সুললিত চোখ
মাঝে মাঝে দেখতে পাই বিভান্বিতা দুটি পা'র পাতা
কৌতূকপ্রবণ হাসি জলের রেখার মতো এখনো সিঁড়িতে
মাঝে মাঝে সারা ক্লাস সরে যায় উড়ে যায় গ্রামারের খাতা
শুশুনিয়া বুকে এসে ঢুকে পড়ে, রাশি রাশি পাতা ঝরে যায়
অনন্ত প্রান্তরে, হাসে আকাশে কৌতূকময়ী কিশোরী প্রতিমা।
সৌখিন লিখি না কিছু সেদিন বলি না কিছু সেদিন কোথাও
হেঁটে হেঁটে যাই না যে : শুয়ে থাকি জঙ্গলের মাঝে
আর পাতা ঝরে পড়ে শুধু পাতা বর্ণগন্ধশব্দময় পাতা
আমার শরীর ঢেকে আমার চৈতন্য ঢেকে দুঃখী মন ঢেকে
স্কুল বাড়ি বাস রাস্তা সমূহ সংসার ঢেকে পাতা ঝরে যায়
মাঝে মাঝে পৃথিবীতে ঝরা পাতা ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

মায়ারাত

ঘুম থেকে তুলে সেই গাঢ় রাত আমাকে দেখায়
সে আমার শব্দগুলি অর্থহীন করে ছড়িয়েছে
প্রান্তরে টিলায় বনে ধুলোপথে জলে ও কাদায়
সযত্নলালিত সব বর্ণমালা যেন বেছে বেছে।

দুঃখ হয়; সহসা সে উন্মোচন করে সত্য; আর
আনন্দ-আকাশ ছাড়া আবরণ রাখতেই পারি না
আগ্নেয় শরীর কাঁপে পিপাসার শুধু পিপাসার
হৃদয়ের শিরা ছিঁড়ে সারারাত সে বাজায় বীণা।

আমার মিনতি বাজে ঘাসে ঘাসে তারায় তারায়
তাকে বুকে পেতে বুক ফেটে পড়ে ঝলকে ঝলকে
সে হাসে কৌতুকে নীল আগুনের মতো ফোয়ারায়
মোহভস্ম উড়ে যায় অন্ধকারে দেখেছি পলকে।

মাঝে মাঝে এরকম ঘটে আমি আবার ঘুমোই
যেন কার কেশভার ঢেকে দেয় তখন আমাকে
ফেরাতে পারি না মুখ আমি করি না যতই
ওষ্ঠ চেপে ধরে দমবন্ধ করে শুষে নেয় সমূহ আত্মাকে।

আমি জানি

আমার তো মনে নেই কবে তুমি এসেছিলে কাছে
স্পর্শ করেছিলে স্বপ্ন বিছিয়ে প্রান্তরে বনময়
রক্তক্ষত গুলি নিজে হাতে ধুয়ে শুশ্রূষায় সারারাত ছিলে

আসলে দুঃখে ও দুঃখে এই সত্তা হারিয়ে ফেলেছে
তোমাকে দেখার দৃষ্টি : যদৃশী ভাবনা যস্য মানি

অথচ আমিও চাই আনন্দ আকাশ চিত্ত জুড়ে
আমিও দুঃখের মন্ত্রে চাই সেই আনন্দ-বিহার
শান্তি অশান্তির ঊর্ধে; জানি তুমি ছাড়া কিছু নেই

জানি মিথ্যা এই আমার কম্পিত কাতর হাহাকার
জানি তুমি ওষধিতে বনস্পতিতে আছো বলে
আমি লিখি কথা বলি লুকিয়ে কেঁদে ফিরি।

রূপ

অগ্নিশুদ্ধ শব্দ উঠে এল
ছন্দ এসো নক্ষত্রলোকের
অন্তঃস্থল থেকে এসো ভাব
তুমি এসো কবিতার রূপে
আমার জীবনময় ধ্যান
মৃত্যুময় ধারণা আমার
তুমিময় তুমিময় শুধু।

খেলা

কখনো খেলার প্রতি কোনোরূপ আসক্তি ছিল না।
অথচ কি গ্রন্থকীট? ক্যারিয়ার শব্দ ছিল অর্থহীন। তাই
ঝাঁটিপাহাড়ীতে যাই ঝুলতে ঝুলতে আটচল্লিশ কিমি
নির্বোধ ছাত্রের মাথা চকের গুঁড়োতে ভরে যায়
আমার সমস্ত চুল প্রায় শুভ্র হয়ে ওঠে ক্ষয়ে যায় বেলা
অথচ বেলার প্রতি জীবনের প্রতি কোনো মোহই আসেনি।
এখন কি ভয় করে! তা না হলে চমকে যাই নিজেরই ছায়াকে
থমকে যাই লিখতে গেলে শরীরের ক্ষিধে আর পিপাসার কথা
কেন ঘুম ভেঙে রাতে চেয়ে থাকি তারা ভরা আকাশে আকাশে!
এখন কি এ জীবন বড়ো বেশি ছোটো লাগে ব্যাকুলতা জাগে?
তাই কানে এসে কাজে, 'কি হলো গো' পাখিটির কথা
ঘাসের মাড়ানো বুক বোবা করে, মনে পড়ে ঠাকুরের মুখ
মনে পড়ে আমারো তো কথা ছিল কোথা যেন যাবার; ছিল না?
কত উন্মাদনা ছিল, ক্রোধ নয়, শব্দের শিরায়
আজ শান্ত, আজ শান্ত, ব্যথিত ও বিহ্বল আহত ম্রিয়মান
শূন্য তবু নীলে চোখ ডুবিয়ে ঘুমিয়ে যাই নদীর কিনারে।

এখানে

এখানে আমার খুব একা লাগে, খারাপ লাগে না।
একা একা হাঁটা ভালো চুপচাপ বসে থাকা ভালো
ভালো বইয়ে ডুবে থাকা ঢের ভালো ষাট পঁয়ষট্টির গল্প থেকে
বাসের হ্যান্ডেলে ঝুলে চোখ বন্ধ করে রাখা আরো বেশি ভালো
কাকে বলব, আমি এই শাদা চোখে ঈশ্বর দেখেছি;
বিনয়ের গায়ত্রীকে পড়েছেন?—কাউকে শুধানো যায়? কেউ
দুঃখী নির্বান্ধব একটা পাখির স্মৃতিকে ধরে রাত জাগে নাকি!
অথবা কথা না বলে সেই চোখে চোখ রেখে ভ'রে যাওয়া যায়
অথবা কথা না বলে শুধু পাশাপাশি হেঁটে উপচে পড়া যায়
যদি সেই বন্ধু থাকে নারী থাকে ভালোবাসা থাকে।

আগুনের দিকে

আমি আগুনের দিকে যেতে যেতে দেখি তুমি খুলেছো পশম
খুলেছো কার্পাস, দূরে পড়ে আছে ভয় লজ্জা সংস্কার ভুল
আশ্চর্য মাধুর্য-নীল-প্রবাহতরঙ্গ-দেহ আত্মার প্রতিমা
আমার পূজার মন্ত্র পদ্ধতিতে তুমি কাঁপো শিহরিত হও মুহূর্মুহু
আমার নির্ভুল লক্ষ্যে বিদ্ধ হয় প্রিয় গোপনীয় উৎসমূল
ফোয়ারায় ফোয়ারায় সমস্ত আকাশ ছায় মৃত্তিকায় নেমে আসে ঢল
অবশেষে তুমি এসে নিয়ে যাও আমাকে সেখানে
যেখানে প্রণাম নেই পুজো নেই মন্ত্র তন্ত্র নেই তুমি ছাড়া
আকাশ মৃত্তিকালগ্ন তুমিময় আমিও থাকি না—তাকে প্রেম
তার বর্ণমালা ভাষা জানা নেই লিখে রাখি আজ
শুধু আগুনের দিকে যেতে যেতে আমি ঢের দেবতা দেখেছি।

যেতে যেতে

আমি বলি, মনে রেখো, নদী,
শালবন, তুমি মনে রেখো
প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থ, তুমি ডেকো
আমার ডাকনামে মাঝে মাঝে।
মজা খাল, বাঁশবন দীঘি
নির্জন নিঃসঙ্গ ছেলেবেলা
কানালি বাবুর পার্টি ধান
ভাঙা বাবুপাড়া একা ভয়
মনে রেখো আজীবন তুমি।
যেতে যেতে যেতে যেতে বড়ো
ক্লান্ত ও বিষণ্ণ। আজ তাই
চুপি চুপি চলে যেতে চাই
আর বলি, মনে রেখো তুমি।

পাতার মুকুট

যদি তাকে ডেকে থাকি যদি তাকে দিয়ে থাকি নিজে
পাতার মুকুটখানি সে কেন তা ফেলে রেখে যায়
পথের ধুলোয়? তার অন্ধকার এ হৃদয়ে সময়ে
জীবন কাটানো দায়। তার কোনো দায় নিই? কোনো?
তাহলে কেন যে ফোটে মাধবী
কাঁদে পাথরে কাঁসাই!
আমাকে এখন দ্রুত ফিরে যেতে হবে বলে
এই শাদা পথ
চলেছে নক্ষত্রলোকে এই নদী সমুদ্রসঙ্গমে
ঝরেছে সমস্ত পাতা অশ্বত্থের
পড়ে থাকে পাতার মুকুট।

অপেক্ষা

অনেকদিন তার সঙ্গে আর দেখা হয় না
অনেকদিন তার কথা তেমন মনে পড়ে না
অথচ এমন দিন গেছে
যার তিন চতুর্থাংশ কেটেছে তার ভাবনায়
যাকে না দেখলে জগৎ-সংসারের কোনো অর্থ থাকতো না।
এ কেমন করে হয়?
যাকে ভালোবাসি তাকে কেন মন এমনভাবে বর্জন করে?

সবেরই একটা সীমারেখা আছে
ভালোবাসারও

সবেরই একটা মাত্রা আছে
ভালোবাসারও
আমি চিরকাল মাত্রা ছাড়ানো মানুষ।
তাই আজ এমন ব্যথিত বিষণ্ণ ম্লান নিঃসঙ্গ।

শুনেছি ভালোবাসা অমোঘ ভালোবাসা ঈশ্বরাধিক
শুনেছি গরুঢ়স্তম্ভ গলে যায় ভালোবাসায়
অজয় উজান নয়
আভর কন্যারা ধর্মাধর্ম ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে পথে পথে
গ্রহণ বর্জনহীন এক মায়ালোক
আকাশ ও মৃত্তিকা ছুঁয়ে জেগে থাকে
আর দুঃখের পদাবলীতে কীর্ণ হয়ে ওঠে চণ্ডিদাসের পুঁথি
আমি সেই ভালোবাসার জন্যে কতোকাল অপেক্ষা করব।

এক টুকরো

আমি অভিমানে তোমার কাছে যাইনি অনেকদিন।
তুমি তো ডেকে পাঠাতে পারতে!
আজ আর সে সব কথা বলব না।
আজ আমি কোনো কথাই বলব না।
চুপচাপ বসে থাকব কাঁসাইয়ের কিনারে
পাথরে পাথরে এফিটাফের মতো নদীর বুক
বালিতে বালিতে হাহাকারের মতো ধূধূ জমি
আগুনে আগুনে তামার থালার মতো আকাশ
আর নিরর্থক শুধু হাওয়া আর হাওয়া আর হাওয়া
আমি বসেই থাকব চুপচাপ
সন্ধ্যার মন্দিরে চাবি বন্ধ হয়ে যাবে
প্রসাদের ঘণ্টা আর বাজবে না
কেউ ডেকে পাঠাবে না আমাকে আর খেয়ে নিতে
কেউ বলবে না, বাবা আমার বিদুর!
তারায় ভরা নীল আকাশ নেমে আসবে কাছে
সারারাত চেয়ে থাকবে আমার ঘুমন্ত মুখে
তোমার মতো, মা, তোমার অতলান্ত চোখের মতো।

জলে

আমি অভিমানের পাহাড় তৈরি করে
আড়াল করেছি শতচ্ছিন্ন সংসার
যাতে তোমার চোখে না পড়ে
আমার শুকনো মুখ জীর্ণ পাঁজর
লোনায় ধরা দেওয়াল কাঁটায় ছাওয়া বাগান
শিশুদের ব্যথিত চিত্তের চাউনি
আমি দূরত্বের ব্যবধান রচনা করে
সরিয়ে নিয়েছি দুঃখী বেলা
যাতে তোমার চোখে না পড়ে
কিভাবে ফুরিয়ে গেল আমার সর্বস্ব
যাতে তোমার আনন্দের হাটে আমার
নিঃস্ব নগ্নতা না প্রকাশ হয়ে পড়ে
তোমাকে লজ্জায় না ফেলে—
মুছে ফেলতে চেয়েছি সারারাত সব স্মৃতি
সারাদিন সব স্বপ্ন
সারা মাস সব আকাঙ্ক্ষার মৌন
তেরো বছর আমার সত্তার সুষুপ্ত বিরহ
নির্বিকার তুমি কিছুই বুঝলে না
আমার সামান্য জীবন এক টুকরো তৃণের মতো
ভেসে গেল কাঁসাইয়ের জলে।

শুধু সারাদিন

সব ঠিক আছে তো!
সেই দুটি পুরনো জবা ভাঙা চত্বর
এবড়ো খেবড়ো দেওয়াল
সে নদী সেই পাথর নিচু আকাশ
জলের শব্দ
অধীর বালকের মতো পুজোর ঘণ্টার ধ্বনি
সব ঠিক আছে, মা!
স্নেহাসক্ত ধুলো বালি ঘাস
এ-ঘর ও-ঘর
ভাঙা উনুন কয়লার কালি
তোমার শোবার খাট
বসবার চেয়ার
খাবার থালা
গা মোছার ট্যানাটুকুও
সব ঠিক আছে।
সেই ওঁ হ্রীং ঋতং
কাঁসাই
পাথরের সিঁড়ি
ল্যাভেন্ডার বনে হুহু হাওয়া
পাখির ডাক
যেন কিছুই হয়নি কিছুই হয়নি, মা।

শুধু সারাদিনমান আমাকে কেউ খেয়েছি কিনা শুধায় না
শুধু সারারাত ঘুম হয়নি বলে কেউ মাথায় হাত রাখে না
শুধু আমি এলে বিহ্বল কণ্ঠে বাবা এসেছিস বলে না কেউ
শুধু চলে যাবার সময় সেই দুটি চোখের আকাশে
ঘন হয় না আর নীল সজল বাষ্প।

চোখ গেল

সেই স্তব্ধ রাত্রি ঝম্ ঝম্ করে ডেকে উঠলো পাখিটি
চোখ গেল চোখ গেল চোখ গেল ...
কেন তার চোখ গেল কেন তার চোখ গেল কেন তার
কেউ মানলো না।
কি দেখেছিল সে?
কি দেখেছিল সে?
কি দেখেছিল সে?
সেই স্তব্ধ রাত ভরে রইল তার হৃদয়ে
জরাজটিল অরণ্য জুড়ে রইলো তার শীর্ণ পথরেখা
ঝলকে ঝলকে ফেটে পড়া প্রতিটি শিরা উপশিরা
সারা আকাশে চমকে চমকে উঠল
একা নিঃসঙ্গ নিয়তি-নির্ধারিত নির্বন্ধের মতো পাখিটি
অবসন্ন ডানায় ম্রিয়মান মনে
জেনে রইল

তার অন্ধ চোখের সামনে
কাঁসাইয়ের জলে
ভেসে ভেসে গেল অলক্তক কুঙ্কুম কবরীবন্ধন
ভেসে ভেসে গেল আশ্লেষচূর্ণ শীৎকার কণা শৃঙ্গার
ভেসে ভেসে গেল নূপুর রোমাঞ্চিত যমুনা
সুদূর বংশীধ্বনিতে ঝংকৃত হলো নক্ষত্রলোক
আশ্রমের সোনার তারে বসে পাখিটি
ডানা ঝাপটে ডেকে ডেকে সারা হলো
চোখ গেল চোখ গেল চোখ গেল ...
কেন তার চোখ গেল কেন তার চোখ গেল কেন তার—
কেউ জানলো না।

দৃশ্যত যা দেখা অপরাধ

আমাকে দেখালে যদি তাহলে এ চোখের পিপাসা
না মেটালে অন্ধ হবো শরীর চৌচির হবে আর
মোহজন্ম লোভময় ঢেকে যাবে সমস্ত তামাশা
আসন্ন্যাস নষ্ট হবে অভিশাপে সমূহ সংসার

আমাকে শেখালে যদি তাহলে বাজাতে দাও না তো
ব্রহ্মাচারিণীর পাপে বন্ধ হয়ে যাবে গুরুপাঠ
ভুল করে ফেলে যাবে অরুন্ধতী নূপুর চাতালে
ঢি ঢি পড়বে, মহারাজ, শিষ্যেরা লোপাট—

নেমেছে পাথর দেখো এঁকে বেঁকে কাঁসাইয়ের জলে
উঠেছে পাথর দেখো রামমন্দিরের দরজায়
চূর্ণ শাদা চাঁপা ফুল শীৎকারের কণা রাত্রি হলে
আমার শরীর ছায় আত্মা ছায় চৌষট্টি কলায়

এ রকম চৌষট্টি বছর। এরকম আমার যৌবন।
এ রকম সমস্ত পুরাণ। এ রকম পৌত্তলিক ব্রত।
চলেছে আগুন শিরা বেয়ে। উত্তরীয় গেরুয়া বসন।
দৃশ্যত যা দেখা অপরাধ : আত্মায় তাহার রক্ত ক্ষত।

এমন দিনে তারে

এই যে মেঘে মেঘে আকাশ ছায়
একটি দুটি তারা আছে কি নেই
রাতের পাখি জেগে একাকী ঠায়
হাওয়ার হাহাকার পথে পথেই

এই যে অভিমান কি দাম তার
হায়রে ভালোবাসা! ধুলোতে মিশে
যা তুই, কে নেবে এ সম্ভার
এ দেহ জরো জরো প্রেমের বিষে

এই যে স্মৃতিনীল আমার এ নিখিল
রোদসী রেবাতটে বৃষ্টি হলে
কোথাও কিছু নেই তবুও আমাকেই
'দেখো দেখো' বলে নিপুণ ছলে

এই যে দিন গেল হল রাত
এই যে মেঘে মেঘে হৃদয় ভার
এই যে নিভে গেল অকস্মাৎ
জাগর দীপটুকু, অন্ধকার—

এমন দিনে তারে আমার ভাঙা দ্বারে
তবে কি দেখা যাবে? তবে কি? বলো—
ও মেঘ, ও নদী, ও রাত নিরবধি,
ও পথ, ও মায়া, ও আলো, ও ছায়া, চোখের জলও?

বাবাকে

তোমার স্মৃতিপথে ধুলো ও বালি ওড়ে
তোমার কাছে যেতে অনেক কাঁটালতা
তোমার ঘরে দোরে অনেক জলে ঝড়ে
কিছুই নেই আর, ঘাসের নীরবতা

জাগে না কেউ আর দাওয়ায় সারারাত
পেরিয়ে নদী মাঠ ফেরে না কেউ
বৃদ্ধ অশথের পাতারা নির্ঘাৎ
এখনো কাঁপে ভয়ে! রাতের ফেউ।

এই তো আমি আছি আমরা আছি সব
কিছু ভয় নেই ঘুমোও বাবা, তুমি—
শান্ত নীরবতা, থেমেছে কলরব
ঢেকেছে ঘাসে ঘাসে বাস্তুময় ভূমি

তোমার মাঝে যেতে তোমার কাছে যেতে
এখন কাঁটালতা ধুলো ও বালি
এখন বারোমাস বিস্মৃতির ঘাস
ঢেকেছে ছোলাডাঙা মানকানালি

ভয় কি! ঢাকে সব মাটির ঘাস উই।
ন হন্যতে তুমি ন ম্রিয়তে।
তাই এ মধুবাতা ঋতায়তে, ছুঁই
তোমাকে আজীবন হৃদয়ে ব্রতে।

বুলুর জন্যে এক টুকরো

আমি তোকে যেখানে এনেছি
সেখানে শুধু চোখের জলের কোনো দাম নেই, মা।
আমি তোকে যেখানে রেখে যাবো
সেখানে তোর ফুলের মতো হৃদয়ের
কোনো মর্যাদা নেই।
এ এক অদ্ভুত পাথরের দেশ।
বড়ো ভুল হয়ে গেছে রে!
এখন শুধু সেই দিনটির জন্যে প্রতীক্ষা আমাদের
যা ঘুম পাড়িয়ে দেবে আমাদের
অথবা ঘুম ভাঙিয়ে দেবে
কোনটা আজও জানি না
তবে মনে হয় সব কষ্টের শেষ হবে সেদিন
সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হবে
মাঝের এই ক'টা দিন আমাদের শুধু গ্রহণ করতে হবে
আঘাত অপমান পরাজয়ের গ্লানি
বর্জন করতে হবে অভিমান
অবিচার মেনে নেবার অসামর্থ্য
তাহলেই নির্মল চিত্তে জগতের এই
পূর্ণ সংঘাতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে
প্রণাম করতে পারো
সেই শিবকে
সেই শিবতরকেও।

কবিতা

কোথায় থাকো কোথায় তুমি থাকো?
সারাটা দিন বাইরে থেকে ফিরে
দেখিনা কেন ডেকেও—কাকে রাখো
রাতের ভুলে নদীর জলে ঘিরে
আমারো থেকে বেশি কি তবে ভালো
সে বাসে তবে!
তাহলে সারা রাতও
কাটাবো ঘুরে ওড়াবো ঘুরে পোড়াবো অগোছালো
এমন, তবে না ফিরে নেবো
কবিতা, এ আঘাতও।

কেউ আসে না

আর কোনোদিন যদি দেখা নাই হয়
আর কোনোদিন যদি না ডাকি তোমাকে
যদি এই জন্ম আর মৃত্যুর অন্বয়
না হয় জীবনে—সব ব্যর্থতায় ঢাকে

একটি ফুলের মতো শুধু সেই ভুল
জেগে থাক; লুপ্ত হোক বাকি সব স্মৃতি
আমি জানবো : ভালোবাসা ব্যর্থতা অকূল
লোকে জানবে : উন্মাদের শাস্তি যথারীতি

আমাকে তাকিয়ে হাসে আকাশের নীল
আমাকে দেখিয়ে হাসে মৃত্তিকার ঢেউ
আমার অপার দুঃখে কোথাও এক তিল
পরিবর্তন হয় না। কেউ আসে না কেউ।

বার বার

বার বার ফিরে আসি বার বার পথ
ঘুরে ঘুরে চলে আসে তোমার নিকটে
আমার এ ব্যর্থতায় আমি কি মহৎ
তোমারই মহিমা তৃণে তারাদলে রটে

যত দূরে যেতে চাই তত কাছে আসি
যত ভুলে যেতে চাই তত অধিকার
করো—, আমি একরম ভালোবাসাবাসি
বুঝি না। তামাশা দেখে জগৎ সংসার

ব্যর্থ দেখে ছুটি দাও পরিত্রাণ করো
মাটিতে ঘাসের বনে পরে থাকি একা
তাতল সৈকত নীল তরঙ্গে তরঙ্গে তুমি ভরো
এ হৃদয় নিয়ে আর করবো না দেখা।

কেন

কেন এরকম হয় কেন এরকম হয়, জানো
শীর্ণ শাদা পথরেখা, নির্বাসিত শিশু ?
বালির চিতার নদী, শৈশবে হারানো
আমার ব্যাকুল ঘুড়ি, তুমি জানো কিছু?

কেন এ অকূল জল বুক থেকে গলা থেকে ঠোঁটে
উঠে আসে অহেতুক, বৃষ্টি কই, নির্মেঘ আকাল
নির্ভয়ে নির্বাক দুটি ঘাসফুল মাথা তুলে ফোটে
কেন শুধু জলমগ্ন আমার ব্যথিত বারোমাস

তবুও পেরোই তাকে দু'হাতে মাথায় তুলে নিয়ে
ওষ্ঠ ছুঁয়ে থাকা জল খলখল চারপাশে দোলে
সাপের ফণার মতো : আমি তাকে বানিয়ে বানিয়ে
কেন এরকম গল্প বলে যাবো রোজ রাত্রি হলে

কেউ কি ফেরাতে পারে তাকে যাকে ডেকেছে হরিণ
কেউ কি ভাসাতে পারে তাকে যাকে ডুবিয়েছে দেহ
তুমি জানো হে জীবন হে জন্ম হে মহদ্ভয় ঋণ
জানো কি কাঁসাই নদী জানো আর কেহ!

শেষ ভুলে

এইবার শেষ ভুল, আর কোনোদিন তাকাবো না
সাক্ষী থাকো সূর্য তারা সাক্ষী থাকো আকাশ মৃত্তিকা
অনেক তো হল, কাচ কুড়িয়েছি ফেলে দিয়ে সোনা
এই আমার শেষ ভুল, জলে ভাসো কৃষ্ণ কণিনীকা—
ভুলের কি শেষ আছে তোর? বলে হেসে ওঠে ঝাউ
আমার মিনতি শুনে ফিরে আসে হুহু নীল হাওয়া
কোথা যাবে কোথা যাবে? বলে পথ দিগন্তে উধাও
আমার কি আসা আছে? তবে কেন যাওয়া বা কোথাও!

তবু এই শেষ ভুল; চোখ রাখো, দেখি ওই জলে
কবিতার ভাষা, আমি প'ড়ে নিই, তারপর যেও
দিশেহারা নীল স্রোতে; আমি রাত্রি গাঢ়তর হলে
কোনোদিকে না তাকিয়ে পান করব সেই বিষ—
অন্ধকার স্নেহ।

বিকেলের কবিতা

তবে কি বৃথাই তাকে ভালোবেসে পথে বেরিয়েছি?
শুকোলো অজস্র ফুল পাতা ঝরলো; এখন বিকেলে
একাকী পথের প্রান্তে দাঁড়িয়েছি। পথ তবে শেষ?
এত যে ছলনা, আমি জানিনি, না হলে
হয়তো আরেক পথে যাওয়া যেত অন্য এক পথে।
এখন জেনেছি যদি তবে কেন শৃঙ্গারের দাগ
মুছতে গিয়ে থমকে যাই যত্নে তুলে রাখি ভাঙা ছবি
অবাঞ্ছিত তবু গিয়ে দাঁড়াই বিহ্বল প্রার্থী যেন—!
বস্তুতঃ এ গল্প ঠিক এরকমই ভেঙেও ভাঙে না
কোথায় রয়েছে যেন অর্থহীন শূন্যতার মানে
তাই এ আকাশ এত গাঢ় নীল অত্যাগ গহন সুদূরতা
মানুষ চলেছে তাই নিচু মুখ ঊর্ধ্বশ্বাস কোথায় জানে না
একটি গল্পের শেষে শুরু হয় আরেক কাহিনী
শুকনো শাদা স্মৃতি পথে ধুলোতে হাওয়াতে পড়ে থাকে।
তাহলে ফুটুক ফুল পাতায় আচ্ছন্ন হোক শাখা
লণ্ঠন জ্বলুক কাচে কালি জমে জমে ঝাপসা হোক
এই জীবনের গল্প : কে কে এলো আর এলো না
বৃষ্টিতে গল্পরা সব ভেসে যাক নগ্ন জলাধারে।

দ্রোহ

আমার মতো হয়েছে নিচু আকাশ যেইখানে
আমারই মতো ভেঙেছে পাড় যে নদী সারারাত
আমারই মতো রক্তক্ষতহৃদয়ে অপমানে—
সেখানে তুমি এসো না তুমি রেখো না যেন হাত

কাটুক দিন যেভাবে কাটে কাটুক রাত তাতে
কি ক্ষতি বলো : দেখো গে ওরা জ্বেলেছে ধুনি!
ঘুমোতে দাও এবার, আর জাগার বাসনাতে
হৃদয়শিরা দু'হাতে ছিঁড়ে যাব না এক্ষুনি

যা গেছে যাক যা আছে তার বেদনাটুকু শুধু
থাকুক। আর কখনো আমি তোমাকে বলবো না
আমাকে নাও। আগুনে দিন জ্বলুক পথ ধূধূ
করুক। আমি আবার এসে ছড়াবো প্রাণ কণা

আবার এসে দাঁড়াব পাশে ভেঙেছো যার বুক
শোনাবো গান কেড়েছো যার সামান্য বিশ্বাস
ফেরাবো তাকে বেদনাহত নষ্ট নিরুৎসুক
চত্বর, আমি ছড়াবো নীল গরল লাল ত্রাস

লীলাচ্ছলে যেখানে যাবে যেখানে পৃথিবীতে
একটি তীর তূণীরে তুলে এই যে রাখলাম
বিদ্ধ হতে হবেই জেনো তোমাকে নিতে নিতে
কঠিনতম নাভিতে ওঠা আবার প্রিয় নাম।

ফিরবো না

অনেক বিষণ্ণ দিন বুকে আছে ব্যথাতুর রাত
বহু ক্ষয় ক্ষতচিহ্ন অপমানময় ঢের বেলা
এই কাঁসাইয়ের তীরে একা একা পাথরে বসলাম।
আকাশ নেমেছে দূরে খোয়াইয়ের কিনারে
বালিতে বালিতে শীর্ণ শুভ্র জলধারা—
এখন কি চাঁদ উঠবে বনান্তরে ভাসাতে ডোবাতে
পৃথিবীর ধুলোবালি ব্যথা ভুল ভয়!
এখন কি কেউ আসবে সুদূর নক্ষত্রলোক থেকে
আমাকে শুধাতে আমি ভালো আছি কিনা।
আমি তা জানি না আমি কিছুই জানি না।
ও নদী, আমাকে আজ শান্তি দাও তুমি
আমার সমস্ত ক্ষয় ক্ষতচিহ্ন ধুয়ে দাও জলে
বহুদিন ঘুম হয়নি বহুদিন জানো, সুবাতাস,
ও শীতল পাষাণ সোপান, কোথা যাও
আমাকে এভাবে ফেলে? বসে থাকবো আমি?
বড়ো দীর্ঘ দিন বড়ো দীর্ঘ রাত বড়ো দীর্ঘ দিন।
আমি আর ফিরবো না কখনো ফিরবো না এইখানে।

পিতা নোহসি

পাছে ছোটো করে ফেলি ভয়ে তাই লিখিনি কিছুই
অথচ তোমার সেই বাৎসল্য-ব্যাকুল মুখখানি
বহুদিন ভাঙাচোরা অক্ষরে চেয়েছি এঁকে রাখি
সেই স্নেহময় কণ্ঠ শব্দহীন ধ্বনিতে কতো যে
বেজেছে কবিতালোকে ব্যঞ্জনায় অনির্বচনীয়!
আমার মতন এত অকিঞ্চিৎকর কারো দুঃখে বেদনায়
এমন নিবিড় হয়ে ঝরে যেতে দেখিনি কাউকে।
কেউ আমাকে ওরকম ডেকে আর পাঠায়নি কখনো।
কেউ কোনোদিন আর জিজ্ঞেস করেনি পুজো এলে
ছেলেমেয়েদের কিছু কিনে দিতে পেরেছি কি আমি।
ডাকিনি, নিজেই জীর্ণ লোনা ঘরে এসেছিলে
এখনো সুগন্ধে তার ভরে আছে ইঁট মাটি হাড় ও পাঁজর
তোমার 'বিদুর' নাম সেদিনও শুনেছি যার স্নেহকণ্ঠে আর
কোনোদিন শুনবো না কোনোদিন শুনবো না কোনোদিন আর
কোথাও পাবো না দেখতে চোখের আলোয় বাইরে শুধু
অপেক্ষায় অপেক্ষায় অপেক্ষায় বসে থাকব অন্ধকার তীরে।

পাছে ছোটো করে ফেলি ভয়ে তা লিখিনি কিছুই।
কিছুই লিখিনি? তুমি নিঃশব্দে এসেছো রক্তে ঢালিতে আমার
সমস্ত শব্দের মধ্যে সমস্ত ছন্দের মধ্যে সমস্ত ব্যথায়
অস্তিত্বে অস্তিত্বে নীল সংগোপনে ওতপ্রোত আছো
তাই সোনা হয়ে ওঠে মাঠে মাঠে আমার ফসল
জ্যোতির্ময় হে কৃষক, তাই চেতনার মাটি গলে যায় ঝরে
এত রোদ এত বৃষ্টি এত হাওয়া অকূল সম্ভার।
তুমি দিয়েছিলে ভার : আমি তার অধিকারহীন
অফুরান অবিনাশী অভিমান পাহাড়ের মতো

আমার পথের মাঝে : বসে তাই দিন যায় রাত
যায় এ শরীর মন অবুঝ অকূল শূন্য পরিণামহীন
অন্ধকার কালস্রোতে পাপে পরাজয়ে শোকে মৃত্যুতে মৃত্যুতে
ভেসে যায় জলস্রোত ভাঙে আল তোমার জমির
আমি যে আরুণি নই পেতে দেব এ শরীর চৈতন্য অবধি
শুধু মূর্খ অভিমান, মহারাজ, শুধু নির্বোধের অভিমান
সমস্ত আকাশও ছায় কেঁপে ওঠে মন্দিরের ছায়া।

পাছে ছোটো করে ফেলি ভয়ে তাই লিখিনি কিছুই।
শুধু ভয় তাই এত ক্ষতিময় অপমানময় এ জীবন
সোনালী শস্যের শীষে ঢেকে রাখি মেখে রাখি ধুলো
দুঃখের নির্মম হাতে ব্যথিত এ চেতনাতে কোনোদিন যাতে
কেউ না তোমাকে বলে : একি প্রভু একি হলো প্রভু?
তাই এ সমিধভার আজ আমার অধিকারহীন সব জমি
অপবিত্র বর্গাদার কেড়ে নেয় জলস্রোতে ভেঙে যায় আল
ফেরে না ধেনুরা ঘরে অন্ধকার নেমে আসে সরযূর তীরে
এবার আমার কিছু নেই আর আমার কোনো শব্দ নেই
নচিকেত অগ্নি নেই জ্ঞান নেই—অভিমান ছাড়া
কিছু নেই।

একদিন তোমাকে

আমাকে এভাবে যদি যেতে দাও খুশী হই বড়ো
এই দিকে একদিন তোমরাও তাকাবে বিহ্বল
একদিন মনে পড়বে একদিন মনে পড়বে দেখো
একজন বলেছিল, এই যাওয়া কাছাকাছি আসা
একদিন কোলাহল থেমে যাবে একা হয়ে যাবে
নিজের সত্তার খুব মুখোমুখি হতে হবে জেনো
সেদিন নিশান বর্শা অসি চর্ম ঢেকে দেবে ঘাস
গলে যাবে মাটি হয়ে ত্বকের পিচ্ছিল দম্ভ সুখ
একদিন মনে হবে, কোথাও নিঃশ্বাস নিতে যেতে
কোথাও শুশ্রূষা পেতে ভালোবাসা স্নেহ
একদিন কাঁধে তুলে একজন সন্ন্যাসী হাঁটবেন
বৃষ্টি ধুয়ে দেবে পাপ মানুষের ভুল পরাজয়
আর থেকে থেকে শুনবে আকাশে ধ্বনিত
উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত সুর
একদিন ঘুরে ঘুরে অবশেষে সেইখানে যাবে
কেননা তোমার কোনো প্রাণ নেই অন্য কোনো ত্রাণ
আসক্ত মুঠোয় দেখো লেগে আছে অন্ধ অধিকার
দেখো লেগে আছে আর্দ্র রক্তলিপ্ত অপরাধ ভুল
তোমার নির্মিত কত দৃষ্টিহীন বধির সমাজ
দগ্ধ মাঠ ভস্মময় স্রোতোহীন নদী শূন্য গ্রাম
একদিন এই পথে তোমরাও তাকাবে বিহ্বল
যে পথ সৃষ্টির দিকে ছলনাবিহীন ধাবমান
যে পথ মুক্তির দিকে বঞ্চনাবিহীন প্রসারিত
যে পথ কাউকে ছেড়ে কোনোদিন যায়নি কোথাও
আমাকে এ পথে আজ যেতে দাও তোমরা পরে এসো।

অনেকদিন

আমাকে রেখে গিয়েছে একা কখন মনে পড়ে না ধুলো পথে
অবেলা হল সন্ধে হবে অন্ধকার শ্বাপদসঙ্কুল
মুঠোতে লেখা ঠিকানা চেপে কোথায় যাবো কোথায় বড়ো ভয়
তাকায় মুখে হাসিতে চাপা ওরা সবাই চতুর চোখে তাই
এবারে এসো অথবা ডাকো আমার ভালো লাগে না আর কিছু
নিয়েছে শুষে শরীর মন শুদ্ধ এরা বিবেকও এতদিন
গ্রীষ্ম যায় বর্ষা যায় শীতের নখও ছিঁড়েছে এ জীবন
বদ্ধমূল শিকড়ও আজ পেয়েছে ত্রাস বিস্বাদের জমি
নোংরা হাত বর্গাদার বাড়ায় রোজ আড়াল করা দায়
মাড়ায় বুক পাঁজর ত্রাণ কোথায় তুমি কোথায় আত্মায়
কাতর স্বর ছড়ায় আর গড়ায় আর নড়ায় দুই হাত
প্রার্থনার নিশান নীল দিগন্তের অসীম সন্ধ্যায়
এধারে এসো পাই না আর কত যে দিন করিনি স্নান আমি
কত যে দিন অন্নহীন ঘুমোতে ভয় শ্মশান তান্ত্রিক
ক্ষয়েছে সব কঠিন হাড় ভেসেছে শব রাতের গঙ্গায়
দেখি না আর দু'চোখ তুলে দু'পাশে যায় আগুনচোখ কারা
দেখি না আর দু'চোখ তুলে তাকিয়ে আছে বরফচোখ কারা
বলি না আর কাউকে আহা নিওনা তুলে শিরদাঁড়া
জানি না আমি বুঝি না আমি বুঝি না কি যে ঘটে
বাইরে ঘরে পথে ও ঘাটে সংগোপনে প্রকাশ্যে উৎসবে
বাজনা বাজে বিসর্জনের হল্লা ঘিরে পাথর দেবদেবী
সন্ধ্যা হল রাত্রি হল। অমানিশা ঢেকেছে ঢেলে কালি
এবারে এসো ধর্ম নেবে মুণ্ডমালা কত যে এই দেশে
মেটাবে ক্ষুধা আলোলজিভ জীবনের অভিঘাতে
আমার ভয় আমার জয় আমার ত্রাস সত্তা মাগো কালী।

বেঁচে উঠি

যতবার সরে যাই জেগে ওঠে বুদ্ধের দু'চোখ

আর আমার অশ্রুবাষ্প আর আমার আচ্ছন্ন আকাশ
ব্যাকুল ব্যাপক গলে ডুবে যায় তোমার মাস্তুল
স্রোতোহীন ভেসে যাই ডানা ডানায় মৃত্যু নামে
যতবার সরে যাই ততবার মরে বেঁচে উঠি।

দূর নয়

আর এই বুকে আমি কোনো স্বপ্ন লালন করি না
আমার চোখের সামনে ঝরে যায় পাতা ফুল শিশু
মৃত্যুর কালিতে নীল রাতের চাঁদ ওঠে
ছোলাডাঙা থেকে বেশি দূর নয় নতুনচটি কি?
বেশি দূর নয়? আমি সমস্ত স্বপ্নের চারা তুলে ফেলি হাতে।

লিখে ভাবি

লিখে ভাবি ভুল হল তবু বৃষ্টি দিয়ে লিখি ভয়
দিগন্তে দিগন্তে নীল কালির অক্ষর বর্ণমালা
আমার জানালা তার বেশি কিছু দিতে পারে মৃত্যুর সময়?

আজ আর

কিছুতেই চোখে তার চোখ রেখে ভেসে যেতে পারি না তেমন
যেমন গিয়েছি সেই ছুটে এসে একদা সন্ধ্যায় কতদিন
উনিশশো সত্তরে; আর বাইশ বছর পরে কেঁদুডির মাঠে
ঘাস নেই পাখি নেই সন্ধ্যা নেই হাওয়া নেই নির্জনতা নেই
কিছুতেই বুক থেকে সমস্ত সজল স্মৃতি তুলে তার হাতে দিতে
পারি না যে আজ!

কার নাম

কার নাম প্রেম তবে? কার নাম নদীর বালিতে
একদিন লেখা ছিল? মধুবন, গন্ধেশ্বরী নদী?
কাকে হেঁটে যেতে দেখে বলেছিলে : মনে আছে সব মনে আছে!
পৃথিবীর সব ধান ঝরেও ঝরেনি শেখা এতদিনে হল।

বুঝে নাও

এভাবেই আমি বলব, আমি এভাবেই বলব, তুমি
তোমার মতন ক'রে বুঝে নাও, মধ্যে ব্যবধান
আমাদের দুঃখ সুখ আমাদের জটিল সংসার।
আমার সবুজ ভাষা আমার সরল ব্যথা ঘাস বোঝে
ধুলো বালি বোঝে।
আমার আনন্দ দেখে পাখি ওড়ে ফুটে ওঠে ফুল।
তবু ভুল! তবু নীল অভিমান ফোঁটা ফোঁটা গড়ায় ছড়ায়
আকাশে আকাশে।
আমি কোনোমতে বোঝাতে পারি না
কেবল তোমাকে।—ভুলে উদাসীন চলে যেতে পারি
পায়ে পথে বেজে ওঠে চঞ্চল ছায়ার গান
কেলাতির লতা।

একদিন মনে হত

একদিন মনে হত, আমি বুঝি। এই তো পেলাম।
এখন সে ভুল ভেঙে অনন্তে ধাবিত হয় পাখি।
পৃথিবীতে কুলোয় না এত ভার একাকী আমার।
তোমার বিশ্বাস থেকে একটি কার জন্যে লুব্ধ করতল।
একদিন মনে হত, এই প্রেম। এই প্রেম। এই।
আজ পথে পথে দেখি ধুলোতে বালিতে অবারিত।

একজন

একজন বোঝে ঠিক একজন এই লেখা বোঝে।
একজন এই ভাষা সহজেই অধিকার করে বেজে ওঠে।
ব্যবধান বেড়ে ওঠে শুধু তার যে আমার সর্বনাশা আজ।
একদিন এই লেখা একজন ধুলো থেকে বালি থেকে বেছে তুলে নেবে।

চিনে নিতে

আমার পথের ধুলো ছেঁড়া পাতা দুপুরের হাওয়া
বলে, দেখো দরপত্র ইস্তাহার অমোঘ নিশান
বলে, দেখো প্রেম আর পরমার্থ অন্ধ অধিকার
বলে, দেখো কবিসত্তা তোমার নিজের চিনে নাও।

লিখে রাখি

মানুষ মানুষই। আমি তাকে ব্রহ্ম করে এতদিন
বৃথাই উন্মাদবৎ কাটালাম।
আজ
আমি ঈশ্বরের ভয় ভুল আর একাকীত্ব লিখি
লিখে রাখি—ফুসফুসের নিশানে : সাবধান!

পাথর

এখনো হল না দেখা এখনো হল না শোনা শুধু
কোলাহলে বেলা গেল তামাশায় বেলাটুকু গেল।
এরপর অন্ধকার। অন্ধকারে দেখা যায় না কিছু।
কে যেন ছুঁয়েছো এসে গোপনে সত্তাকে কবে যেন
তাই কান্না তাই শুধু বেলা গেল মনে পড়ে মনে
আর কবিতার ভাষা প্রাচীন প্রাচীনতর ছায়াচ্ছন্ন কাঁপে
ভাঙা মন্দিরের শীর্ষে পাথরের মৃদঙ্গে হাসিতে
কখনো কি দেখা হয়? কখনো কি কেউ কিছু শোনে?
প্রশ্নের আঘাতে বাজে প্রাচীন পাথর বেদীমূল।

গেরুয়ামূর্তি

একটি বিদীর্ণ জবা একটি ব্যাকুল গন্ধরাজ
আমাকে কত যে বার শেখাতে শেখাতে ঝরে গেল!
কাঁসাই নদীর তীরে স্তব্ধবাক পাথর কত যে
বুঝিয়েছে—; রাত হল, বাড়ি যেতে হবে।
তারারা ফেলেছে আলো ধুলোর বালির পথে পথে
আমার ঘুমন্ত চুলে আঙুল রেখেছে হুহু হাওয়া।
শুধু শরীরের লোভে আসক্তিতে আগুনের মুঠো
জলের ভিতর থেকে দেখিয়েছে তুলে তুলে সোনা। নাকি বালি!
একটি গেরুয়ামূর্তি কি গভীর আমূল প্রোথিত!

এরপর

পাতাগুলি শাদা থাক; কলঙ্কশীলিত ব্যথা দিয়ে
মসীলিপ্ত করবো না; এরপর সন্ধ্যা মেঘমালা
এরপর শব্দহীন পাখির ডানার মৌন গন্ধেশ্বরী নদী
এরপর অন্ধকার তারকাখচিত শূন্য নীল অন্ধকার
এরপর মৃত্তিকালগ্ন দুঃখসুখহীন
আমার বিশ্রাম।
পাতাগুলি শাদা থাক ব্যথাতুর আহ্বানের মতো।
একদিন কেউ এসে লিখে লিখে জাগাবে সত্তার
অনিঃশেষ হাহাকার প্রপন্নার্তি রক্তের কালিতে
তারপর চলে যাবে, সন্ধ্যা হলে, আমার মতন।

শাদা পাতা, কে বলেছে কে সমস্ত বলেছে তোমাকে?
সমস্ত সমস্ত তার?
এত নক্ষত্রের ভাষা এত আলো, তবু
আকাশের নীল পাতা সীমাহীন শূন্যতায় কাঁপে
এত তৃণাঞ্চিত বুক এত পত্রপুষ্প তরুলতা
তবু শূন্য নিরুদ্ভিদ রক্তপ্রান্তরের কান্না ঘুম থেকে তোলে
রাজসিংহাসন থেকে নেমে আসে সিদ্ধার্থ গৌতম
ঘাস ঢাকে অসি চর্ম শিরস্ত্রাণ ইস্তাহার জয়।
পরিণামহীন ভয় অবসানহীন ভয় অপমানময় এক ভয়
ধীরে ধীরে বাষ্পময় আচ্ছন্ন করে রাখে
ধীরে ধীরে ঝরে যায় দুটি করতল থেকে আসক্তির বীজ
কুড়ি বছরের পরে আমার বাবার কাছে
তুমি একা কাঁসাইয়ের জল।

এখন

এখন চোখের সামনে ভেসে যায় সংসারের অকূল কাহিনী
ছোটো বড়ো গল্প তার দুঃখের সুখের।
যেন আমি কোনোদিন
এখানে আসিনি যেন কোনোদিন দেখিনি এসব।
আমাকে চেনে না কেউ, আমিও কাউকে।
একা একা একা হাঁটি
শীতের পাতারা ঝরে হুহু হাওয়া এলোমেলো চুল
ভুল পথ থেকে পথে
আগুনের চোখ চেয়ে থাকে
বরফের চোখ চেয়ে থাকে আর অসাড় পৃথিবী প্রেমহীন
দেখি সন্ন্যাসীর পাপ গৃহস্থের অমঙ্গল ভয়
সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ঘুমে অচেতন জনপদ রাত্রির বিলাস
আমি এরকম দিন এরকম দীর্ঘ বারোমাস
কোথাও দেখিনি।
এখন আমার কাছে অর্থহীন জীবনের যেকোনো প্রার্থনা।
আমি কোনোদিন এই প্রেমহীন পৃথিবীর মাটিতে আসব না।
আমি কোনোদিন তাকে ভুল করে দেব না এ প্রেম
যে মানে না মানে তার
যে ভাবে সহজ অধিকার
আমি এ প্রবাস থেকে যেতে যেতে নিষেধের বীজ
পুঁতে যাব পথে পথে
বিষাক্ত লতা ও গুল্ম পাপবিদ্ধ কাঁটা।

সে

যতদিন হাত পেতে রেখেছে সে ছলনা পেয়েছে
পথের দু'ধারে সব ফুলগুলি ঝরে গেছে আর
স্বপ্নের মতন এক মায়ালোক অবিমৃষ্য জলে
ভাসিয়ে দিয়েছে তার প্রার্থনার শব্দহীন কথা।
আর তার পাওয়া নেই আর তার পিপাসা কোথায়?
অভিমান ফুলে ওঠে বুক থেকে গলা থেকে ঠোঁট
কীটের মতন স্পর্ধা দ্রোহ তার ধ্বংস ডেকে আনে
ছলনার জাল কেটে পালাবার পথ কি কেউ জানে?
গুটিয়ে নিয়েছে হাত চুপচাপ বসে থাকে একা
গোপনে গোপনে মনে জপ করে আত্মহননের
মায়াবীজ নষ্ট নাম উদাসীন নীলাঞ্জন ঘৃণা।
কেউ কি জেনেছে কিছু কাউকে সে বলেছে কখনো
সর্বস্ব গিয়েছে তার ওইখানে বালিতে পাথরে?
কখন অঞ্জলি ভ'রে উপচে পড়ে গেছে যে জীবন
সে জানেনি সে জানে না ব্যথা তাকে এনেছে কোথায়
দুর্বল শিথিল ভাষা অস্ফুটে বোঝাতে চেয়ে কিছু
ভেঙে গেছে ছন্দ তার ভেসে গেছে বার বার ভুলে
বার বার মুঠো থেকে খুলে নিয়ে গেছে হুহু হাওয়া
দু-একটি জোনাকিস্মৃতি দু-একটি আলস্যনীল ফুল
মাটির মায়াবী মোহ জীবনের ছোটোখাটো নীলা।
এখন সে অপমানে অভিমানে জীবনের কাছে
দাঁড়িয়ে রয়েছে একা, সারাদিন ব্যাকুল দু'হাতে
মুছে দিতে চায় ম্লান অনতিঅতীত ফিরে আসা
সারারাত তারাদের ভাষা বুঝে নিতে দিশেহারা
সে বলে : আমাকে নাও আমাকে আমাকে—
কোথায়? কাকে সে বলে? নিরুত্তর জলভরা চোখ
নির্লজ্জ নির্জন ওষ্ঠ ভূস্পর্শ মুদ্রায় নত দেহ

এ দৃশ্য দেখে না কেউ হৃদয়রহিত অন্ধকারে
স্পর্শের অতীত তবু ছুঁতে চায় হুহু যাওয়া শুধু
ধর্ম ঝরে পড়ে তার চারপাশে পথের ধুলোতে।

এপিটাফহীন

আমাকে করুণা করে দাহ দিলে মৃত্যুবীজ দিলে
তুমি দিনে দিনে তা নিতে পারলে সর্বস্ব আমার।
শুধু কাঁধে আছে ভার জীবনের দিশেহারা পথে
জীবন কি তারো বড়ো আমার মৃত্যুরও চেয়ে বড়ো?
বয়সের শিলালিপি গুহামুখে লেখা থাক। যদি
উজ্জ্বল উদ্ধার হয় এই পথে ওরা ঢুকবে না
লেখা থাক ভালোবাসা। লেখা থাক ভালোবাসা। যদি
কখনো প্রেমিক আসে এ প্রবাসে শাপগ্রস্ত কেউ
আমার সত্তার স্মৃতিজর্জরিত যদি কেউ আসে।

চন্দনা

এখন কবিতা লেখে প্যালা পঞ্চা ছাপা হয় ঢের
কলরবে কোলাহলে ভেঙে যায় মুখর প্রচ্ছদ
ছন্দোহীন মাত্রাহীন অর্থহীন এলোমেলো প্রলাপ ওদের
খুব একটা মন্দ না বলে চন্দনা পেরিয়ে যায় হ্রদ

উড়ে যায় ডানা ছুঁয়ে নীল হল জলের পিপাসা।
এখন কবিতামেলা পাড়ায় পাড়ায় হিক্কা তোলে
পালকে রক্তের ছিটে ভস্ম পড়ে থাকে, যার ভাষা
আমরা বুঝি না বোঝে চন্দনাই ঢের রাত্রি হলে।

নতুনচটি

শিকড় ভাঙে কাঁকর তার মাটির নিচে একা
আকাশ ঢালে প্রখর তাপ নদীর মৃতদেহ
শুকনো চোখ নষ্ট স্মৃতি দেয় না কেউ দেখা
বন্ধুহীন টুকরো কাঁচ পাঠায় কেহ কেহ

সাপের মতো ঘুমায় কালো, বিদ্যানিধি রোড
প্রাচীন শাল সেগুনময় বাঁকুড়া জেগে থাকে
পৌরাণিক পুঁথির পাতা সাংকেতিক কোড
লণ্ঠনের ছায়ায় রাত দীর্ঘ হয় বাঁকে

জীবন রোজ বাড়ায় হাত কাঠজুড়িরডাঙা
দুপুর নেয় মজ্জা ঝাঁটিপাহাড়ী ক্লাসঘরে
জানালা জুড়ে শুশুনিয়া স্মৃতিতে ছোলাডাঙা
ব্যাকডেটেড ছন্দে শুধু মন কেমন করে

ছিল না যেন যাবার কথা কোথাও কোনোদিন
ক্ষয়েছে অতি ব্যক্তিগত শব্দগুলি শুধু
রয়েছে পরিশোধ্য পরিত্যক্ত ঋণ
সয়েছে সব এ প্রান্তর উদাস মাঠ ধূধূ

নতুনচটি স্বস্ত্যয়ন তিয়াত্তরের পাঁচ
রবি গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে কড়া নড়ে
কে আসে পায়ে বিঁধিয়ে ভাঙা স্মৃতির সব কাচ!
কেউ না, হাওয়া, শ্রাবণ দিন, কেবল জল পড়ে।

হে ক্ষত হে ব্রত

আমার ভুলে ভুলে ভরেছে ফুলে ফুলে
জীবন অঙ্গনে রঙ্গ মারা
ফুটেছে বারো মাস শাখায় অনায়াস
ঝরেও গেছে জলে ঝড়ে যে তারা

আমার ব্যথা নিয়ে তারারা আলো দিয়ে
জেগেছে সারারাত শুশ্রূষাতে
বলেছে সেই নদী : সহসা কেউ যদি
স্পর্শ করো তাকে সজল হাতে

হৃদয় শিরা তবে ব্যাকুলতর হবে
তৃষ্ণাতুরা চোখে করবে পান
সমূহ সত্তাকে জড়াবে পাকে পাকে
আমারই প্রেমে প্রেমে হে অনশন

হে ক্ষত, হে ব্রত, মায়াবী জল যত
ঝরাও এ শ্রাবণে ভেজাও সব
প্রবল চাপা রাগে অলক্তক ফাগে
কবিতালোকে লোকে হে সম্ভব

এই যে বৈঠাতে রক্তস্ফীত হাতে
উন্মথিত হয় তোমার ঢেউ
এই যে থরোথরো আমাকে এত ভরো
চণ্ডবেগে রেগে শয্যাকে ও

অগ্নিময় করে আমাকে হাতে ধরে
ভীষণ সাবধানে নিরুদ্দেশ
জুড়ায় দাবদাহ তোমার এ প্রবাহ
আমার সন্ন্যাস গেরুয়া বেশ।

আপাদমস্তক ব্যর্থ

আপাদমস্তক ব্যর্থ, তুমি কেন এ সভায় এলে?
লোকে হাসবে নিচু হয়ে কিছু যদি কুড়াও এখানে
বেমক্কা লড়াকু তুর্কী শব্দধূমে ভরেছে আকাশ
পানসে ও আলুনী এই প্রেম-ট্রেম ঈশ্বর-ফিশ্বর
ধ্বংস প্রতিভার পাশে তোমার সমস্ত ছন্দ এখন বাতিল
মসৃণ কার্পেটে গ্রাম্য ধুলো পায়ে দুঃসাহসে কেন তুমি এলে।
আনন্দ শিখর থেকে চেয়ে দেখতে বিকেলের আলো
কামুক চতুর ধূর্ত মৃতদের সমূহ মিছিল
আনন্দ গহ্বর থেকে কানে শুনতে আর্তনাদ, জয়ের? ভয়ের?
কাকে বলবে কোন কথা কেউ কারো কথাই শোনে না
কিসের উৎসব চলছে কেউ তাও জানে না এখন।
তোমার মুখের রেখা কেঁপে ওঠে বুকের পাঁজর
ভিড়ের আবর্তে কণ্ঠ ছুঁয়ে যায় ওষ্ঠ ছুঁয়ে যায়
মূর্খতা হাসায় তার গমকে গমকে জমে নাচ
ফিনকি দিয়ে ওঠে মদ লাবণ্যে সর্পিল নারী আর
তোমার চোখের সামনে ভেসে যাক গোপনীয় সজল গহ্বর
তোমার চোখের সামনে ঝরে যায় অতি ব্যক্তিগত পবিত্রতা
তোমার চোখের সামনে মৃত্যু হয় তোমার সত্তার
কে বলেছে ন হন্যতে কে বলেছে ভেজে না সে জলে
আপাদমস্তক ব্যর্থ, ফিরে যাও মাথা নিচু নদীর কিনারে।

নিজস্ব

আমার নিজের কথা কিছু নেই আর কিছু নেই
তবু কাছে গেলে খুব লোভ হয় দু'চোখে শুধাও
'এখন কেমন আছো, এখনো কি জাগো সারারাত?'
আমার নিজের ব্যথা কিছু নেই আজ কিছু নেই
তবু শুষে নেয় এই শিরা উপশিরা ও শিকড়
ব্যথিত হৃদয় থেকে আতুর হৃদয় থেকে সমস্ত দুপুর।
এরকম অবসান কোনোদিন ভাবিনি কখনো।
এমন শ্রাবণ বুকে এমন আগুন নিয়ে এসেছিল নাকি?
বড়ো দীর্ঘ এ জীবন, কষ্ট পেলে, ঝরে গেল পথে
ঝরে গেলে হাতে তার স্বরবৃত্তে কলাবৃত্তে একা
অফসেটে মুদ্রিত বলে তারার অক্ষরে শূন্য নীলে!

এইভাবে

এইভাবে কবিতায় যদি থাকা যেত সারারাত
যদি তার জলভার বুকে নিয়ে চলে যাওয়া যেত
ভুলে থাকা যেত কষ্ট অপমান পথের বেদনা।
কবিতার এ শ্মশান ভালো গার্হস্থ্যের থেকে
শব্দের অঙ্গার কলসী ভাঙা খাট শাদা কালো হাড়
শব্দের শেয়াল হায়না অন্ধকার তীক্ষ্ণ হিম হাওয়া
শব্দের গাছপালা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা ভুতুরে নিঃশ্বাস
সমস্ত শরীরে মেখে জেগে ধ্যান তান্ত্রিকের মতো
শব্দের আকণ্ঠ মদ্য পান করে অঘোরীর মতো
যদি রাত্রি ছিঁড়ে খুঁড়ে আনা যেতো একটি সকাল!

শুশ্রূষা

‘সংখ্যাটি কবে পাবো, তুমি এসে দিয়ে যাবে কবি?’
এরকম ক’রে লিখলে হৃদয়ের শিরা উপশিরা
সমস্ত দুপুর ধরে শুষে নেয় সমূহ সঙ্গীত
চন্দন গন্ধের শব্দে ভরে যায় জীবনের দীর্ঘ অবহেলা
যে আকাশ মুছে গেছে তার মেঘ পিপাসার বেগে
শুধু ঝরে যেতে থাকে শুধু ঝরে যেতে ঝরে যেতে থাকে।
আর আমার ভয় করে, জন্মভোর ভয়! কেন জানো?
সে এক আশ্চর্য গল্প! আমি গল্প ছেড়ে কবিতায়
তাই বসবাস করি, প্রায় একলা একা পথে পথে
অবিমৃষ্যকারিতায় অভিমানে অন্ধ ভালোবাসা বুকে চেপে
যেন এই পৃথিবীতে এ প্রবাসে বহুদিন হল বহুদিন
যেন অপমানময় এই জীবনের থেকে মৃত্যু ভালো ঢের বেশি ভালো
অথচ আমার জন্যে পত্র ও পল্লব ফেটে শাখা ফেটে ফুটে ওঠে ফুল
অন্ধকার ছিঁড়ে খুঁড়ে চাঁদ ওঠে জ্যোৎস্নার আশ্লেষ
জলস্রোতে ভেসে আসে ফেলে আসা কবিতার পাতা
চিঠি আসে—, চিঠি নয়, অহেতুক ভালোবাসা সর্বাঙ্গে জড়ানো
আমার ঘুমন্ত মুখে স্নেহাতুর দৃষ্টি চোখ জেগে থাকে দেখি
স্বপ্নে গিয়ে দিয়ে আসি কবিতা ও কাগজ কখন
তবু চিঠি আসে, তুমি নিজে এসে দিয়ে যাবে, কবি?

একদিন

একদিন ওই যুবা হেঁটে যাবে সঙ্গীনির সাথে
মাথা উঁচু মুখে হাসি চোখে নীল ঢেউ সজলতা
একদিন মুছে যাবে ওই ধরণীর মুখ হাত
কিশোরের ক্ষয় ক্ষতি শেষ অপমান স্মৃতি
একদিন ভ'রে যাবে এই কাঠ ধানে ধানে জানি
ফুটে উঠবেই ঠিক আগুনের ফুলগুলি অশোকে পলাশে

তাই এ মাটির মায়া তাই আকাশের এ পিপাসা
তাই এই হুহু হাওয়া পথে পথে এত ধুলোবালি
তাই এত প্রাণ তার এত ভাষা ব্যাকুলতা স্নেহ
এত গাঢ় অন্ধকার ছেঁড়াখোঁড়া মলিন আঁচলে
এত ক্ষিধে এত ভুল এত ভয় অনুতাপ গ্লানি

একদিন এই হাতে রক্ত ধুয়ে দেবে মৃত্তিকার
ভালোবাসা ঘাস হয়ে ছেয়ে দেবে সমস্ত প্রান্তর
সমস্ত নদীর ওষ্ঠে খেলা করবে সমুদ্রের ভাষা
ফিরে আসবে আমাদের পালানো ফেরাব ভাই ঠিক
সত্যি কথা বলতে কোনো ভয় কোনো দ্বিধাই থাকবে না

আমরা কবিতা পড়ব গুহার ভেতর থেকে এনে
আমরা কবিতা পড়ব মাটির ভেতর থেকে তুলে
আমরা কবিতা পড়ব বুকের পাঁজর থেকে খুলে
নেমে আসবে নিচু হয়ে মাটিতে আকাশ আর তারা।

অঞ্জলি

এবার তোমার কাছে হাতে করে নিয়ে যেতে হবে
সারাজীবনের তৃষ্ণা পাগলের সমস্ত প্রলাপ

পথের সমস্ত বাঁক সর্বপায়ী শিকড় নিশান
ইস্তাহার জয়পত্র মুহূর্তের মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম

আর বেশি দেরি নেই কত দূর গিয়েছে সীমানা?
যেখানে আকাশ নেমে ছুঁয়ে আছে মাটিকে আমার!

এখন নির্ভয়ে বলো নির্দ্বিধায় বলো, কার নাম
কার নাম লেখা আছে প্রতিটি ব্যথায় অপমানে।

শরীরের ভয় ভুল অবিমৃষ্যকারীতা দেখেছো
দেখোনি জলের দাহ আগুনের শান্তি সজলতা

আমার গার্হস্থ্যধর্ম সন্ন্যাসের দিকে ধাবমান
সমূহ সংসার ভাঙা ঘরবাড়ি শূন্যে ভাসমান

এবার দু'হাতে করে নিয়ে যেতে হবে পূর্ণতাকে
শূন্যতাকে—সীমাহীন তোমার নিকটে বহু দূরে

তাই একে ওকে তাকে তোমাকে দেখাই ক্ষয় ক্ষত
বিশ্বাসপ্রবণ স্রোতে ঘূর্ণিতে আহত প্রতিহত

এবার তোমার কাছে জানি সব নিয়ে যেতে হবে
আমার পথের প্রান্ত দুটি প্রান্ত দু'হাতে তোমার!

কাহিনী

আমার ভয় করে ভীষণ ভয় করে
ভাইয়ের চোখে দেখি যখন সেই ছায়া
বোনের মুখে দেখি যখন সেই ছবি
বাইরে বিজয়ের মিছিলে ফাগ ওড়ে

অনেক রাতে ওরা তাকিয়ে থাকে কেন
আকাশে পড়ে বুঝি গরিবি ইস্তাহার
নতুন ভানুমতী, শোনে কি এই দেশ—
দেখে কি শেষ নেই, দেখে কি শেষ নেই?

আমার মনে পড়ে সেন্ট্রাল জেল
কলেজ স্ট্রীটে শোনে আমার বন্ধুরা
শান্ত বাঁকুড়ার উদাসী মাঠে ঢেউ
ভয়ের গল্পের ভয়ের গল্পের

আমার ভাই জানে জটিল অঙ্কের
দুরূহ সমাধান, বোনের তকমার
ধারে ও কাছে কেউ আছে কি? জানা নেই
কোনো যে পথ নেই সেইটে স্পষ্ট।

সে কোন দল ওরা দেখেছে, এইবার
আকাশে পড়ে তাই সহজ ফর্মুলা
ভয়ের গল্পের নতুন কাহিনীর
আমার ভয় করে ভীষণ ভয় করে

সন্ন্যাসের দিকে

প্রাণপণে ভুলে যাই ভুলে যেতে বহু দূর যাই
যতদূর যেতে পারে সামাজিক মানুষ এখনো
মাথায় আকাশ তারা নীল তরঙ্গের ছলাৎছল
বুকে প্রাণের মেঘ-বিদ্যুৎ-সজল-ঝড়ো-হাওয়া
ঘুমের ওষুধ তীব্র ঘুমের ওষুধ তীব্র ঘুমের ওষুধ
তবু ভুল তবু ভুল তবু ভুল করে কাছাকাছি—
পরিত্রাণহীন স্মৃতি গভীর অনপনেয় স্মৃতি
হৃদয়ের শিরা দিয়ে শুষে নেয় সবটুকু রস
আর খুব অবসন্ন ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত অলস
চোখ বুজে শুয়ে থাকি ঘাসে ছেঁড়া পাতাতে ধুলোয়
সারারাত শুয়ে থাকি শুয়ে থাকি এ শরীরময়
আকাশ নামায় ঝুরি চারপাশে বটের মতন
এ শরীরও শুষে নিতে ভাগবতী তনু ভেবে রাতে

এইভাবে ক্রমাগত এইভাবে সন্ন্যাসের দিকে
ভাঙা বাড়ি পোড়ো জমি মজা দীঘি চিতাদগ্ধ নদী
কিনারে হাঁটুতে মুখ কিশোরের পাশে পূর্ণ শ্মশান কলস
চৈত্রে এত শীত, এত হিমে নীল তীব্র হুহু হাওয়া
দুঃখের স্ফুলিঙ্গ ওড়ে মুহূর্তে মিলায় তবু ওড়ে
ছিঁড়ে খুঁড়ে গার্হস্থের সতর্ক সজাগ সব ধান
আমার বন্ধুর শব পড়ে থাকে আমার পিতারও
আমারও সমস্ত রাত পৃথিবীর অনিঃশেষ রাত

প্রাকৃত পদাবলী

সমস্ত বন্ধুরা গেছে চলে
মুছে গেছে গন্ধেশ্বরী নদী
কাঁসাই খেয়েছে তলে তলে
নতুনচটির ভিত অবধি

এটা থেকে ছটা রোজ ঝরে
তাজা চকখড়ির মতো আয়ু
ঝাঁটিপাহাড়ীর স্কুল ঘরে
প্রাণহীন ব্যাকুল উদ্বাহু

গ্রাম্য স্কুল মাস্টারের কাছে
টিউশানি জোটে না ভাগ্যে তাই
সন্ধেটুকু বহু কষ্টে বাঁচে
এক চিলতে ছাদেই কাটাই

আমি আর রেবা, কথা বলি
অথবা বলি না, চুপচাপ।
সমস্ত দিনের অন্তর্জলী
আকাশ গঙ্গায়—পুণ্য পাপ।

মেঘ জমে মেঘ জমে মেঘ
ভেতরে আগুন মাখামাখি
কোথাও জলের বাড়ে বেগ
এক ঝাঁক কাতর জোনাকি

পদ্য লিখি যদি যায় মন
পৌরাণিক পৌত্তলিক ঢঙে
‘যেন বাজছে রেডিয়ো সিলোন’
গৌতম প্রায়ই বলে রঙে

জীবনের সব অপমান
তাড়িয়ে তোমার কাছে আনে
সেখানে সমস্ত অবসান
সব শান্তি তোমার যেখানে

যেখানে সমস্ত ছন্দ বাজে
সেখানে আশ্চর্য অন্ত্যমিল
প্রতিটি শব্দের ভাঁজে ভাঁজে
শত শত সহস্র নিখিল

গৌতম আমার বন্ধু আর
অম্বরীশ মুখুজ্জে বেয়াই
জেল্লা তাই বেড়েছে আমার
এরকম সি.পি.এম নাই!

তাই ধান খায় বর্গাদার
আমার বেকার ভাই বোন
পাড়ার মাস্তান দেয় মার
ন্যুব্জদেহ কাঙালীচরণ

এবং তবুও ব্যাঙের ছাতাগুলি
চুলকোয় না আমার পৃষ্ঠদেশ
কপচাতে পারি না কোনো বুলি
বোকামীর কাটে না আবেশ

কাশের জঙ্গলে

ধর্মের কোলাহলে ধর্মের লাঞ্ছনায় আমি এই কাশের জঙ্গলে চলে এসেছি
যেন তার সাদা খামে মোড়া আছে আমার পাশপোর্ট ভিসা।

রাজনীতির বিষে পড়ে আছে আমার অর্ধভুক্ত খাবার না শোয়া বিছানা
আধখানা পড়া বই অপেক্ষমান অতিথি অসম্পূর্ণ চিঠি।

শিল্পের ওপর হামলে পড়েছে হাজার হাজার হাত
এইসব ভগ্নাবশেষ এই সব ভস্মাবশেষ ছড়িয়ে পড়ছে আমার মুখে মাথায়।

কোটি কোটি পি.এচি.ডি.-র ধাক্কায় গুঁড়িয়ে যায় আমার পাঁজর
আমার সমস্ত কবিতা মাড়িয়ে যায় লড়াকু তুর্কী কবিদের মিছিল।

শব্দের টানাটানিতে কারো পৌষমাস কারো সর্বনাশ
চলছে বাজারে
ঠকে যাওয়া এক মজুরের মতো সন্ধেবেলা আমি ঘরে ফিরি মাথা নিচু করে

প্রদীপ নেভা ঘুমন্ত আমার গ্রাম আমার নদী আবার ধান খেত
আমার কৃষক পিতার নামহীন বেদনার পাশে উবু হয়ে বসে থাকি আমি

আমার জন্মের আমার মৃত্যুর আমার জন্মমৃত্যুর মাঝখানের সীমাহীন প্রান্তরে
উড়ে উড়ে পড়ে উড়ে উড়ে পড়ে কোমল জ্যোৎস্নার মতো
এক স্নেহের স্পর্শ সারারাত।

এই জন্ম

নষ্ট হয়ে যায় চারু মুখ
গায়ত্রীর ভূর্ভুবস্বঃ লোক
অলৌকিক ধুলো আর বালি

নষ্ট হয়ে যায় ধ্যান ধান
পৌরাণিক পৌত্তলিক নদী
পাপবিদ্ধ রাতের শরীর

নষ্ট হয়ে যায় শব্দহীন
আমাদের হৃদয়ের ভাষা
আতর আত্মার শিলালিপি

নষ্ট হয়ে যায় ধর্মাধিক
বন্ধু মুখ গুহামুখগুলি
অনাহুত অক্ষত যমুনা

নষ্ট হয় লোকোত্তর মাঠ
শ্লোকোত্তর সন্ধ্যা আমাদের
পীড়িত পদপ্রান্ত চুম্বন

দিশেহারা কাতর জোনাকি
প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থ মজা দীঘি
নষ্ট হয় ছোলাডাঙ্গা গ্রাম

মাটির কোঠায় ঘন রাত
অপার্থিব লণ্ঠনের আলো
আনন্দ আশ্লেষ

নষ্ট হয় আমাদের ভয়
লজ্জাশীলা ব্যাকুল সময়
এক ঝাঁক কাতর জোনাকি।

নষ্ট হয় শব্দহীন ভাষা
কষ্ট হয় প্রেমের অধিক
এই জন্ম মৃত্যু ভেসে যায়

অপরিধামের কোলাহলে।

কালের মন্দিরা

এখন অন্ধকারের কুয়াশা ভারি হয়ে নেমে আসছে
মানুষের মুখ চোখ পাণ্ডুর, অনর্থক ত্রস্ত কোলাহল উঠছে এখন।
আমি কি এসময় আলোর কথা বলব?
সেই অপার্থিব আলোর কথা?
যাতে মুখ দেখা যায় পরস্পরের, বুক থেকে সরে যায় সব পাথর?
অভিশাপের মতো অবিশ্বাস দমবন্ধ করে দিচ্ছে সব হৃদয়ে।
আমি কি তাদের ডেকে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবো সেই নদীর কিনারে?
বিশ্বাসপ্রবণ স্রোতে দেখাবো সমুদ্র-সম্ভব রাত্রি?
বুক ভাঙা গ্রাম অন্ধ ও বধির শহরের মুখ থেকে সরিয়ে দেব দামি পর্দা?
জামা খুলে দেখাবো আমার ক্ষতচিহ্ন
আমার অপমান?
বালির চিতায় আমার কৈশোরের নদীর কঙ্কাল
কাঁটার জঙ্গলে আমার গ্রামের শীর্ষ পথ
ধ্বংসস্তূপের ভেতর আমাদের তুলসী মঞ্চ আমাদের দুর্গামণ্ডপ
হিংস্র আঙুলের মধ্যে পিষ্ট আমাদের মহার্ঘ ফুসফুস কণ্ঠনালী
আমি কাকে আজ দেখাব ... ,
আমি কাকে বলবো, আমি দেখেছি, আমার প্রভু
আমার প্রিয় নারীকে অন্ধকারে নিয়ে যেতেন রোজ?
আমি কাকে বলবো, আমার বিশ্বাসঘাতক ঈশ্বর
কি নির্বিকার দয়াহীন মৌনতায় আমার 'প্রমত্ততা' দেখছেন?
হায় আমাদের তামস-যাত্রার দহনক্লিষ্ট দিনগুলি রাতগুলি,
হায় আমাদের জাগরণক্লিষ্ট অবিরাম রক্তক্ষরণময় অভিমান,
নিরন্তর প্রাপ্তির দিকে ধাবমান হায় আমাদের ধর্মাধিক অন্ধতা,
হায় সত্তা, হায় স্মৃতি, হায় বিহ্বল ব্যাকুল মৃত্যু-প্রোথিত জন্ম,
আমি কি উচ্চারণ করব সেই আদিম মন্ত্র :
তেজীয়শং ন দোষায়?

আমি কি ভাসিয়ে দেব আমার জীবনমন্থন করা সব শ্লোকমালা
গন্ধেশ্বরী আর কাঁসাইয়ের জলে?
এখন বড়ো অন্ধকার, বড়ো অপ্রেম, বড়ো অশান্তি, হে জীবন,
আমি কি কাউকে আলোর কথা প্রেমের কথা শান্তির কথা বলব?
বধিরতা, আমি কি তবুও বলব :
উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত।

পদ্মপাতায়

যে আমাদের ঠকিয়ে গেল
তার জন্যে কেন গড়িয়ে পড়ছ, চোখের জল।
যে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল
তার শূন্যতা কেন স্পর্শ করছ, হৃদয়।
কেন তার কথাই বলছ, শব্দমালা।
মুছে ফেলতে গিয়ে লিখে ফেলছ তারই নাম
বার বার আঙুল রাখছ সেই তারে!
আসক্তির মুঠোয় লুকিয়ে রাখছ নির্জন স্মৃতি!
ছিঁড়ে ফেলতে গিয়ে গেঁথে ফেলছ তাকে
আগুনের সুতোয় দুঃখের ফুলে।
ভুলে যাবে না? আজ তাই তো কথা। আজ
তাকে ভুলে যাবার অবসানহীন বেদনার আরম্ভ।
বড়ো নিঃসঙ্গ নিঃশব্দ পথের এই ম্লান হাসি
বড়ো পবিত্র আজ এই কাশের শাদা
মাটিতে গড়িয়ে পড়তে পড়তে থেমে আছে
আমাদের বেদনার চেয়ে গাঢ় আকাশের ওই নীল
শরতের পদ্মপাতায় কী দেদীপ্যমান জলবিন্দু!
আমাদের জীবনের থেকে অধিক উজ্জ্বল
আমাদের দুঃখের থেকে অধিক মহিমময়!

কোজাগর

কাল দেওয়াল থেকে খুলে নিয়েছি তোমার ছবি
কাল আলমারি থেকে তুলে দিয়েছি তোমার ছবি

পুজোর ঘরে খোকার ঘরে বুলুরাকার ঘরে আমাদের ঘরেও
আর তোমার কোনো চিহ্ন নেই
আমাদের উঠোনে বাগানে বারান্দায় সিঁড়িতে ছাদে
কোথাও তোমার কোনো চিহ্ন নেই

খুব সাবধানে নিঃশব্দে যেদিন উপড়ে নিয়েছিলে আমাদের চোখ
একটু একটু করে স্নেহাতুর হাতে যেদিন খুলে নিয়েছিলে ত্বক
কি পরম মমতায় তোমার বর্শায় গেঁথে নিয়েছিলে আমাদের ফুসফুস
বিশ বছর ধরে নিশান করে উড়িয়ে ছিলে আমাদের সত্তা
সে সবও আজ আমাদের আকাশ অজস্র নীলে ঢাকা দিয়ে দিয়েছে
অজস্র নীল মুছে দিয়েছে সেইসব ক্ষয় ক্ষতি রক্ত অপমান
আজ আর কোথাও কোনো চিহ্ন নেই তোমার

আজ কোজাগর
আজ রাকারজনী
জ্যোৎস্নায় জ্যোৎস্নায় সমস্ত চরাচর কি পরিপ্লাবিত কি পর্যাকুল
মৃত্তিকালগ্ন প্রতিটি ধুলো বালি প্রতিটি ছিন্ন দলিত মুখপত্র
প্রতিটি আঘাত বঞ্চনা অপমান এক আশ্চর্য মায়াস্পর্শে কতো ক্ষোভহীন
কতো শান্ত সমাহিত সমর্পিত সুপ্তিমগ্ন মাধুর্যে আবৃত
এই শান্তিতে এই স্তব্ধতায় এই অনিমেষ স্নিগ্ধ অনুভবময়তায়
হে অবসান, হে আরম্ভ,
হে কার্যকারণাবীত জীবন,
বিশ বছরের টুকরো টুকরো স্মৃতির তার বীণা থেকে খুলে নাও
যা কালা আমি খুলে ফেলতে পারিনি নিজের হাতে

তবু লিখব

'ঘাসু পাবলিক' বলে তিনজন মাস্তান জোরে ঠেলে
দেয়ালে ঠেসিয়ে দিয়ে চলে গেল যে কিশোরটিকে

আমি তার রক্ত মুছে ধুয়ে দিই মুখ হাত দুটি।
'শালা ওল্ড হ্যাগার্ড' বলে কলেজের ছাত্রটি কি এই

বৃদ্ধকে বাসের থেকে ঠেলে ফেলল?—উৎকণ্ঠায় আমি
কাল সারাদিন স্কুলে কষ্টে কাটিয়েছি।

বাঁকুড়া জেলার সেই সাহিত্যের কথা থেকে যে মাস্তানবাদ গেছে তার
আমার দরজায় এসে শাসানি কি মনে রাখি আজও!

পিছু হটতে হটতে আজ পিঠ এসে ঠেকেছে দেয়ালে।
তবু লিখব, 'শেষ নেই আমার মৃত্যুর; কোনো শেষ নেই আমার জন্মের।'

কেঁদুয়াডিহির মাঠে

সরু শাদা আলপথ; রেবা আর আমি হেঁটে যাই
দু'পাশে থোড়ের ধান মাটির জলের গন্ধ—তাই
মনে পড়ে ছোলাডাঙা মনে পড়ে কাঁটাবনী আর
দুজনেই আনমনে হাত ধরি হয়ে যাই পার
টাল সামলে সরু পথ শীর্ষ সাঁকো, কিছুই বলি না—
কেঁদুয়াডিহির মাঠে চেয়ে থাকি, কোনো কিছু পড়ে আছে কিনা
চেয়ে দেখি, কিছু নেই, সব তুলে নিয়েছে আকাশ
তারায় তারায়, ওই মাঠ থেকে, শত শত চুম্বনের রাশ।

এই শ্লোক শ্লোকোত্তরা

যাকে ভালোবাসি তার বিষটুকু শুষে নেব ঠোঁটে
সমস্ত আঘাত তার ফুল করে হাত তুলে দেব
যেকোনো মৃত্যুর মূল্যে তাকে আমি বাঁচাবো বলেই
এই লেখা এই শ্লোক শ্লোকোত্তরা এত সর্বনাশ।

স্বনির্মিত

আমার তো সব টুকরো হয়েই ছিল
তোমার হল; সইবে কেমন করে!
তার যে কিছুই হবে না এক তিলও
এটুকু মেনে ফেরো নিজের ঘরে

প্রণাম করা কঠিন তবু কোরো
উপচে পড়ো ব্যথায় পদমূলে
পূর্ণ তাঁতে শিব ও শিবতর
সে যাক যে যায় স্বনির্মিত ভুলে

আমার তো সব টুকরো হয়েই ছিল
না হয়, দিলে আগেই আমায় ছুটি
তোমার ক্ষতি হবে না এক তিলও?
আমার ত্রুটি? সবই আমার ত্রুটি?

সেই যে আমার ভালোবাসা, তার
ভার কে নেবে? কি কাজ যে উল্লেখে
আমার থাকুক গভীর বেদনার
শাদা ধুলোর পথটি জীবন ঢেকে।

মৃত্যু

এখনই এসো না তুমি আর একটু সময় দাও আর
আলস্যে থাকবো না বসে, লিখে রাখব তোমার মহিমা
শ্যামের সমান বলে, লিখে রাখব তুমি সত্য সবার উপরে।
গ্রহণ করিনি? বহু অপমানে লাঞ্ছনায়? অধর্মের জলে
সানন্দ স্নানের নীলে? কতোবার করেছি জীবনে—
তাহলে ব্যস্ততা কেন! দেখো আর হাতের মুঠোতে
ছেঁড়া পাতা শুকনো ঘাস ভাঙা ছবি কিছুই রাখব না
শুধুমাত্র আরো একটু দেখতে দাও, মাটির পৃথিবী
আলো হাওয়া ভুল পাপ পুণ্যের বেদনা
আরো একটু দেখতে দাও যা দেখার আকাঙ্ক্ষার জলে
আমার দুচোখ ভেজে আজীবন আমার হৃদয় যায় গলে।

তেমনি আছে

আর কি দেবে শরীরকে তার মিটবে না যে খিদে!
রাইকিশোরী, তাকিয়ে দেখ তেমনি কিশোর-মন
তেমনি আকুল পিপাসা তার তেমন ব্যাকুল জিদে
পেতেই আছে হাত দু'খানি ধুলোর বৃন্দাবন।
তেমন ঝরে শ্রাবণ আজও তেমন কদম কেয়া
তেমনি কাঁদে বাতাস কালো রাতের নদীতীরে
একটি চুমোয় ওষ্ঠপুটে সাগর শুষে নেয়া
মুহূর্তটি তেমনি আছে দুটি জীবন ঘিরে।

অবসান

এই ভালো এই নীল অবসান স্তব্ধ বিকেল
এই আলোর এই গড়িয়ে যাওয়া নদীর জলে
ফুরিয়ে যাওয়া দিনের গল্প ছায়ার ভিতর
ক্লান্ত ডানায় এই ফেরা তার জীর্ণ বাসায়
এই পাখিটির, গন্ধটুকুর অনুপ্রবেশ
ফুলের মধ্যে পাতার মধ্যে যেমন কান্না
আমার গলায় যেমন দুঃখ একলা তারার
এই ভালো এই আঁধার মুছলো সকল চিহ্ন
ঘুচলো দিনের তাপ অপমান, ছোট্ট পিঁপড়ে
যেমন ঘুমোয় তেমনি আমার দুচোখ জড়ায়
ভালোবাসায়! ভালোবাসায়! ভালোবাসায়! হে অবসান!

আজ

আজ আর অন্যভাবে কোনোকিছু বলতেই পারি না
সমস্ত শব্দের মধ্যে তুমি এত ওতপ্রোত যে তোমাকে ছাড়া
স্পষ্ট ভাবে অন্যকিছু বলা বড়ো মুশকিল আমার।
তাই দূরে যেতে গিয়ে ফিরে আসি জানালায় বসি
দেখি চিত্ত পরিপূর্ণ করে আসে প্রতিটি সকাল সন্ধেবেলা
গাছে গাছে পাতা ফুল পাখির আনন্দ রোদ হাওয়া
প্রতিদিন কি নতুন বার্তাবহ পরিপূর্ণ দীপ্যমান সব
কোথাও বিরোধ নেই কোথাও সংঘর্ষ নেই গ্লানিহীন দিন
জীবন কি মহিমায় উদ্ভাসিত সুখ ও দুঃখের দুটি হাতে।

পৌত্তলিক

এই যে আঘাত এই অপমান, এর ভেতরেও মূর্তি তোমার!
এই যে হাওয়ার নীল হাহাকার, সেও কি জানায় তোমার বার্তা!
হাত রাখি যেই চিহ্ন মুছত চোখ রাখি যেই খুঁজতে শান্তি
অমনি আকাশ স্মৃতির তারায় তারায় তারায় উদ্ভাসিত!
পৌত্তলিকের এমন শান্তি? নিরঞ্জনের নীল ভেসে যায়
চারপাশে তার তোমার স্পর্শ জড়ায় ছড়ায় গড়ায় মৌন
আর দেরি হয় ফিরতে আমার আর ভারী হয় আমার কান্না
বুদ্ধিতে কুলোয় না কিছুই কোথায় শুরু কিই অবসান
কি যে আঘাত কি অপমান—ব্যাকুল আমার শীর্ণ সত্তা
কাঁপতে থাকে ঝড়ের মুখে পাখির মতো পাতার মতো ছিন্নভিন্ন
এই কি তোমার শান্তি তোমার ভূর্ভুবস্বঃ ব্যাপ্ত শান্তি?
পৌত্তলিকের মুক্তি কি নেই? ভালোবাসার মুক্তি কি নেই?
মুক্তি কি নেই হে নিরবয়ব হে ব্রণরহিত অপাপবিদ্ধ!

এখনো

এখনো আকাশ জুড়ে মেঘ করলে দুয়ারে তোমার
করাঘাতে বেজে উঠি বৃষ্টি পড়লে ঝরে পড়ে যাই
রোদ্দুরে আমার গান তোমারই উদ্দেশে মেলে ডানা
এখনো তোমার নামে গনগনিয়ে ওঠে বুকে হাড়
চমকে উঠি শুকনো পাতা হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে গেলে
এখনো রেখেছি চেপে ভালোবাসা দলিত মথিত ভালোবাসা
ম্লান ম্রিয়মান ফুল অবসন্ন স্বপ্নের কোরক
ধুলোতে বালিতে ঢাকা কাগজ কাচের পট স্ফূলিঙ্গের স্মৃতি।

বিকেলে

এর কোনো মানে নেই, এভাবে দু'হাতে ফেলে যাওয়া
এর কোনো মানে নেই, এভাবে ফেরাও শূন্য হাতে
এভাবে আসা ও যাওয়া নিরর্থক, তবু কাঁপে ডানা
শীত আসে শাদা হাড়ে ধুলোতে বালিতে পথে পথে
আর মিছেমিছি শুধু দেখা হয় ভালোবাসা হয়
নির্জন সৈকতে ভাঙে অভিমান ফেনায় ফেনায়
এর কোনো মানে নেই এর কোনো মানে নেই তবু
এই দুঃখী বিকেলের খুব কাছে চুপচাপ বসি।

ছুটি

একদিন একজন যুবকের কোনো ছুটি ছিল না জীবনে
অফুরাণ প্রাণ ছিল দুপুরের শুষে নেওয়া ছিল।
সন্ধ্যা প্রায় নেমে আসে প্রান্তরে প্রাচীনতম ছায়া—
তবু ক্লাস, ঘণ্টা বাজে ঘণ্টা বাজে ঘণ্টা বেজে যায়।

দুঃখ

তোমাকে সবাই ফেলে চলে যায়, আমি এসে বসি
টেবিলে দুজনে একা মুখোমুখি, পাশাপাশি হাঁটি
পুরনো পথের প্রান্তে, প্রাচীন তরুর ছায়া শুধায় কুশল
হেসে ওঠে কাশ হাত নাড়ে কি হলো গো পাখি
আমরা বলি না কিছু মাঝে মাঝে হাতে হাত ছুঁই
মাঝে মাঝে অকারণে আমাদের চোখে আসে জল।

প্রেম

কিছুই হলো না বলা। গলা ধ'রে আসে বুকে ভয়
আমাদের হাতে ঝরে সব ধান জয় পরাজয়
এত ছোটো হাতে কিছু দেওয়া হলো না যে তাই
পড়ে থাক ছেঁড়া ডানা পালক রক্তের ফোঁটা ছাই।
তোমরা এসেছো আহা তোমাদের দেখি চোখ ভরে
তারপর চলে যাই শব্দহীন জলের ভিতরে
মাটিতে শিকড়ে শস্যে মেঘে মেঘে তোমাদের মনে
তোমাদের অনুভবে অননুভবের মায়াবনে
আমরা পারিনি কিছু বলে যেতে, রাত হল ভোর
নাকি দিন শেষ হল? কি জানি! কেবল চোখে তোর
কাঁপে ভীরু সজলতা হে জীবন, সমস্ত সত্তায়
কে বোনে সোনালি ধান বারোমাস নিবিড় মায়ায়?
আমরা জানি না কিছু আমরা অবুঝ বেদনাতে
তোমাদের রেখে যাই এই অন্ধকার গিরিখাতে
ধ্রুব নক্ষত্রের তলে, সাক্ষী থাক সাতজন ঋষি
মুছে দিক সব স্মৃতি কৃপা করে এই অমানিশি।
আমাদের কথা থাক, আমাদের ব্যথা থাক পড়ে
রক্তমুখী মাঠে মাঠে যেখানে পালক ছাই ওড়ে
সমস্ত দুপুর বেলা, প্রেতায়িত সারা রাত্রি বেলা
স্বপ্নের কঙ্কাল কাঁদে ভেসে যায় আগুনের ভেলা
গন্ধেশ্বরী নদী জলে মাটির ঘোড়ার মুখে ফেনা
দশাবতারের তাস রাসমঞ্চে চলে বেচা কেনা!
তোমরা দেখো না কিছু, এই সব পৌত্তলিক প্রেম
এই সব প্রাচীনতা, প্রত্নলোক অন্ধ যোগক্ষেম
পা ফেলে পা ফেলে যেও মাড়িয়ে মাড়িয়ে, যেতে যেতে
ছুঁয়ো না কখনো ভুলে তেজস্ক্রিয় ঘাসফুল পেতে
বলো না ব্যঞ্জনাহীন 'ভালোবাসি' 'ভালোবাসে তুমি'
ধরো না নিমজ্জমান সংসারের ভাঙা বাস্তুভূমি।
আমরা পারিনি বলে আমরা হারিনি বলে, শোনো,
যেন কোনোদিন ঋণ করো বুকে রেখো না কখনো।

সকাল

আস্তে আস্তে স্পষ্ট ও পরিষ্কার হচ্ছে তোমার মুখ
আলো ফুটে উঠছে একটু একটু করে সকাল হচ্ছে
ঘুম ভাঙছে পাখিদের ডালপালার স্নিগ্ধ পৃথিবীর
মিলিয়ে গেছে অন্ধকার রাত্রি কখন ঘুমের মধ্যে টের পাইনি
আমি জেগে থাকিনি আমি জেগে আসিনি
তবু পৌঁছে গেছি একসময়, গায়ে মাথায় সুগন্ধী বাতাস
স্নান করিয়ে দিচ্ছে অপার্থিব আলোর ঝর্ণা
কানায় কানায় ভরিয়ে দিচ্ছে আনন্দ আর শান্তি
কি মধুর কি মধুর হয়ে উঠেছে পথের ধুলো ছেঁড়া পাতা
কোথাও আজ মালিন্য নেই ক্ষয় নেই ক্ষতি হয়নি কিছু
সমস্ত চৈতন্যলোকে আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠছো তুমি
স্পর্শ করছো আমাকে সংগোপনে আমাকে ডাকছো
ব্যাকুলতর আমার সত্তা মধুরতম ছন্দে বেজে উঠছে
শুকনো ঝরে পড়া পাতায় তোমার কবিতা পড়ছি
আলোর ডানায় ঝরে পড়া তোমার কবিতা শুনছি
উঠোনে শিউলির রাশি রাশি কবিতা উপচে পড়ছে।

ছুটি হলে

আরও যাব ছুটি হলে রেবা আর আমি একদিন
গৌরবাটশাহী, তুমি ভালো আছো? ভালো থাকো, যাব।
সরেনি তরঙ্গগুলি ক্লান্তিহীন শুধু ভেঙে পড়ো
সারাদিন সারারাত বারোমাস হাজার বছর—
মনে আছে আমাদের? রেবা আর আমি বসে আছি
কতোদিন হেঁটে হেঁটে হেঁটে হেঁটে গেছি বহু দূর
যেখানে যায় না কেউ হাওয়া ছাড়া হুহু হাওয়া ছাড়া
আরও যান ছুটি হলে, দুবার দরজা বন্ধ ছিল
এবার কি খোলা থাকবে? না থাকুক মন্দির চাতালে
বসে থাকা সন্ধেবেলা চক্রতীর্থ থেকে আসবে হাওয়া
শুষে নেবে স্বেদ শ্রম, প্রারব্ধের পর্যাকুল সিঁড়ি
আমাদের পৌঁছে দেবে অনঘানন্দের কাছে ঠিক
ছুটি হলে চলে যাব, ছুটি হলে এখানে থাকব না।

তোমরা থেকো

আমি আমার নিজের মতন
আমি আমার মতন একা
এর মুখে ওর মুখে এবং
তার মুখে তাকাইনি, কেবল
তোমাকে খুব ভালোবেসেছি
তোমাকে খুব ভালোবেসেছি
তোমার কথা তোমার ব্যথা
তোমার শব্দ তোমার ছন্দ
কেবল তোমার শব্দাতীত
স্পর্শাতীত ভালোবাসায়
সকাল দুপুর বিকেল হলো
সন্ধে হবে রাত্রি হবে
শুধু আমার একলা আমার
ভালোবাসায় ভালোবাসায়
একটি জীবন নিঃস্ব হবে
তোমরা দেখো তোমরা দেখো
উপেক্ষা নয় অপেক্ষাতে
তোমরা থেকো ভালোবাসার।

এই তো ভালো

এই যে এলাম এই যে এলাম
এই যে কেবল আঘাত পেলাম
অন্বেষণে হন্যে হলাম তোমার জন্যে
এই তো ভালো এই তো আমার
দুঃখী দুপুর ফিরে পাবার
পথটি সরল তাকিয়ে রইল।

এবার একটু ব্যস্ত থাকবো
মেঘলা আকাশ ঝাপসা নদী
এবার একটু ব্যস্ত থাকবো
দুঃখী বিকেলে অশ্রুবিন্দু
এবার একটু ব্যস্ত থাকবো
হে অপমান হে অভিমান
তোমরা থাকো ফিরবো আবার
পথের ধুলো বুকের কষ্ট।

এখন আমার

বিপজ্জনক বাসের বাঁকে এই যে রোজই ফুরোচ্ছে পথ
ব্ল্যাকবোর্ডে চকখড়ির মতো ক্ষয় হয়ে যায় এই যে আয়ু
ছায়ার ভিতর জমছে ছায়া চতুর সময় দেয় না ফাঁসি
এই যে পথে কিসের আশায় একলা এমন দাঁড়িয়ে থাকি
টিটকিরি দেয় গিরগিটি আর ব্যঙ্গ করে ফিচেল হাওয়া
এই কি নিয়ম এই কি রীতি একভাবে ঠায় সমস্ত যায়
হাতের বাইরে চোখের বাইরে অনন্যোপায় অনন্যোপায়
মন কেমনের কষ্ট এখন পাঁজর তলে লুকিয়ে রাখি
নির্বিকারের নিপুণ ছলে একটি গোপন চিঠির মতো
একটি অকূল অনবসান দুপুরবেলার কথার মতো
বৃষ্টি পথের ধুলোয় লুটোয় আমার যে আর ভেজা হয় না
ট্রেনের বাঁশি রোদ ডেকে যায় আমার কোথাও যাওয়া হয় না
গোপন শিকড় অবচেতন মাটির তলে নেমেই চলে
আমার বাড়ি ছোলাডাঙায়? আমার বাড়ি নতুনচটি?
নিরুদ্দেশের বন্ধু লেখে হঠাৎ চিঠি আমার নামে
ভাসায় ভেলা দুপুর বেলা কোথায় কে সে আমার নামে
কিছুই আমার মনে পড়ে না কিছুই আমার মনে পড়ে না
কোথায় যেতে যেতে কোথায় এসেছিলাম কোথায় যাব
কার অপমান আঘাত এমন টুকরো করে ছড়িয়ে গেছে
মনে পড়ে না মনে পড়ে না আমার হাজার জন্ম-মৃত্যু।

বয়স

বলবো না আর জীর্ণ পাতার ছড়িয়ে পড়া পথের ধুলোয়
ছিন্ন ডানার ব্যথায় পাখির দুঃখ এবার বাদ দিয়েছি
লিখবো না তার আর বা ফেরার শূন্যতা এই একলা ঘরের
দেখবো না ধূপ পুড়ছে, পুড়ুক নিরভিমান, সময় কোথায়
আর দাঁড়াবার জ্যোৎস্না ভেজা বকুলতলায় দেখতে তাকে
সময় কোথায় স্তব্ধ নদীর বিকেল বুকে বসে থাকার
এক ধরনের শিথিলতায় এখন কিছুই ভালো লাগে না
অনাবশ্যক অন্বেষণে দিন গিয়েছে রাত গিয়েছে
হয়নি কিছুই হয় না কিছুই পথের পাতার ঝড়ের পাতার
হয় না? কোথাও ঠিক আছে তার নিরাবরণ জন্মমৃত্যু
তাই ফেরে ওই শীর্ণ ফড়িং ঘাসের বনে, বৃষ্টি বিন্দু
তাই ঝরে ওই মেঘের চোখের কোল বেয়ে এই পথের ধুলোয়
বয়স বাড়ে অপরিণাম বয়স বাড়ে বয়স বাড়ে
জন্ম থেকে মৃত্যু থেকে জন্ম থেকে মৃত্যু আমার
অনবসান অপেক্ষাতে ব্যঞ্জনাহীন বয়স বাড়ে।

পাথর

পাথরেরও প্রাণ আছে চৈতন্য বিস্তৃত হয়ে আছে।
তাকেও দেখেছি দুঃখে স্তব্ধ হতে বেদনায় স্থির হতে ধ্যানে
কি জানি নেমেছে সেও নদী জলে কেন অত ঢালু হয়ে একা
কি জানি আমার সঙ্গে অভিমানে সে আর বলে না কথা।
তারারা আকাশ থেকে নেমে তার কাছে এলে নদী
পাথরের হাত ধরে গান গায় যে গান লিখেছি আমি কবে।

আমার সমস্ত ভুল পাথর রেখেছে বুকে ধরে
সহস্র স্মৃতির ফুল পাথর রেখেছে বুকে ধরে
অবসানহীন অশ্রু ও পাথর জমাট করেছে বুকে ধরে
মৌন অবনত ম্লান শুয়ে আছে স্বপ্ন বুকে ধরে
—সমস্ত আমার।

পাথর, আমাকে দাও ওই সহিষ্ণুতা ওই ধ্যান।
পাথর, আমাকে দাও তোমার মতন শুদ্ধ প্রাণ
অন্তত তোমার মতো মিথ্যাহীন ছলনা বিহীন হতে দাও।

সেই ভাবে আজ

যেমন ভাবে জাতভিখিরির হাত পাতা রয় পথের ধারে
তেমনি ধারায় জীবন গেল। এক মুঠো চাল একটি পয়সা
বুভুক্ষু কি করবে নিয়ে? হেলাফেলার টুকরোগুলি
থাকুক পড়ে পথেই থাকুক বৃষ্টি সজোর ভাসাক সবই
উড়ুক ঝড়ের ছিন্ন পাতা উড়ুক ধুলো যেমন ইচ্ছে
জাতভিখিরির পথ মুছে যাক ঘর ভেঙে যাক গাছতলার ওই
তার কি আবার মান অভিমান তার কি আবার দুঃখ কষ্ট?
দীর্ণ শরীর থাকুক মাটির খাব বা দুচোখ ছোট্ট পিঁপড়ে
ওর কি কোথাও আত্মা-টাত্মা ন হন্যতে এসব ছিল?
খিদের আগুন তৃষ্ণা ছাড়া ওর কি কোথাও স্বপ্ন ছিল?
থাকতে পারে ওদের? এসব জাতভিখিরির মানায় নাকি!
যেমন ভাবে পথের পাতার অপরিণাম দ্বন্দ্ব থাকে
সেই ভাবে আজ বাজাও তাকে ওড়াও পোড়াও নষ্ট করো।

আমার জন্য

এ শুধু আমারই জন্য, শরীর জানে না এর মানে
আত্মা নাকি নির্বিকার; এ শুধু আমারই ভালোবাসা
আকাশকে নীল করে নিরঞ্জন শূন্য রাখেনি সে
হাওয়াকে দিয়েছে শব্দ শ্রবণসুভগ কিছু কথা
এ শুধু আমারই জন্য জন্ম আসে মৃত্যু আসে যায়
পথে পথে ঝরে থাকে ফুলের মতন স্মৃতিগুলি
দুঃখকে দুঃখের মতো নিয়েছে আমার এই মন
অন্য কিছু অর্থ তার জানা নেই সমন্বয় কোনো

মাঝে মাঝে মনে হয় অস্পষ্ট ব্যাকুল কোনো কিছু
পিছু পিছু যেন আসে যেন চমকে গেলে থেমে যায়
আমারই ব্যথার মতো যেন তার আশ্চর্য মর্মর সজলতা
যেন কিছু নষ্ট হয়নি সব তার দুটি হাতে আছে
সব তার দুটি চোখে আছে আমি অনুভব করি
আমার ব্যর্থতা ভুল অক্ষমতা আসক্তির ধান
কিছুই ঝরেনি যেন কোনোদিন বৃষ্টি মুছে দেয়নি কিছুই

ইতরজনের মধ্যে

যেই তোমাকে ছেড়েছি সেই হাজার রকম ফ্যাকড়া এলো।
কোথায় কাকে আসতে বলে মনে পড়েনি থাকার কথা
কোনখানে কার উঠছে বাড়ি ইটকে দেবে সস্তা করে
জল আসেনি দুদিন কলে বর্গাদারে দিচ্ছে না ধান
যেন আমি মন্ত্রীমশাই, ব্যাঙের ছাতার সম্পাদকে
পদ্য ছাপায় বিষণ্ণতার এই যথেষ্ট, ইশকুলে যাই
ছাত্র পড়াই, এর বেশি কি, টিউশানিতে মন রোচে না
মন রোচে না সব কাজে তাই তোমার সঙ্গে ছিলাম, এখন
মেলায় যাব গ্রামের পথে ঘুরব ফিরব একলা নদী
পেলেই জলে নামব খানিক কিশোরবেলার ফিচেল ফিঙে
বাবলা বনে খুঁজব ঘাসের জঙ্গলে সেই গঙ্গাফড়িং
শালবনে সেই তুমুল বৃষ্টি আবার বোধহয় নামল আমার
হরেক রকম ব্যস্ততা আজ, চকখড়িতে 'বাইরে' লিখে
একলা ছাদে সন্ধেবেলায় ভাব জমে যায় তারার সঙ্গে
বুলুর সঙ্গে রাকার সঙ্গে বাবার সঙ্গে আড্ডা দারুণ
এখন জমে ধ্যানের চেয়ে জ্ঞানের চেয়ে সহজ সরল
ব্যঞ্জনাহীন জীবন যাপন সুখকে সুখের মতন দেখা
দুঃখকে দুঃখের মতো এই দেখতে পারা কঠিন বোধ হয়
তাই এতকাল শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে ঢাকতে বিকেল হল
তাই এত কাল সন্ধ্যা বিকাল ধূপধুনোতে কাশতে হল
এখন কেমন ছড়িয়ে গেলাম জড়িয়ে গেলাম কুঠরি ভেঙে
লতার পাতায় সংসারে সব সকল রকম গল্পে স্বল্পে
এই তো আমার মুক্তি তোমায় ইতরজনের মধ্যে পেলাম।

সমস্ত শিশুর জন্য

তোমাকে বিদায় দিয়ে সদরের দরজা বন্ধ করি।
সংসারে জমেছে ধুলো ছেঁড়া স্বপ্ন ভাঙা প্রতিশ্রুতি
দেওয়ালে মেঝেতে রয় মনে কত শুকনো নিব স্মৃতি
মেঘলা বিকেলের ঝাপসা অস্পষ্ট বেদনা
সব কেমন থমকে আছে চমকে চেয়ে পরস্পর মুখে।
এসব কি লেখা ভালো এসবে কি এসে যায় কারো
কে কাকে বিদায় দেয় ফিরে আসে ক্ষতকলেরায়
ধুলো ঝাড়ে বই থেকে পুরনো বিবর্ণ সেই কথা
সন্তানের দুধে ভাতে থাকার প্রার্থনা ঝুঁকিহীন।
দাম বেড়েছে এত বেশি শুধু মানুষের দুঃখ ছাড়া
শুধু মানুষের মৃত্যু অপমৃত্য ছাড়া সব মহার্ঘ এখন
বর্গাদার মহাজন সমাজবিরোধী গণনেতা
সন্ন্যাসী ও ঝুলি ভরে গার্হস্থ্যের স্বপ্ন চুরি ক'রে!
ধর্ম ও রাজনীতি আর এত নষ্ট হয়নি কখনো।

দরজা বন্ধ করে ঘরে চুপচাপ কি থাকা যাবে আজ?
চুপচাপ কি বলা যাবে নিজের একান্ত কাছাকাছি?
প্রার্থনা কি করতে পারব : যেন থাকে দুধে ভাতে থাকে
আমারই সন্তান নয়, সব শিশু, নরমেধ যজ্ঞ শেষ হলে!

নেপথ্য

এসব পুরনো গল্প ফিরে ফিরে আসে আর যায়
যে লক্ষ রজনীর মঞ্চ সফলতা নিয়ে তুমুল নাটক
দুঃখের সুখের দৃশ্য মুখোমুখি তুলিতে কলমে আঁকা পটে
তার জন্যে হাহাকার মনস্তাপ আত্মহননের এই খেলা
তার জন্যে বসে থাকা তার জন্যে যৌবনের ভুল
রক্তক্ষত ভালোবাসা বার বার অন্য চেহারায় অন্য নামে
আদিম নেপথ্য শুধু অন্ধকারে মুছে ফেলে সব
ক্ষয়ক্ষতি ঘৃণা প্রেম সফলতা ব্যর্থতা যা কিছু।

ইচ্ছা

অভ্যস্ত পাপের জন্যে অপরাধবোধ নেই কোনো।
মানুষ যে দীক্ষা নেয় ধর্মের নিশান হাতে তোলে
ভয় থেকে মুক্তি চায় তবু তাকে গ্রাস করে খরা
তবু ভেসে যায় গ্রাম বাস্তু ও অপাপবিদ্ধ শিশু।
বস্তুতঃ ঈশ্বর ইচ্ছা ছাড়া একটি পাতাও নড়ে না।
তাই আজ স্নায়ুহীন মুণ্ডহীন অন্ধ ও বধির এত বেশি?

মুক্তি

এখনো মুক্তির জন্যে ঊর্ধ্বপদ হেঁটমুণ্ড বালি
তথাগত বুদ্ধ মূর্তি চড়া দামে বিক্রি হয়ে যায়

ও বাড়ির মেজবউ দমবন্ধ করে তার শতচ্ছিন্ন সংসারখানিকে
কেবলই সেলাই করে—
মুক্তি ও বন্ধন এসে হাসে।

বৃষ্টি

ধর্ম আজ অযোধ্যায় তাই গৈরিকতাহীন পশম কার্পাস
বাংলার বাউল শুধু চোখে পড়ে সোনামুখী গেলে
তাও মোচ্ছবের রাতে, আশ্রমের তারে ঝোলে শাড়ী
দাস ক্যাপিটাল পড়ে মোহন্তের মেজ ছেলে গ্রামে
চব্বিশ প্রহর হয় না কথকতা রামায়ণ রাস
পঞ্চায়েত সদস্যের ভাষ্যে কাঁপে খড়ের আটচালা।

শুধু জীবনের ধর্ম ক্ষুধা আর পিপাসা অনড়
অন্ধকার হয়ে ঝোলে গাছে গাছে প্রতিটি ভিটেয়
ঈর্ষায় ও প্রতিশোধে চরে খায় ঢের বাস্তুঘুঘু
জ্যোৎস্নায় পিচ্ছিল বাঁকা আলপথে শহুরে বারুদ
বানান ভুলের 'স্বাক্ষরতা' জ্বলে মাটির দেওয়ালে।

আজ খুব বৃষ্টি হবে নিদ্রায় নিহত গ্রামে গ্রামে।

গল্প নয়

এসব সামান্য গল্প নিজস্ব কাহিনী তবে সবই
সত্যি; তুমি পড়ো; হয়তো কোনো কাজে লাগবে না
সবই কি তোমার খুব কাজে লাগে, অনেক রাতের
গাছের পাতার থেকে ফোঁটা ফোঁটা জ্যোৎস্না কাজে লাগে?
এ গল্পে রোমাঞ্চ নেই চাবুক-চমক নেই উৎকণ্ঠাবিহীন
একা নিচু ভীতু একটা মানুষের দুঃখ আছে শুধু
চতুর মানুষ তাকে ঠকিয়েছে উবু হয়ে বসেছে সে আজ
বিকেলের পথে একা বাস্তুহীন জমিজমা হীন
শহরে যাবে না কিছু ভিক্ষে নিতে গ্রামে দয়া নিতে
বসে থাকবে পথে একা পাগল সবাই বলবে তাকে
তার কোনো অভিমান অভিযোগ নেই আজ কিছু
সমস্ত শরীর জুড়ে সীমাহীন শোষণের কালো কালো দাগ
সমস্ত সত্তায় তার শুষে খায় স্মৃতিবিষ ধর্ম ঝরে যায়
অদাহ্য আত্মায় তাই হাত পাতে এ পথের ধুলো
ছুঁয়ে যেতে চায় হাওয়া নিজেকে মুড়িয়ে নেবে বলে
পাতার গা বেয়ে পড়ে অন্ধকারে বিন্দু বিন্দু জল।

ভুল

জানি না কে শুষে নেয় সব দুঃখ মুছে নেয় জল
কে দেয় প্রাণের মধ্যে বাঁচার আনন্দ কণা কণা
উন্মাদ হাওয়ায় জ্বালে জ্বেলে রাখে কাতর প্রদীপ
স্পর্শাতীত কাছে থাকে, ব্যথিত বিষণ্ণ তার মুখ?
ঘুমন্ত গভীর রাতে ভালোবাসা বুক থেকে ভেসে
ভেসে ভেসে চলে গেলে সে কি তবে নদী হয়, যমুনা আমার?
দিবসের অপমান সন্ধ্যার তারাটি হয়ে জ্বলে যায় সারারাত তবে!
এত মন এত ঝড় তবু কেন অগ্নিময় বিশ্বাস ভাঙে না
পুরনো অভ্যাস বশে করজোড়ে জীবনের পাশে
দাঁড়াই নীরবে কোনো ভাষা নেই পিপাসাও নেই
দেখি দুটি ছোটো হাত ভরে গেছে দুঃখের ফসলে
দেখি দিশেহারা ফুল ফুটে আছে প্রেমে অভিমানে
কিছুই বিনষ্ট হয়নি কিছুই বিনষ্ট হয় না কিছু।

তামাশা

তোমাকে কি দেবো আমি ঠগেরা নিয়েছে সব কেড়ে
ভীড় ভালোবাসাটুকু দলিত মথিত : তাকে বলি
ওঠো ধীরে ধীরে ব্যথা মুছে সব ধুলো বালি ঝেড়ে
দেখ কে বিকেলে আজ আকাশে ঢেলেছে রাঙা হোলি

দেখ কে দু'হাতে কতো শুশ্রূষায় তোমার উপুড় দেহখানি
তুলেছে, সমস্ত ক্ষতে ধুয়ে গেছে কার অশ্রুজল,
আবার পল্লবে ফুলে ঘাসে ঘাসে কে ভরেছে, জানি,
তোমার পৃথিবী, তাকে শুধু হাতে ফিরিয়ে কি ফল?

তোমাকে কে নেবে বলো তেমন সোনার পাত্র কই
মানুষ কি বোঝে প্রেম মানুষ কি বোঝে ভালোবাসা
এ বড়ো যন্ত্রণা সখী, এসো তবু অপেক্ষায় রই
সংসার থাকুক নিয়ে চারপাশে চতুর তামাশা।

পূর্ণেন্দু দাশগুপ্ত

আমার কবিতা মুখস্থ করে ছড়াতো কলেজে কলেজে
পঁচিশ বছর পরও টেক্সাসে ল্যাবরোটরিতে তার
এক আধ টুকরো মনে পড়ে, প্লেনে ট্রে-তে চিঠি আঁকা বাঁকা
বাঁকুড়ায় বসে সারা পৃথিবীর ভিজিটিং প্রফেসর
'কবিতার কাছাকাছি একা' সম্ভব হতো না যদি না তার
প্রসারিত হাত সমুদ্র ডিঙে এখানে না পৌঁছোত।

কবিতা গিয়েছে আল্পস্ পর্বতে নতুন ফর্মুলাতে
পূর্ণেন্দুকে বুঝি বা, রয়েছে অ্যারাসিনো অ্যানটেনা
সে বলেছে আর কবিতা কোথায়, বিজ্ঞানে বহু দেনা
জমে আছে নাকি—, জানে আমেরিকা, ভারতীয় আমি তাতে
কি আছে পুলক, আমার বন্ধু আন্তর্জাতিকতায়
পৃথিবীকে দেবে হৃদয়, কবিতা তারও থেকে বুঝি বড়ো?
আমার কবিতা মুখস্থ আছে পূর্ণেন্দুর ঠোঁটে
এবারে পড়েছি মুখ দেখে এই লুকোনো কবিতা আমি
যেখানে 'আকাশ' দেখেছি কোথাও কোনোখানে নেই 'সারা'
আমি শুধাইনি ওকে কিছু নিজেও বলেনি কিছু শুধু
দুজনে বুঝেছি প্রেম নেই : হেসে উড়ে গেছে চন্দনা।

অন্তর্জলী

নামিয়ে নিয়েছি চোখ তৎক্ষণাৎ তবু বজ্র বিদ্যুতে আকাশ
ছিন্নভিন্ন, উন্মাদিনী কংসাবতী চণ্ডবেগ ঝড়ে
পরাগ সম্ভব বৃষ্টি ঝরছে তো ঝরছেই—
আমি ফিরে আসতে পারিনি সহজে।
ফেরা কি সহজ এত?
ফেরেনি রঞ্জন এখনো তো
ফেরেনি নিষিদ্ধ নীল দুপুরের চূর্ণ চিলেকোঠা
কলেজস্ট্রীটের শেষ ট্রাম
সেই হস্টেলের নেমে যাওয়া সিঁড়ি!
নামিয়ে নিয়েছি চোখ তৎক্ষণাৎ
তবু অভিশপ্ত হল জল
তবু লেখা হল ধর্ম
লেখা হল পাতালপুরাণ
হৃদি গঙ্গাজলে হল আমাদের অন্তর্জলী শুধু।

যেকোনো আঘাত

যেকোনো আঘাত এসে ঠেলে ফেলে কবিতার দিকে।
অথচ এভাবে কাছে যেতে ইচ্ছে করে না আমার
আমার দুঃখই বেশি তবু মনে হয় মুঠো করে
একটু আনন্দ নিয়ে গিয়ে বসি ঝকঝকে রোদের মতো সুখ
হাওয়া দিক চমৎকার ফুল ফুটুক নিচে একটি নদী
এজন আমার জন্যে অপেক্ষায় বাতায়নে প্রদীপ জ্বালিয়েছে
আমি লিখছি : আর কোনো অন্নহীন বস্ত্রহীন নেই
প্রতিটি হৃদয় আজ আলোড়িত প্রেমে ও প্রীতিতে করুণায়
আমি লিখছি : মানুষের চেয়ে বড়ো সত্য নেই কোনো

এই সব মনে হয়, এই সব ইচ্ছের টুকরো ঝরে পথে পথে
ধুলোতে বালিতে বৃষ্টি থেমে যাওয়া পাতার গা বেয়ে পড়া জলে
দেখা হয় না দেখা হয় না দেখাই হয় না আমাদের
অথবা দেখতেই পাই না চোখ এত জলে ভরে ওঠে।

ফেরিঅলা

নতুনচটিও ফেরিঅলা হয় শেষে
দুপুরের সুর ছড়িয়ে জড়ায় ছায়া
পুরনো কাগজ খাতার সঙ্গে মেশে
‘ছেঁড়াখোঁড়া কবি’ কণ্ঠে ঝড়ায় মায়া

কিনে নেবে তবে পুরনো কাগজঅলা
ফেরিঅলা হলো তাহলে নতুনচটি
ছেঁড়াখোঁড়া কবি ডুবে আছে এক গলা
জীবনের ঋণে কবিতা মাত্র কটি

ছল

বলেনি কেউ বলে না কেউ সবই
ঘটেছে তবু নিখুঁত নির্ভুল
সকল ব্যথা সকল অনুভবই
নিয়েছে শুষে সূর্য সমতুল

এসব দিন এসব রাত বড়ো
সাধ্যাতীত সাধনাতীত তাই
রাখি না জল শয্যা নেই খড়ও
ধুনিতে জমে অনপনেয় ছাই

শহর থেকে গ্রামেরও থেকে দূরে
এই যে আছি এমন আঙ্গিক
কবিতা খাটাল চেয়েছে ঘুরে ঘুরে
'আমাকে আরো দু'হাতে তুলে দিক'

কোথায় কাকে কিভাবে বলো বলো—
বলেনি কেউ বলে না কেউ বলে?
সাধনাতীত জীবন টলোমলো
রেবাকে নিতে কি দরকার হলে?

যাদুকর

সন্ন্যাসীর ঝুলি থেকে আমারই করোটি বাইরে এনে
তুলে ধরলে বলে আমি নিজে হাতে সর্বস্ব আমার
তোমাকে দিয়েছি।

শুধু শোষণের মন্ত্রসিদ্ধ তুমি আমার আত্মাকে
চুমুকে চুমুকে পান করেছ বলেই এত ক্ষমা
পেয়েছ আমার।

দক্ষ প্রতারক তুমি প্রেম কাকে বলে নিজে জানো না বলেই
সুন্দরের সভাতলে 'যাদুকর' শিরোপায় হাততালি বাজিয়ে
ভূষিত করলাম।

শিশির

এই ভাবে মানুষের কাছে
মানুষ আসে ও যায় আর
স্মৃতি থেকে মুছে যায় পাছে
দুঃখ সুখ সমূহ সংসার

ভেবে ভেবে সারা হয় শুধু
মুঠোতে আসক্তি বীজ রাখে
জন্মের মৃত্যুর মাঝে ধূধূ
মায়াবী কুয়াশা ডাকে তাকে

মানুষ জানে না কোনখানে
কতটুকু তার অধিকার
একটি পাখির সম্মানে
আকাশ কেঁপেছে অনিবার

দেখেও দেখে না তার চোখ
ওষধি বনস্পতি ধুলো
কিছু নয় মোহিনী নির্মোক
উড়ে যায় শ্লোকোত্তরা তুলো

এই ভাবে জীবনের পাশে
দাঁড়ায় মানুষ মাথা নিচু
তারায় তারায় ঘাসে ঘাসে
শিশিরের সত্য ঝরে কিছু

দৈবাৎ

মৃত্যুকে শরীর দেব তাই চন্দনের জলে স্নান
তাই চন্দনের অগ্নি অনাসক্ত রাত্রির শ্মশান
জীবনের দাবি ঢের বেশি বলে এত শ্রম স্বেদ
এত ব্যর্থ উপাসনা আত্মহননের মেধা বেদ
দিনের কাহিনী তাই ভেসে যায় রাত্রির নদীতে
কৃষক পিতার দেহ জ্বলে ওঠে বীজ বুনে দিতে
অনন্ত প্রাণের দাবি মেনে নিয়ে সূর্য এত স্থির
পৃথিবীতে এত আলো এত হাওয়া এমন তিমির
নচিকেত অগ্নিশিখা স্বপ্নের করোটি নিয়ে হাতে
জীবনের দাবিগুলি নাচে গায় অন্ধকার রাতে

মৃত্যুকে ফেরানো যায় শুধু দেহ দিয়ে আর মন
জীবনের হাতে তুলে দিতে হয় প্রেমের মতন
আত্মা পড়ে থাকে একা নির্বিকার, নিরঞ্জন জলে
ছিন্নমূল সংসারের স্বপ্ন পোড়ে দুঃখের অনলে
ব্যক্তিগত বেদনার পাণ্ডুলিপি কবিতার ভাষা
দৈবাৎ দেখায় কিছু ঈশ্বরের কৌতুক তামাশা।

রবিদা বাইরে

টিনের দরজায়
আমার ছোটো মেয়ে রাকা
চক দিয়ে লিখেছে
রবিদা বাইরে।

সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত
যারাই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে
লেখাটা তাদের চোখে ও মনে লেগে
কৌতূহলী করেছে
এমনকি পূর্ণেন্দু, পুর্ণেন্দু দাশগুপ্ত
আমেরিকা থেকে এসে
থমকে বলেছিল
কথাটা কি দার্শনিক অর্থে?
বৃষ্টিতে রোদ্দুরে হাওয়ায়
চকের সামান্য ক'টা অক্ষর
মুছে যায়নি

আজ সহসা আমার নিজেরও
কৌতূহল হল
ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মনে হল
আমি বোধ হয় সত্যিই বাইরে

কোথায়?

সবাই জানে
আমি বাইরে যাই না তেমন
আমার মিটিং মিছিল নেই
কবিসভা নেই

পুরী দার্জিলিং নেই
এক আধজন বন্ধুর বাড়ি ছাড়া

তাহলে?

মনে হল
বহুদিন পর
আমার স্বরচিত স্বর্গের খাঁচাটা
ভেঙে পড়েছে
আর আমি
কখন যেন নিজেরই অজান্তে
বেরিয়ে পড়েছি
মুক্তির নীলে।

স্মৃতি

স্মৃতি আমাকে মাঝে মাঝে অনেক বিপদ থেকে উদ্ধার করে।
যেমন ভীষণ দুঃখী কোনো দুপুর থেকে আমাকে হাত ধরে
পৌঁছে দেয় রোমাঞ্চিত আনন্দের এক সুগন্ধী সন্ধ্যায়।
ভিড় ভর্তি বাসে ঊর্ধ্ববাহু ঝুলন্ত আমাকে পৌঁছে দেয়
মিহি কুয়াশার চাদর মোড়া রোদ ঝলমল ম্যালে।
ঘুম না আসা কোনো রাত থেকে অনায়াসে তুলে নিয়ে যায়
সেই হাজার নিমপাতার ঝরে যাওয়া পথে পথে রেবার সঙ্গে।
পান ভোজনমত্ত পান্থশালা থেকে কৌশলে চলে যেতে পারি
স্মৃতিভূক আমার সত্তা ধীরে ধীরে প্রেমের আলোয় স্নান করে
শুচিস্নিগ্ধ হয় আমার প্রভুর জন্যে আমার প্রিয়তমের জন্যে।

গদ্যের সভায়

এভাবে বলবার জন্যে আমি তৈরী করিনি নিজেকে
আসলে আমার শুধু শোনবার কথাই ছিল এসে
এ বড়ো গদ্যের সভা, নিচু গলা, নিজে ছাড়া কেউ
শোনে না আমার কথা, হেসে উড়ে যায় কালো ফিঙ্গে
পরস্পর কথা বলে কাকেরা চেয়ারে পাশাপাশি
সভাপতি প্যাঁচা গোল ঠাণ্ডা চোখে তাকায় কেবল
আর আমার ভয় করে, সত্যি কথা বলতে ভয় করে
আমাকে বানাতে হয় দামি দামি শব্দ ঢোক গিলে
ঢেকে দিতে হয় আমার গরিব বাস্তুর ছেঁড়া কানি
মাটির দেওয়াল ভাঙা অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে মেঝেকে
আমার না খেতে পাওয়া সারাদিন লুকোতে লুকোতে
হাঁফ ধরে জীর্ণ কটি পাঁজর ফাটিয়ে ওঠে কাশি
জুতসই শব্দও ঠিক জানি না লাগাতে, কোনোদিন
আসলে মারিনি তাপ্পি, যেমন তেমনি থাকি, কোনো
দু-তিন নম্বরী আজও জানা নেই সাত পাঁচ জানি না
এভাবে বাঁচার জন্যে তৈরী আমি করিনি নিজেকে

গীতিকবিতা

গীতিকবিতার দিন কবে শেষ মেধাবী ক্ষুধার কালে
এভাবে কি কেউ অসম সাহসে মাটির প্রদীপ জ্বালে?
চাঁদের পাথর ল্যাবরোটারিতে নারীরা বিজ্ঞাপনে
প্রেমের আয়ু তো মোটে এক মাস সতেরো দিনের মনে
ঈশ্বর বড়ো পুরনো মধ্যযুগীয়, বিপ্লবে কি
এইসব চলে সহজ সরল তরল চটুল মেকী?
প্রত্ন জগতে বীভৎরসে চলে কি গীতাঞ্জলি
মাধবী কুঞ্জলতা নিয়ে আর চলে না গানের কলি।

তবু একজন আজো বসে থাকে গন্ধেশ্বরী তীরে
কথা বলে কটি নতুন শ্যাম ও বেনেবউ তাকে ঘিরে
ভালো আছো আজ? শুধায় টগর মাধবী কুঞ্জলতা
ঘুম হয়েছিল? ঝরে যাওয়া ম্লান শিউলিরা বলে কথা
ধ্যানে ডুবে যাও তবে তো ধারণা : দেখে সে অরুন্ধতী
মৌন আকাশ বলে ওঠে : আহা ঈশ্বরে হোক মতি
গীতিকবিতার দিন চলে গেছে গদ্যের ঘন রাতে
তবু একজন ঝড়ো হাওয়া থেকে প্রদীপ বাঁচায় হাতে।

পাষাণ

একটি কবিতা না লিখতে পারার দুঃখে
এই আদিম সুন্দর জঙ্গলে চলে আসি
অজস্র নামহীন পশুদের সঙ্গে সারা রাত
পান করি নাচ চলে জ্যোৎস্নায় ভেসে যাই।

একটি কবিতা না লিখতে পারার দুঃখে
এত অজস্র বিবর্ণ কবিতা লিখি
আর ছিঁড়ে ফেলি আর উড়িয়ে দিই হাওয়ায়।

একটি কবিতা না লিখতে পারার দুঃখে
খেতে পাই না পরতে পাই না ইচ্ছেমতন
বাঁচতে পাই না

পাপ করি নরকে যাই সর্বস্বান্ত হই
সুন্দরের পদতলে মূর্ছিত হয়ে পড়ে থাকি
তাঁর স্পর্শেও আমার চৈতন্য হয় না

একটি কবিতা না লিখতে পারার অসাড়তা
ধীরে ধীরে পাষাণ করে তোলে আমাকে

সুন্দর কি কেটে কেটে মূর্তি বানাবে বলে?

এমন সুদূর পাপে

কবি শুধু দৃশ্যলোভী, সে তোমার স্নান দেখবে বলে
নেমেছে পার্বতী স্রোতে জ্যোৎস্না রাতে চুপি চুপি একা।
জলের আনন্দধারা তোমার ও শরীরের প্রতিটি আবর্ত জটিলতা
শুষে নিতে নিতে নীল স্পন্দমান তরঙ্গব্যাকুল
কবিকে কেবলই ডাকে, কবি শুধু দৃশ্যলোভী, তাই
দুচোখে তৃষ্ণার জল ছলছল পাথরে পাথরে মাথা কোটে
দীর্ঘদেহ দেবদারু আদিম পাইনবনে হাওয়ার তৃষিত ওষ্ঠে জল
বিন্দু বিন্দু ঝরে যায় কোথাও ঝরঝর শব্দ ওঠে
ঊরুর মসৃণ ত্বকে জ্বলে নেভে গ্যালাক্সির কোটি কোটি তারা
কবি দৃশ্যলোভী, চোর সুন্দরের, আদিম বিষাক্ত লতাপাতা
দুহাতে সরিয়ে দেখে দুটি হাত গ্রিক দেবতার দুটি জানু
গ্রিক দেবতার স্বেদসিক্ত পিঠ আদিম কোমল
কঠিন শিকড় সব শুষে নিচ্ছে উড়ে যাচ্ছে ফিস ফিস কথা
ঘুরতে ঘুরতে তারা বেয়ে নেমে যাচ্ছে আর্দ্র গিরিখাতে
কবি দৃশ্যলোভে একা পুড়ে যাচ্ছে স্নান জলে গভীর জঙ্গলে
দম বন্দ হয়ে যাচ্ছে শ্বাসরোধী মাদক বাতাসে তবু লোভে
এমন সুন্দর পাপে প্রবৃত্ত ও প্ররোচিত আত্মহত্যাকারী এক কবি।

ছুটি

আমাকে ছুটি দিয়ে দিয়েছে।
আমি ইশকুল থেকে বেরিয়ে চলেছি
একা
কালো নির্জন পথ
পথের দুপাশে দীর্ঘদেহী নাম না জানা গাছ
লম্বা লম্বা ভুতুড়ে ছায়া
মস্ত প্রান্তরে গড়িয়ে পড়ছে রোদ্দুর
একটা মালগাড়ীর গম গম আওয়াজ
একটু আগেও ঘুঘু ডাকছিল
বিষণ্ণ মন্থর একলা
একটা বুড়ো শেয়াল রাস্তা পেরিয়ে চলে গেল
শীত করছে
ঝুরি নেমেছে পুকুরের পাড়ের বটগাছে
ঝাপসা কালো জলে ছায়া
প্যাঁচা ডাকছে এখন
বেলা শেষ হয়ে আসছে মনে হয়
কখন বাড়ি পৌঁছুবো?
কেমন যেন ভয় ভয় করছে এখন
কি যেন ভয় চারপাশে
ওই দূরে দেখা যাচ্ছে আমার গ্রাম
অশ্বত্থের চূড়া
ধূসর নদী
আঁকাবাঁকা আলপথ
আমি কখন তোমার কাছে পৌঁছোব, মা?

অসুখ

বহুদিন কোনো চিঠি লেখা হয়নি কাউকে
শব্দের অভাব এত বেড়েছে যে
চিঠি লিখতে গেলেও টানাটানি পড়ছে
বহুদিন কোথাও যাওয়া হয়নি আমার
ফেরার দুঃখ এত বেশি বলে কি
বহুদিন কেউ তেমন আসেনি যাকে দেখলে
হাওয়া বইবে প্রচুর
জ্যোৎস্না ঝরবে মাঠে মাঠে
তারাদের গলায় গান হবে
বহুদিন কেমন যেন অসুস্থ
একটা অসুখ একটা নামহীন অসুখ—

আমি কাউকেই দুঃখ দিতে চাইনি কখনো
তবু আমার জন্যে আহত হয় অনেকে
আমার জন্যে তাদের কষ্ট হয়
অভিশাপের অশ্রুবাষ্পের মতো সেই সব দুঃখকষ্ট
আমাকে ঘিরতে থাকে যেন আজকাল
প্রার্থনা করতে পারি না
নিজের জন্যে কারো কাছে কিছু চাইনি কখনো

প্রারব্ধের অন্ধকারের মতো একটা অসুখ
বহুদিন হল কেড়ে নিচ্ছে আমার শান্তি

অভিমান

অভিমানের ধূসর পাখিটা আর নেই
মস্ত ধূধূ মাঠ আর অন্তহীন আকাশ
আর এলোমেলো হাওয়া
এখানে ওখানে ফণিমনসা কাঁটালতার জঙ্গল
নিশ্চিহ্ন দেওয়াল তুলসী মঞ্চ
কেটে নিয়ে গেছে কেউ বাতাবি লেবুর গাছ
তুলে নিয়ে গেছে এক একটি ইট
শুষে নিয়ে গেছে পিপাসার সব জল
কুয়োর মধ্যে ঝুলে আছে মাকড়সার জাল
ঠায় দাঁড়িয়ে আছে জীর্ণ অশ্বত্থ
তেমনি জেগে আছেন বশিষ্ঠ
মেঝেয় বিছিয়ে আছে অসামান্য তৃণ
শুধু অভিমানের ধূসর পাখিটা আর নেই কোথাও।

দেখতে দেখতে

দেখতে দেখতে অনেকদিন কেটে গেল।
অনেক রোদ্দুর ঝরতে ঝরতে ফুরিয়ে গেল
অনেক বৃষ্টি ঝরতে ঝরতে নিঃশেষ।
পথ থেকে পথে ঘুরতে ঘুরতে
ক্ষয়ে গেল দুরন্ত দুপুর।
বিকেলও বুড়িয়ে আসছে এখন।
এখন শুধু ফিরে যেতে ইচ্ছে করে বার বার।
কোথায় তা জানি না।
কিন্তু ফিরে যেতে ইচ্ছে খুব।
কার কাছে তা জানি না।
শুধু মনে হয় আমার জন্যে এক রাশ মমতা
ছড়িয়ে রেখেছে কেউ কোথাও
আমাকে ছুঁয়ে দেখতে ভালোবাসার করতলে কাঁপছে
তির তির প্রতীক্ষা।
জানি না, আমি কিছুই জানি না
চিরদিন মাথামোটা মানুষ
বোঝাতে পারিনি কিছুই
গুহা থেকে গুহায় পথ থেকে পথে
দেখতে দেখতে কেটে গেল অনেকদিন
স্নেহে প্রেমে আঘাতে অপমানে
মন্দ না।
তবু এখন ফিরে যাবার ইচ্ছেটা
হৃদয় মুচড়ে বেজে উঠছে
একটা দুঃখী গানের মতো।

আর একটি ভুলের জন্যে

এত ভুল করেছি জীবনে যে তার আর হিসেব নিকেশ নেই
তবু আর একটি ভুলের জন্যে প্রার্থনা করতে ইচ্ছে করে
যেন আর একবার ভুল হয় আর একবার ভুল হয় আমার
আমি চিনতে পারিনি এই ভুল
আমি বুঝতে পারিনি এই ভুল
আমি অনুভব করতে পারিনি এই ভুল
আমি অপমান করেছি আমি আঘাত করেছি
আমি ঘুম কেড়ে নিয়েছি রাতের
আমারই জন্যে হয়নি স্নান
আমারই জন্যে হয়নি খাওয়া
আমাকে ভালোবেসেই একান্ত গোপন অশ্রু টলমল করে ওঠে চোখে
আমারই প্রাক্তন আমারই সঞ্চিত আমারই ক্রিয়মান
প্রারব্ধ শুষে নিয়ে ভাগবতী তনুর অসুখ
এই রকম
এই রকম সবকিছু
অথচ আমি টের পাইনি কোনোদিন
আমার অসাড় চৈতন্য কতো দিন তিনি স্পর্শ করেছেন
আমি জেগে উঠিনি
এই রকম ভুলের জন্যে প্রার্থনা করতে চাই
যেন আমারই ভুল হয়, সখা,
তোমার নয় তোমার নয় তোমার নয়।

গল্প

আমার শৈশব একটি নদী নিয়ে চলে গেছে দূরে
আমার কৈশোর একটি নদীর কিনারে ছোটো গ্রাম
তারপর কিছু নেই তারপর কোনো গল্প নেই।
আজ মেঘলা বিকেলের মন কেমন হাওয়া
আজ স্তব্ধ অবেলার সুদুরতা মায়া
আর একটি নদীর জলে ডুবে যেতে চায়।
নদী মানে দুঃখ শুধু নদী মানে হাহাকার শুধু?
নদী জানে তৃপ্তিহীন চঞ্চল কিশোরী কিছু নয়?
মনে আছে, মধুবন? মনে আছে, রেবা মন্ত্র জপ?
কে আমাকে সাধ করে কে যে দেয় নিবিড় সন্ধ্যায়!
শুধু এই। শুধু এই। অন্য কোনো গল্প নেই আর।

লিখতে দাও

এই যে অন্ধের মতো হাতড়ে বেড়াতে হচ্ছে
এই যে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না
আর ব্যর্থতার স্তূপ জমছে দিনের পর দিন
আমার এই অপ্রেম আর কতো দিন বহন করব পিতা?
এই পরিণামহীন বেদনার অবসান হোক
আলোকিত হোক প্রতিটি গোপন রন্ধ্র
ধুলো থেকে বালি থেকে পথে পথে ওড়া পাতা থেকে
যেন তুলে আনতে পারি সত্যের মণি-মুক্তো
ব্যর্থতা থেকে পরাজয় থেকে
আঘাত ও অপমান থেকে যেন ছেনে আনতে পারি আনন্দ
প্রতিটি রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করে ফিরে এসেছি
হে প্রেম, সেগুলি উন্মুক্তই
আমি দেখতে পাইনি
আমার স্বার্থ আমার সংস্কার আমার সমূহ সংসার
আমাকে প্রবেশ করতে দেয়নি
আমার দৃষ্টিতে বিকৃত করেছে
এবার এসবের অবসান হোক
আর যে ভালো লাগছে না আমার
আমাকে লিখতে দাও এবার :
যা বলেছি সব ভুল যা লিখেছি সব বানানো।
কোথাও দুঃখ নেই কোথাও আঘাত নেই অপমান নেই
কোথাও মালিন্য নেই এতটুকু
সব সুন্দর
সব আনন্দরূপম মৃতং
আমাকে লিখতে দাও, পিতা।

আমার পাঠককে

আজ আমি মার্জনা চাইছি আপনাদের কাছে
আপনাদের সহিষ্ণুতা সীমাহীন, জানি
প্রমত্ত প্রলাপগুলি তাই এত সহ্য করেছেন
রসের বিকার বড়ো বেশি পীড়া দিয়েছে চিত্তকে
উন্মাদ কবির জন্যে সহৃদয় হৃদয় সম্বাদ
ধন্যবাদ দিয়ে ছোটো করা কি উচিত
তাই ক্ষমাপ্রার্থী আজ।

এখন অজস্র কবি, কবিদের মিছিল চলেছে
যে কেউ মিছিলে এসে ঢুকে যেতে পারে
আস্তিন গুটিয়ে চলছে চলবে বলে গলা খুলতে পারে
কী চলছে কী চলবে কিছু জানার দরকার নেই আজ

ছন্দোহীন ভাষাহীন ভাবহীন কবির প্রলাপে
কতখানি আনন্দিত হয়ে ওঠে আপনাদের হৃদয় জানি না
কতটা কানের তৃপ্তি হয়
কতখানি কলাবোধ তৃপ্ত হয়ে ওঠে
বুদ্ধি কতখানি?
কিছুই কি জানি!
শুধুই উচ্ছ্বাস শুধু প্রমত্ত দুর্বার উত্তেজনা
কাব্যের ভুবনে।

আমি সেই মিছিলেরই একজন উন্মাদ
নিজে ক্লান্ত অবসন্ন, মাফ চাইছি, পাঠক আমার।

কোনারক

সারারাত ধরে বৃষ্টি হয়েছে আমি জানি না
সারারাত ধরে বৃষ্টি হয়েছে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম

সকালে সব এত ভেজা এত বৃষ্টিময় যে
আমি ওকে ছুঁতে না ছুঁতেই ও টলমল করে উঠল

বহুদিন আমার বন্ধু আসে না বহুদিন আমরা তাকে
মেঘের বালিকা দিইনি বৃষ্টিপূর্বের স্তব্ধতা দিইনি

ঘুমের সময় আমাদের শরীর মন নাগালের বাইরে
তখন কেউ সে ফিরে গেলে আমরা নিরুপায়

ঘুমের সময় বৃষ্টি হলেই বা কি না হলেই বা কি
সকালে শুধু মন কেমন করা শুধু বৃষ্টির ফোঁটায় গড়িয়ে যাওয়া

দুঃখের মর্যাদা নেই অভিমানের বেদনা বোঝে না হাওয়া
পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বহুকাল কোনারক

হোম

কেন যে বার বার ডেকেছি মৃত্যুকে
কাকে যে ভালোবাসি বুঝি না কিছু
কোথায় যেতে চাই কিসের হাহাকার
কেন যে ছিন্নমস্তা পূজা

এই যে শরীরের ভীষণ পিপাসায়
মনের স্তরে স্তরে এমন ঝড়
ব্যাকুল সত্তাকে এভাবে ছিঁড়ে খুঁড়ে
আত্মহননের কষ্ট চাই

আদিম লতাপাতা ধুলোর ঘূর্ণিতে
অন্ধ পড়ো রাগ কি আক্রোশ
শ্মশান তান্ত্রিক তারার মালা জপ
লক্ষ পৃথিবী কি তো মাপার

ধ্বংস করে যাই স্বপ্ন সসাগরা
ধ্বংস করে যাই মুক্তিবীজ
ধ্বংস করে যাই নিজের পক্ষ কেটে
সমূহ যন্ত্রণা উন্মাদের

তাই এ ভয়ানক পিশাচ রাত
তাই এ নিদারুণ পিপাসাময়
তোমাকে তুলে দিই সঘৃত অগ্নিতে
হে প্রেম, তাই এ পূর্ণাহুতি

ভুল

সারাজীবন কেবল করো ক্ষতি
ফুল হয়ে কি ফুটবে না কক্ষনো?
আমার মতো আবেগপ্রবণ লোক
তোমার বোধহয় পছন্দ খুব, বলো?
জড়িয়ে ধরি ছড়িয়ে যাই নিচু
গুঁড়িয়ে যাই বুড়িয়ে যাই রোদ
লুকিয়ে রাখি পাঁজরতলে সুখ
ভেবেছিলাম ওখানে থাকবে না।
ভেবেছিলাম এই তো কটা দিন
ঘর খোলা থাক দোর খোলা থাক আর
পথ খোলা থাক যাবার ও আসবার
সব তুলে দিই একটি নদীর হাতে।
সারাজীবন ছায়ার মতো থাকো
মায়ায় বাঁধো দুর্বলতা জেনে
ভুল কি ভুলেও ফুল হয়ে আর ফুটে
আমার মতো লোকের এ জীবনে!

বন্ধু

কিছুই প্রত্যাশা নেই, দিতে চাই, শুধু দিতে চাই
সর্বস্ব দুহাতে তুলে দেব বলে অধীরতা এত।

তবু সে কি নির্বিকার ফিরেও দেখে না একবার
মনেও রাখে না কিছু : আমি ফিরে আসি সন্ধে বেলা।

নাম

আমি ঈশ্বরের জন্যে বিশ বছর পুড়িয়ে দিয়েছি
তিনি কি আমার জন্যে তাই এই যন্ত্রণা দিলেন?
এসব কূটতর্ক থাক আমার সময় হাতে কম
যারা আসবে এই পথে যারা আর আসবে না এ পথে
উভয়েরই জন্যে আমি ভালোবাসা রেখে যেতে চাই
তবু বলে যেতে চাই তাঁর জন্যে পোড়াও জীবন
বিনিময়ে হাত পেতে নিয়ো বিষ জর্জর ব্যথায়
জন্মের মৃত্যুর মালা জপ করো নাম নাও তার নাম নাও।

লোভ

সবচেয়ে ব্যর্থ বলে অপদার্থ বলে এত পিছু
আড়ালে লজ্জায় থাকি সসঙ্কোচে থাকি।
খুব আস্তে কথা বলি এলোমেলো বাতাসের কাছে
ফুলের গন্ধের কাছে জড়োসড়ো সামান্য দাঁড়াই
বৃষ্টিকে দেখাই দুঃখী একটি জামা অনুনয় করি
না ভেজাতে, মুছে ফেলি চোখের জলে দাগ ভয়ে
সে এলে সে বন্ধু এলে যাতে কষ্ট না হয় কখনো।
মোটে তো কয়েকটা দিন কোনোমতে কেটে যাবে ঠিক
এমন সুন্দর জন্ম আর কখনো পাবো না ভেবেই
পৃথিবী, তাকিয়ে আছি তৃষ্ণাতুর লোভীর মতন।

সম্পর্ক

একদিন আমাদের দেখা হলে
মাটিতে ফুটত ফুল আকাশে উঠত তারা
হাওয়ায় বইত সুগন্ধ
একদিন আমাদের দেখা না হলে
সমস্ত দিন পাতা ঝরত বৃষ্টি পড়ত
আকাশ একটাও তারা উঠত না
একদিন আমাদের লেখা হওয়া না হওয়া
উপেক্ষা করে শরণাগত নদী
কাঁদত তো কেঁদেই যেত
তার জলে স্নান করতেন দেবতারা
তর্পণ করতেন কতো ঋষি

আজও বোধহয় কোথাও ফুল ফোটে
আকাশে রোজই হয়তো তারা
নদীও হয়তো কেঁদেই যায়
শুধু আস্তে আস্তে ডুবে যেতে থাকে সৈকত
বালিতে বালিতে আচ্ছন্ন হয়
শাদা অকলঙ্ক মসৃণ

বৃষ্টি

আসলে মূর্খের মতো অভিমানে এত চাপা রাগ।
আকাশ কি মনে রাখে আকাশ কি ধরে রাখে কিছু?
স্বপ্ন ঝরে যায় আজ মাঠে মাঠে মুখর বৃষ্টিতে।

সহজিয়া

আমি যে খুব সহজ করে বলি
যেমনভাবে বলে গাছের পাতা
ঝরতে ঝরতে যেমন ভাবে বলে
বইতে বইতে ব্যাকুল কোনো নদী
শীতের হাওয়া নাম না জানা পাখি।
আমি যে খুব সহজ করে বলি
ভালোবাসা কঠিন বড়ো, তাই
জটিল বলে তোমরা কেটে পড়ো
একলা আমি সহজ পথে যাই
কঠিন পথে সারাজীবন একা।
আমি যে খুব সহজে যাই আসি
চোখের জলে ভাসতে ভাসতে হাসি
মরতে মরতে এই যে আমার বাঁচা
এই তো আমার সহজ আমার সহজ।
এই তো আমার তোমাকে আজ পাওয়া
দু'হাতে তার তোমায় তুলে দিয়ে
ও বক্ষে তার তোমায় তুলে দিয়ে
সোহাগে তার এই যে সমর্পণ
এই যে সহজ এই তো আমার প্রেম।

মুখের দিকে

আমার মুখের দিকে তাকাবে না ওরা।
আমার চোখে দিকে তাকাবে না ওরা।
একি দম্ভ নাকি ভয় নাকি পরাজয়?
আমি দুঃসাহসে সত্যি বলি বলতে বলি
বেপরোয়া ঢুকে পড়ি সভার ভিতরে
গিয়ে পড়ি অকস্মাৎ চুম্বনের মাঝে
উদ্যত মৃত্যুর সামনে দাঁড়াই সহসা
সমস্ত জন্মের জলে আমি ভেসে যাই
শুষে নিই আত্মা থেকে সমূহ উদ্ভিদ
ধর্ম থেকে খুলে নিই গোপন পল্লব—
আমার মুখের দিকে ওরা তাকাবে কি?

ক্ষতিপূরণ

আমি অদীক্ষিত বলে বাইরে থাকি আগুনের ঝড়ে
ভিতরে ঈশ্বর এসে সর্বদা বন্ধ ঘরে স্নান আহ্নিক করেন।

কৃপা ছাড়া কিছু হয় না দরজা বন্ধ থাকে চিরকাল
সমস্ত সোনার নাম হেসে ওঠে গ্রাম্য পিপাসার্ত চোখে দেখে।

সহসা আমার বন্ধু ত্রাতার মতন এসে উপস্থিত হয়।

আমার সমস্ত ক্ষতিপূরণের জন্যে পথে নারীরা মিছিল করে যায়
ঈশ্বরের কাছে আজও বারোমাস তেরোটি পার্বণে বারব্রতে।

বৃষ্টির মেঘ

ঘাসের জঙ্গলে রোদ বৃষ্টি হয় আর তার লোভে
একজন কবি ঠিক রাত হলে শুয়ে থাকে গিয়ে
তৃষিত চোখে ও মুখে ঝরে তার অনুনয় ভয়
কবির হৃদয়ে আছে মরুভূমি সমুদ্রও আছে
জলের পিপাসা আছে দ্রাক্ষাকুঞ্জ আছে আছে মদ
রাশি রাশি কবিতার প্রমত্ত তরঙ্গ আছে ঢের
শুধু বৃষ্টি বেশি নেই তাই লোভ এমন পিপাসা
সমস্ত হৃদয় তার খুলে রাখে বৃষ্টিতে ভিজিয়ে নেবে বলে
বন্ধু মেঘ ব্যস্ত বড় বড় বেশি ছুটোছুটি তার
মাঝে মাঝে ছুটে আসে সহসা আকাশ চেয়ে বনে
দু-একটা কুশল কথা বলে ব্যস্ত হয়ে পড়ে ঝরে পড়তে আহা
ভালোবেসে ঝরে পড়তে কবির হৃদয়ে গুহামুখে
তার চণ্ডবেগে সব হাজারদুয়ারী পুরী আলোকিত হয়
বৃষ্টির আঘাতে বাজে সব তারে তারে সেই আশ্চর্য মল্লার
আনন্দ-সমুদ্র মত্ত হয়ে ওঠে কবিকে ভাষায় ক্রমাগত
সজল সৈকত মুড়ে সংজ্ঞাহারা কবি শুয়ে থাকে সারারাত।

বৃষ্টি

বৃষ্টিকে এ বক্ষে শুষে নিতে চাই বলে
প্রতিদ্বন্দ্বী হলো জ্যৈষ্ঠ অন্ধ কুয়োতলা
সন্ন্যাস পিছিয়ে দিতে বাস্তুসাপ ঢেলে দিল বিষ
ধর্ম ঝরে পড়ল রাতে গার্হস্থ্য শয্যায়
আকণ্ঠ চুম্বন করলো এমন মাতাল
রাত কাটল অন্ধকার ঘাসের জঙ্গলে
বৃষ্টিকে এ বক্ষে শুষে নিতে চাই বলে।

কবি বেঁচে থাকে

কবি বেঁচে থাকে একটি কবিতা উচ্ছ্রিত হবে বলে
রোমশ মৃত্তিকা তাকে টেনে নিয়ে শুষে নেবে বলে
বন্ধু মেঘ উড়ে এসে সারা রাত বৃষ্টি দেবে বলে
ঈশ্বরে বিশ্বাস ফিরে আসবে বলে এক একটি কবিতা
মাঝে মাঝে দেবতাদুর্লভ দৃশ্য কবিকে দেখায়।
কবি কি উন্মাদ? লোকে তাই বলবে। তুমি?
তুমি তো বলো না কিছু। কবি কষ্ট দেয় কি তোমাকে?
হাতে ধরে নিয়ে যায় দুর্গম জঙ্গলে টিলা ভেঙে
উত্তাল ঢেউয়ের পরে ঢেউ ভেঙে পার করে তোমাকে
উত্তুঙ্গ শিখরে গিয়ে দেখায় আনন্দধারা বহিছে কেমন
তোমার কি কষ্ট হয়? কষ্ট ছাড়া এরকম অভিজ্ঞতা হয়?
এমন আনন্দ দিতে পৃথিবীতে কবি ছাড়া কেউ পারে, বলো?
কবিই পুরুষ কবি সন্ন্যাসী বাউল কবি ঈশ্বর প্রতিম
বেঁচে থাকে তুমি তাকে এক একটি কবিতা দেবে বলে
ধুলো বালি থেকে তাকে তুলে দুঃখ শুষে নেবে বলে
তার বন্ধু মেঘ এসে সারারাত বৃষ্টি দেবে বলে

হাত

আমার সখার হাত ধরো তুমি সঙ্কোচ করো না
এই নদী খরস্রোতা সাঁকো নেই আমরা পেরোবো
কঠিন কুটিল জল তীক্ষ্ণমুখ পাথর পিচ্ছিল
সখা সব অন্ধিসন্ধি জানে এ নদীর চতুরতা
অর্জিত দক্ষতা তাকে সুপুরুষ সাহসী করেছে
সর্বোপরি ভালোবাসে সে আমাকে তোমাকে, কাজেই
নির্ভরতা ভালো, এসো হাত ধরি নেমে যাই জলে।
কেন এ নদীতে আসি সে আমরা ভালোই জানি আজ
কেন তার জলে নামি দমবন্ধ পারাপার করি
প্রাকৃতিক স্রোতে ভাসি ভাসতে ভাসতে বহুদূর যাই
শ্যাম জঙ্গলের দেশে অন্ধকারে কোটি কোটি জোনাকির দেশে।
আমরা অনেক জানি, তবু সখা জানে আরো বেশি
সে জানে কোথায় আছে রক্তলাল প্রবালের পাড়
অক্ষত অরণি আর ঘুমন্ত অগ্নির শিরা স্নায়ু
আশ্চর্য জটিল বাঁকে ঝলকে ঝলকে ওঠা জল
সুদক্ষ শিকারী হাতে ঝলসে ওঠা আদিম বল্লম
সে চেনে বাঘমৌ জানে শ্বাসরোধী চাক ভেঙে মধু খেতে তার।
অতি নির্ভর ওই হাত ধরি এসো কোনো সঙ্কোচ করো না।

সৈকত

ক্রমশ পিছিয়ে যায় প্রিয় পংক্তি পাবার সময়
পড়ে থাকে শাদা পাতা পড়ে থাকে খোলা নিব আলো

ধূধূ পথে পথে যায় দিন যায় রাত পাতা ঝরে
ঝরে দুঃখ সুখ ব্যথা ভয় ভুল অভিমান জীবনের দেনা

সব প্রতিশ্রুতি লগ্নে থাকে ব্যর্থ নক্ষত্রের রোষ
সমস্ত স্বপ্নের জলে কে যেন মিশিয়ে দেয় সংগোপনে বিষ

কতোবার মৃত্যু আসে অপমৃত্যু আসে ফিরে ফিরে
জন্মের নূপুর হয়ে পায়ে পায়ে তাতল সৈকতে চিরকাল

প্রিয় পংক্তি বহু দূর ধন্য সমুদ্রের বক্ষে আবেগে অস্থির
পড়ে থাকে শাদা সিক্ত সজল সফেন দিনরাত্রির সৈকত

উজান

আমি বসে থাকি তীরে জলের শব্দের মতো রক্ত নেচে ওঠে
সে এলে করি না দেরি হাতে ধরে তুলে নিই নৌকোয়
দড়ি খুলি ধরি দাঁড় দ্রুত পায়ে বসি গে গলুইয়ে
স্রোতের বিরুদ্ধে টানি ছপাছপ ধীরে ধীরে এগোই সম্মুখে
চাঁদ ডুবে যায় জলে আকাশে সে খুলে রেখে শাড়ি
তীরের জঙ্গল থেকে ভেসে আসে বাতাসের আনন্দ-শীৎকার
তুমি তাকে কষ্ট দাও শ্রমসিক্ত শ্বাসরোধ করো
খুশি মতো শুষে নাও ডোবাও পাতালে টেনে মূল
সে তোমাকে জ্বেলে যায় যে তোমার শিরায় শিরায়
আনন্দ-আগুন জ্বলে ফিনকি দিয়ে ওঠে তার শিখা
গলুইয়ে আমার রক্তে হৃৎপিণ্ডে বাহুতে দৃঢ় দাঁড়ে
নৌকো দ্রুত বেগে ধায় আমি শুধু বসে থাকি একা
ছইয়ের ভিতর থেকে আগুনের হল্কা এসে লাগে
আমার সর্বাঙ্গে জ্বরে কেঁপে উঠি সুখে কেঁপে ওঠে সুখে জল
সে তোমাকে তুমি তাকে দেখাও আমিও দেখি তীরে দাবানল।

গল্প

এমনি ভাবে বাঁচাই তাকে মারি।
কেমন করে? কেমন করে? সবাই
কৌতূহলে আমার মুখে তাকায়
গল্পটা আর বলা হয় না, হঠাৎ
একুশ শতক সভায় এসে হাজির।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ঝলক হাওয়া
উড়িয়ে নিল রবীন্দ্র সংগীত
পুড়িয়ে দিল কয়েক হাজার চিঠি
ওই মেয়েটি, প্রেমিকা এক কবির

অনেক রাতে আদিম সেই লোক
দরজা খুলে সটান আসে ঘরে
লুঠ করে নেয় কবিতা যাবতীয়
ভুল করে সে আত্মা ফেলে যায়
একটিমাত্র অকূল শয্যায়।

কৌতূহলে সারা শহর গ্রাম
ভীষণ সঙ্কীর্ণ সাঁকো বেয়ে
উঠে আসছে উঠে আসছে, তাকে
পাঁজরতলে লুকোই, ভগবান,

এই প্রিয় নাম বাঁচাতে দাও তাকে
তোমাকে যে লজ্জা থেকে বাঁচায়।

ভাস্কর্য

যতটুকু দেখা যায় তার বেশি লেখা কি সহজ?
এ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো।
যতটুকু শোনা যায় তবে তার চেয়ে বেশি?
আর একটু উৎকর্ষ হও।
আমি অনুনয় করব অন্ধকার ঘন হয়ে গেলে
আমি অনুনয় করব হাওয়াকে সুস্থির হতে বলে
নিষ্পলক চেয়ে থাকব
যতটুকু শুষে নিতে পারে এই চোখ
যতটুকু শুষে নিতে পারে এই কান
আমি প্রাণপণ করব
তাকে সম্পূর্ণত দেখাতে পারব না
ওই গ্রিক দেবতার বিপুল পিঠের তলে, শুধু
দুটি উত্তোলন পা'র পাতা
দুটি তীব্র হাতের আঙুল ...
দুটি চারটি আহত শীৎকার ...

আমাদের ভালোবাসা

সেই তান্ত্রিকের কাছে কিছু আছে?
যদিও সে জানে না মর্যাদা
তাকে আমরা দিয়েছিলাম, তার দুই হাতে
পেয়েছিল রক্ত আর কাদা।

আমাকে লেখায়

আমার বন্ধু কবিতা বোঝে না লেখে না, আমাকে তবু
লেখায়, যখন উদ্যমহীন আমি ঘুমন্ত প্রায়
শিকারীর মতা বল্লমে ঠিক এফোঁড় ওফোঁড় করে
আমাকে জাগায় মাঝে মাঝে এসে যেন সে পরিত্রাতা।
দেখেছি কবিতা তাকে ভালোবাসে তার বলিষ্ঠ বাহু
বিশাল বুকের আয়তন দুটি পুরুষালী দৃঢ় জানু
ভীষণ ধারালো বল্লমে ঢুকে যেতে স্নেহার্ত স্থির
আমি জেগে উঠি জেগে ওঠে তার ঘুমন্ত সব শিরা
আমাকে লেখায় ঋষি বশিষ্ঠ অত্রি ও অঙ্গিরা।

তোমার হাতে

মাঝে মাঝে মনে পড়ে কষ্ট হয় চোখে আসে জল।
এত নষ্ট যুগে কেন, ভালোবাসা, জড়মাংস ছেড়ে
সত্তাকে আচ্ছন্ন করো ব্যথিত বিষণ্ন করো মন?
একদিন মুছে যাবে এ পৃথিবী সৌরলোক থেকে
একদিনে এ আকাশ কোনোকিছু মনে রাখবে না
তবু কেন মনে হয় শেষ নয় এ প্রেম অশেষ
এই ধুলো বালি জীর্ণ ছেঁড়া পাতা সব যেন সোনা
সমূহ সংসার থেকে উঠে আসে আমারই বেদনা
আমারই আনন্দ কাঁপে ঘাসফুলে পাখিটির চোখে
মাঝে মাঝে ভেজা চোখে তবু ভাসে বিশ্বাসের ছবি
মনে হয় নষ্ট নয় সবকিছু ঠিক আছে দু'হাতে তোমার।

একদিন

যে কথা বলেছি তার অন্তর্নিহিত অর্থ ছিল।
সত্য ছিল, সত্য, যাকে বালির ঈশ্বর বলে লোকে।
তাই তারা পড়ে আছে পথের ধুলোয় জলে ঝড়ে
তাই তারা লেগে আছে ডানার শিকড়ে জলে ঝড়ে
তাই তারা ভেসে যায়নি ভেঙে যায়নি হাসির গমকে
গ্রীষ্মে পুড়ে শীতে কেঁপে চেয়ে আছে স্থির
একদিন কেউ এসে হাতে তুলে নেবে বলে আছে
একদিন কেউ এসে ভালোবাসবে বলে জেগে আছে
একদিন একজন এসে নিষ্ঠুরকে সরাবে বলেই
সুন্দরের ধ্যানে তার কাটে অন্ধকার দিন রাত।

যে কথা বলেছি তার অন্তর্নিহিত অর্থ ছিল।
সাধ্য কি ডিঙিয়ে যায় নদী তাকে বাঁকে তার পথ
পাথর লজ্জায় দ্রুত ঢালু হয়ে নেমে যায় জলে
আকাশ অনেক ঊর্ধে উঠে যায় রক্ত ফেটে পড়ে জবাগাছে
সন্ন্যাসী গার্হস্থ্য খোঁজে পড়ে থাকে বানানো আশ্রম
যে কথা বলেছি তার চূড়ায় চূড়ান্ত ভয় করে
মানুষ একদিন ঠিক জেনে যাবে কার নাম লেখা ছিল হাড়ে
কে নোংরা করেছে আহা সুন্দরের সহজ শরীর।

দুপুর

আমার দুপুরগুলি কেড়ে নেয় ছেলেমেয়েদের ক্লাসগুলি
জানালায় জানালায় ধূধূ মাঠ প্রান্তর পাহাড়
দেখা যায় না একটি ছোট দুঃখী নদী পাহাড়ের পাশে
শোনা যায় না একটি ছোট ঝর্ণাধারা কথা বলে যায়
ব্ল্যাকবোর্ডে তখন দ্রুত কজিটো আরগো সাম লিখি
কগনেট অবজেক্ট কাকে বলে? ইউ স্ট্যান্ড আপ স্ট্যান্ড আপ
অথবা টলস্টয় বলি আই লাভ ওয়াটার ওয়াটার লাভস মি
ঘণ্টা বাজে মাঝে মাঝে ঘণ্টা বাজে বিকেল অবধি
বিচিত্র দুপুরগুলি মুছে নেয় গাঢ় নীল ডাস্টারে আকাশ।

রূপ

তোমার জন্যে সময় নেই একথা বলবো না।
আমার ভিড় ভর্তি বাসে ফাইভ থেকে টুয়েলভ ক্লাসে
মুদিখানায় রেশন শপে আনাজপট্টিতে
তোমাকে নিয়ে ঘোরাঘুরি তোমাকে নিয়ে সব।
তথাপি যেন কোথায় নেই; কোথায়? আমি পাই না খেই
বুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকো ঈশ্বরীর মতো?
দিনের মধ্যে একটি বার সামনে তুমি বলে আমার
যেমন ভাবে ভবতারিণী রামকৃষ্ণের কাছে
দিতেন দেখা, তেমনি একা, কবিতা, তুমি না দিলে দেখা
কষ্ট করে বাঁচার স্বাদ কোথায় এ জীবনে?

নচিকেতা

যেকোনো মুহূর্ত থেকে শুরু করা যায়
অনেক গিয়েছে জানি কিছু তো রয়েছে
সেটুকু এবার বক্ষপঞ্জরের থেকে
তুলে এনে ছড়াবার সময় হয়েছে
অনেক নিয়েছ শুষে এবার বিলাও
কিছু দিলে সিন্ধু হয়ে ফেরে
কে বলেছে আলো নেই প্রেম নেই আজ
বিশ্বাসের ছবি রোদ দেখায় হঠাৎ
প্রতিদিন আশা আনে ভালোবাসা আনে
মাটি আর আকালের পুরানো পৃথিবী
দু'হাতে বিলায় ছায়া ফুল ফল গাছ
জীবনের গান গায় ডানা মেলে পাখি
মানুষের সম্ভাবনা শিশুর মুঠোয়
মানুষের স্বপ্ন নবজাতকের চোখে
মানুষের সত্য মানে নচিকেতা; তুমি
ফিরে এসো যতটুকু বাকি আছে হাতে
তোমার জন্মের কোনো শেষ নেই জেনো
শেষ নেই আমাদের হাজার মৃত্যুও।

তীরে

মনে হয় কোনোদিন দেখেছি তোমাকে
তার কোনো স্মৃতি নেই অশ্রুবাষ্প আছে
হৃদয় আকাশে তাই এত মেঘ এলোমেলো হাওয়া
আমার তো বৃথা আসা যাওয়া
তবে কেন বৃষ্টি, তুমি ভিজিয়ে দিয়েছ এ জীবন?
তুমি কেন মনে রাখো আমাকে এমন?
পিছু পিছু এত দূর সঙ্গে সঙ্গে এলে বিষণ্ণতা!
আর কোনোদিন আমি তাকাবো না ও-মুখের দিকে
অভিমানগুলি ঢেকে দিয়েছে সৈকতে সাদা বালি
এখন দাঁড়িয়ে আছি তীরে একা খালি
আমার পায়ের তলে ভেঙে পড়ে ঢেউ আর ফেনা।

জবা

আমাকে এমন সর্বস্বান্ত হতে দেখে
তোমরা যেয়ো না চলে—
এ আমার ভুল
এ আমার অভিশপ্ত জীবনের মূল
শুষে নেয় দুঃখ কষ্ট।
তোমরা দাঁড়াও।
দেখ কত নিচু হয়ে ফুটে আছে জবা।

ইচ্ছে

আর একটু ব্যাকুল হলে ভালো লাগত আর একটু কাতর
নিস্পৃহ নিথর জলে স্নান করতে সংকুচিত হই
আর একটু চঞ্চল হাওয়া আদিমতা নিয়ে আসত যদি
এই মনে এই মনে এ রাত্রি নদীতীরে, যদি এই চাঁদ
আর একটু উন্মাদ হয়ে কাঁটা দিতো দিগন্তের বুকে
যদি দস্যুতার থাবা আর একটু গভীর হত নিস্তেজ সত্তায়
কয়েকটি কবিতা আসতো বেজে উঠতো গোপন বেদনা।

এই যে পিপাসা কণ্ঠ ছুঁয়ে যায় জপমন্ত্র এই মুখ বলে
সর্বাঙ্গে সত্তায় রম্য ব্যথাতুর এর কোনো শেষ নেই জানি
শুষে নেয় সব জল তাতল এ বালুর হৃদয়
তবু ইচ্ছে, যদি আরো আরো তাকে পাওয়া যেত, তবু ইচ্ছে হয়।

আমাকে শেখায়

কবিতাকে মাঝরাতে তুলে দি বন্ধুর হাতে আমি
সে জানে না লিখতে-টিখতে সে জানে না হৃদয়ের খেলা
সে জানে ঘুমন্ত সব শিরা উপশিরাকে জাগাতে
সে জানে শূন্যের চূড়া পাতালের আগ্নেয় গহ্বর
ঝলকে ঝলকে তুলতে গঙ্গাজল জটার জঙ্গলে
কবিতাকে ভালোবাসতে সেই এসে আমাকে শেখায়।

চূড়ান্ত

কবি সব দিতে পারে তবু তাকে উপেক্ষায় ফেলে
কষ্ট দিতে ভালো লাগে? কষ্ট দিতে সুখ হয় এত?
কবি কষ্ট পেলে হয়তো উঠে আসবে একটি কবিতা
কবি কষ্ট পেলে হয়তো ফুটে উঠবে তোমার কুসুম
সেই সব? সে তোমাকে অনেক অনেক বেশি দিতো
কবির হৃদয়ে আছে সসাগরা ধরিত্রীর বিভা
তোমাকে উৎসর্গ করতে থরো থরো চূড়ান্ত প্রতিভা।

অযোধ্যা

তোমার ভিটে নিয়ে জ্বলে উঠেছে আগুন
ভস্ম হয়ে যাচ্ছে আমাদের আত্মা
কালো হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে বিকৃতি
শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে ঘরে হচ্ছে হিসেব।
তুমিই হত্যাকরী তুমিই হন্যমান
আমি কাকে ভালোবাসবো? আমি কাকে
ডেকে বলবো
শরীর না, নিপাত যাক আমাদের
অপ্রেম
অমানুষিকতা।
শান্ত হয়ে আসে আদিম উল্লাস
স্তব্ধতায় ভেসে আসে
আলফা টু টাইগার ... কলিং লায়ন কনগ্রাটস অল ...
শুধু গড়িয়ে গড়িয়ে যাওয়া রক্তের ধারায়
ভিজে যায় খরা কবলিত পায়ের শুকনো চোখ।

জানে না

কেউ জানে না কেন আর যাই না।
পড়ে তাকে পথ পথতরু পাখির পালক
পড়ে থাকে সাঁকো স্তব্ধ পাথর।

এই ভালো

এই ভালো।
গুটিয়ে নেওয়ার থেকে ছড়িয়ে পড়াই ভালো।
তোমাকে মনে রাখার আর মানে নেই।
আস্তে আস্তে পরতের পর পরত পড়তে থাকবে
উড়ে উড়ে আসে বালি।
আস্তে আস্তে অন্ধকারে ডুবে যাবে সব।

মানুষ

আমার চারপাশে ভিড় করে আসে মানুষ
কথা বলে হাসে কাঁদে গান গায়
গার্হস্থ্য নেয় সন্ন্যাস নেয় রাজনীতিও
ঠাণ্ডা ঘরে গরম ঘরে বসে থাকে মানুষ
অপেক্ষা করে থাকে অপেক্ষা করে থাকে
আর অপেক্ষা করে থাকে—
লুকিয়ে রেখে থাবা লুকিয়ে রেখে শীর্ণ করতল
লুকিয়ে রেখে আত্মার আলো।

পথকে পথ পাথরকে পাথর

লেখা হয় না লেখা হয় না আমার কিছু লেখা হয় না
সেই সব পাথরের কথা সেই সব আগুনের কথা
সেই সব প্রত্নযুগের ফসিলের কথা আদি মানবের গল্প
আমি কি করে বেঁচে রইলাম তার কল্পকাহিনী
কি করে এই আকাশের তলে পথের ধুলোয় শুয়ে আছি
তার কথা আমার লেখা হয় না সময় ফুরিয়ে আসে
তারারা নিষ্প্রভ হয়ে আসে ডুবে যায় চাঁদ
কাঁসাইয়ের জলে ভেসে যায় আমার ঝর্ণা কলম
কাঁসাইয়ের বালু শুষে নেয় আমার সমস্ত শেকড়
আমার ঘুম পায়, ক্লান্ত অবসন্ন হন্যমান আমার সত্তা,
আমার কিছু লেখা হয় না আমার কিছু বলা হয় না
আমার ভয় করে, হে সূর্য, হে পূষণ, আমার ভয় করে
মানুষ সত্যকে গ্রহণ করতে পারে না সহজে, তুমি
আলোকিত করো না সব প্রকাশিত করো না সব কিছু
পথকে পথ পাথরকে পাথর জলকে জল ভাবুক সকলে
আরো কোটি বছর এই ভাবে কাটুক, বেদনায় হাহাকারে
আমি ঘুমিয়ে থাকব তোমার ভিতর আলোর ভিতর
আলোকে কেউ দেখতে পায় না আজও, সেই সব দেখায়
পথকে পথ পাথরকে পাথর জলকে জল।

এখনো

এখনো বিশ্বাসটুকু পাঁজরের তলে ঢেকে রাখি
এখনো দুচোখে অশ্রুবাষ্প হয়ে ঝাপসা হয় প্রেম
এখনো শরণাগতি সংগোপনে নিয়ে যায় কাছে
এখনো ভুলিনি কিছু এখনো তোমাকে মনে পড়ে।

কেউ

কেউ নেই ঘরের ভিতরে
মনে হয় তবু যেন কেউ
শুয়ে আছে বিছানায় একা
কেউ নেই বারান্দায় বসে
তবু মনে হয় কেউ আছে
তাকিয়ে আমার দিকে যেন
একাকী পথের মধ্যে কেউ
দেখা দিয়ে মুহূর্তে মিলায়
যেন পাশাপাশি হাঁটে; তাকে
যখন দেখি ফুটে ওঠা ফুলে
জীবনের অবিমৃষ্য ভুলে
ধুলোয় বালিতে অপমানে
বুকের ভিতর থেকে উঠে
কে ছড়িয়ে গেছে সবখানে!

একদিন

আমাকে যতই ভাঙো অপমান করো নষ্ট করো
তোমার খেলার মজা আর জমবে না।
যতই তাড়াও দূর করো আজ জেনেছি যা তুমি তারো বেশি।
আমাকে কিসের ভয়? আমি কোনোদিন
কখনো গলির বাঁকে প্রতিশোধ নিতে দাঁড়াবো না।
দেখা হবে একদিন। একদিন মুখোমুখি ঠিক দেখা হবে।

প্রান্তর

তেলোভেলোর দুস্তর মাঠে হৃৎকম্প ওঠা ডাক : কে যায়
তোমার মেয়ে গো বাবা

মা, তোমার স্নেহকণ্ঠে ধন্য সেই ডাকাত ঘাতক
ধন্য সে দম্পতি তুমি শয্যা নিলে তাদের কুটিরে
তাদের আশ্রয় দিলে
অহৈতুকী কৃপা—

আমার প্রান্তর শুধু ধূধূ সীমাহীন অন্ধকারে মাগো
এ পথে পড়ে না বুঝি কোনোদিন কোনো কাজ আর?

ভয়

তোমার যে কষ্ট হয়, তবু এত শীতে চলে গেলে!
হাড় হিম হয়ে আসে, বরফের মতো জল বালি ও পাথর
এখানে আগুন ছিল, আমার দুঃখাগ্নি কাছাকাছি
সংসারের আঁচ ছিল জ্বলন্ত তরল নীল নতজানু বেলা
আমাদের দুঃসাহস আমাদের সর্বস্বান্ত খেলা
তোমার কেন যে এত ভয়, এমন পালিয়ে যাওয়া সাজে?
বড়ো শীত, কষ্ট হয়, শীতে খুব কষ্ট হয় জানি
তোমাকে কার্পাস দেব তোমাকে পশম দেব সাধ্য কি আমার
বুকে যে দুঃখাগ্নি আছে নষ্ট নীল ভালোবাসা আছে
সে পারে তোমাকে শুষে নিতে; ভয়, নেই তবে ভয়!

স্বভাব

স্বভাবে হারা পথ বার বার ভুল করি খেলার নিয়ম
অন্তরাত্মা দিয়ে সব শুষে নিই পেটুকের মতো মনোহীন
তুমি তাই ভয় পাও মিথ্যা কথা বলো বলে যাও
তোমার মুখের দিকে তাকাবো না এই ভুল অধিকার করে
কখন স্বভাব; তাই দলহীন চাতুরী বিহীন এই ঘৃণা
ফুটে উঠে ফুল হয়ে টবে টবে আদিম বিষাক্ত তীব্র লাল

অলিখিত

যে কবিতাটি এখনো লেখা হলো না বলে কথা বলি হাসি
স্কুলে যাই পড়াই বাজার করি আড্ডা দিই
ভালোবাসি ঘৃণা করি
জ্বলে উঠি নিভে যাই
উড়ে বেড়াই পুড়ে বেড়াই
ধর্মে অধর্মে অবাধে স্পর্শ করি মর্মমূল
যে কবিতাটি এখনো লেখা হলো না বলে মরে যাই বেঁচে থাকি
আর মরে যাই
আর ভার গ্রহণ করি মানবপুত্রের মতো
তারই আনন্দ তারই আগুন
গার্হস্থ্য আর সন্ন্যাসকে এক মুঠোয় রাখে
অবসানহীন খিদেয় আর তৃষ্ণায় ঝড়ে পড়ে।

শূন্যপুরাণ

“পাথর, দেবতা ভেবে বুকে তুলে ছিলাম, এখন
আমি তোর সব কথা জানি”—শঙ্খ ঘোষ

প্রকৃতি রহস্যে রাখে তাই তার মায়াজাল মোহজাল এত
সমস্ত জানার পথে পদে পদে বাধা আর বাধার পাহাড়
তবুও পাহাড় ভাঙে মায়াজাল ছিঁড়ে ফেলে কেউ
আর খুব একা হয় একা হয় খুব বেশি একা হয়, তার
দেবতা পাথর হয়, পাথরও দেবতা হতে পারে
কাকে সে বুকের থেকে ফেলে দেবে? ভালোবাসা ঘৃণা
কাকে সে কোথায় তুলে ফেলে দেবে? মাটি ও আকাশ
যেখানে রয়েছে মিশে সেখানে কি কিছু নেই কোনো কিছু নেই?
তাহলে তরঙ্গ কেন খেলা করে শূন্যের ভিতরে!

ধ্যান

ধ্যানের পরিধি বেড়ে গ্রাস করে শুষে নেয় সব
হাজার দরজা কেন খুলে যায় আলো ভেসে যায়
পাপীর মুখের টুকরো পুণ্যবান মুখে এসে জুড়ে
সন্ন্যাসীর সবটুকু গৃহীতে প্রবেশ করে অনায়াসে দেখি
কোথাও বর্জন নেই কোথাও অশুভ কিছু চোখেই পড়ে না
আমি কাকে দোষ দেব? সমস্ত শরীর
যার তাকে ক্ষিধে থেকে তেষ্টা থেকে আলাদা করো না
এমন সহজ আর কোনোদিন মনে হয়নি এমন সুন্দর
স্বপ্নের ভিতরে বড় দীর্ঘকাল হারিয়ে ফেলেছি
নিজের সত্তার বিভা সুন্দরের পরম বেদনা
ধ্যানের পরিধি আজ ছুঁয়ে যায় কোটি বসুন্ধরা
কখনো এমন ছোটো এত বড়ো অনুভব করিনি নিজেকে।

একজন মানুষ

কাল এসে দেবদূত বলে গেল রবিবার রাতে
এখানে আসছেন তিনি।
ঈশ্বর-টিশ্বর নন একজন মানুষ।
তাঁর জন্যে দেবদূত? এবার তাই তো হবে, সেরকমই কথা।
মানুষের জন্যে এসে দেবতারা অপেক্ষা করবেন।
মানুষের জন্যে এসে ঈশ্বর এ-পথ থেকে সে পথে ঘুরবেন।
ইদানিং মানুষের বড্ড অভাব।
তাঁর মধ্যে কি দেখেছি?
তিনি কি বাসেন ভালো আমাকে? বুঝি না
তিনি কি লেখেন চিঠি, মন কেমন করে?
দেখা হয়?
বরঞ্চ সভায়
কবিতারা লুকোয় খাতায় তাঁকে দেখে
তবু রবিবার রাতে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে দেবদূত এসে বসে যায়।

আকাশ

আমার চলে যাবার সময় বিদায় জানায় ছলো ছলো চোখে
আমার ভুলে যাবার সময় নীলে নীলে ঢেকে দেয় সবকিছু
আমার ভেঙে যাবার সময় তারায় তারায় টুকরো টুকরো হয়
আমার অপমানের সময় মাটিতে মিশে যায় নেমে এসে
আমার ভালোবাসার সময় হৃদয়ে এসে প্রবেশ করে অবাধে
আমার ভালোবাসার বেদনায় ভাষাহীন নির্বাক রোদনমৌন তার মুখ
আমার না লিখতে পারার কষ্টে কি গহন গম্ভীর উদাসীন তার ধ্যান
আমার বেঁচে থাকার আমার বেঁচে থাকার মাটিতে তার অভিমান লুটোয়।

ভার

স্থির বিষয়ের দিকে যেতে যেতে ভুলগুলি ঘটে
অসামান্য দাহ নিয়ে পোড়ায় প্রারব্ধগুলি আর
পৌত্তলিক সংস্কার ভাঙে তার নিরঞ্জন মুখ
আমাকে শেখাবে বলে ভালোবেসে ফোটে কটি জবা।
এই কটি পংক্তি লিখে অর্থহীন মনে হয় তাই
কাটাকুটি করি শব্দ, কি জানাতে চাই যে তোমাকে
সঠিক জানি না, ভার শুধু ভার, ভাগ দিতে চাই
শুশ্রুষার করতলে, হে জীবন, সহস্র জন্মের মৃত্যুময়
আজ বড় ভার লাগে : প্রণামের সঙ্গে রেখে যাই
দুটি নীল পদতলে আমার পাঁজরতলে ঢাকা
কামনার লাল পদ্ম সহস্র দলের তুমি নাও
অনন্ত জন্মের ভার হাল্কা এই আজ একটু কেঁদে।

এসো

পৃথিবীতে বহুদিন ভালোবাসা নেই। তুমি এসো।
বহুদিন করুণায় দ্রব হয়ে নদী নেই। এসো।
অনেক অনেকদিন ত্রাণহীন খরাকবলিত চেয়ে আছি।
ক্ষমা করো আমাদের সহস্র সহস্র অপরাধ
অনাথ বালক যদি ভুল করে ক্ষিধের জ্বালায়
আগুনের টুকরো খায় জ্বরে কাঁপে শীতে কাঁপে, তুমি
কাছে এসো। অভিমান চাপা রাগ দু'হাতে সরাও
বহুদিন প্রেমহীন তুমি এসো তুমি তুমি এসো।

সত্তা

আমি প্রেমে বেঁচে আছি আমি প্রেমে মৃত্যু থেকে রোজ
নতুন নতুন জন্ম লাভ করি অপমানে আঘাতে আঘাতে
এই অন্ধকার ক্লেদ হাতে পেতে বুক পেতে নিতে
তাই এত নিঃসঙ্কোচ তাই আমার ঈশ্বর এমন
বীভৎস লোলুপ খুবলে খেয়ে নেয় সমস্ত বিশ্বাস
তবু তাকে শয্যা দিই প্রাকৃত পৃথিবী ছিঁড়ে ফুল
মাঝে মাঝে এই চোখ হৃৎপিণ্ড বধির চেতনা
তাকে ভালোবেসে কাঁদি জন্মভোর শাদা সিক্ত পথে।

ভুল

মাঝে মাঝে দেখি তুমি নিজেই হয়েছো অভিমান
আমাকে আড়াল করছ, আমি টুকরো টুকরো হয়ে যাই
ওষধিতে বনস্পতিতে;
দেখি মাঝে মাঝে বন্ধুত্বের জলে
দুঃখের বিপুল নদী প্রবাহিত বিষে অবিশ্বাসে
স্নান হয় না পান হয় না তীরে তীরে তৃষ্ণার পাহাড়;
এত বেশি প্রয়োজন যে তোমাকে সামগ্রীর মত চাই বলে
এমন অভ্যস্ত জীর্ণ ধ্যান;
তুমি কোনো মতে আমাকে শেখাও
তোমাকে দেখার দৃষ্টি ওষধিতে বনস্পতিতে
এ ভুলের ফুলগুলি ঝরুক তোমার নীল নিবিড় টলমল পদতলে।

আমার আনন্দ

আমি অনেক চেষ্টা করেছি অনেক কষ্ট করেছি
কিন্তু কিছুই করতে পারিনি
তুমি তাকালে না আমার দিকে, চলে গেলে
আমি তোমার ভালোবাসার যোগ্য নই
এই শীতে চাদর লেপ তোষক কি গরিবের থাকে
সে শুধু এক চিলতে রোদ্দুর নিয়ে সুখে থাকুক
ভিখিরী যদি রেলভাড়া চায়?
আমি ঠায় দাঁড়িয়েই আছি নিঃসঙ্গ
তুমি এই পথে হেঁটে গেছ তুমি এই প্রান্তরে এসেছিলে
ধুলোতে বালিতে ছেঁড়া পাতায় দাঁড়িয়ে
তাই আমার আনন্দ।

এখন আমাকে

একজন যেখানে খুশী চলো যাই
যেদিকে নিচু গড়িয়ে যাই সেদিকেই
চোখের জলের মতো
শীতের রাত্রির মতো অভিমানের কুয়াশা
এখন কেউ আমাকে ফিরে আসার কথা বলে না
চিঠি আসে না তেমন
যাতে উদ্বেগ আর প্রার্থনার হাত ধরে
আমাকে কোথাও যেতে না দেবার কথা বলে
ভাঙাচোরা বর্ণমালা।

তুমি জানো না

তুমি জানো না কেন এই বিকেলে সমস্ত আকাশ
এত মেঘে মেঘে ঢেকে যায়
কেন এত পাতা ঝরে পড়ে পথে পথে
প্রান্তরে গড়িয়ে যায় কুয়াশা
মন কেমন করা এই বিকেল বুকের ভিতর থেকে
ছড়িয়ে পড়ে নদীতে পাহাড়ে
ছোলাডাঙার নিঃসঙ্গ প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থের ডালপালায়

জাগাতে

আমাকে জাগাতে আসে দুঃখগুলি ঠিক চিনে চিনে এই বাড়ি
দরজায় চকখড়ি দিয়ে লিখে রাখা 'বাইরে' ওরা দেখেও দেখে না
সটান ভিতরে আসে যে যা পারে টেনে নিয়ে বসে পড়ে আর
আমার একটাও কথা কানে নেয় না শোনে না কিভাবে গেছে দিন
দেখে না কালশিটে দাগ চোখের তলের কালি শীর্ণতা বুকের পাঁজর
আমি কি জাগব রে ভাই ঘুম আমার বহুকাল ডুবে গেছে ঝড়ে
স্বপ্ন গেছে জলে ভেসে সম্ভাবনা গেছে, শুধু শুকনো ব্যর্থতার নদী
বালির চিতায় জ্বলে আমি তার তীরে বসে থাকি একা একা।

ধর্ম

তোমরা সবাই ব্যবহার করতে চাও ধর্মকে
গুহায় নিহিত তার তত্ত্বকে বাজারে বিকোতে ব্যস্ত
এই সুযোগ এই পৌষমাস সমানভাবে শুষে নিচ্ছে
সন্ন্যাসী ও গণনেতা সন্ত্রাসবাদী ও ধান্দাবাজ
জ্বলে উঠছে চিতা উড়ে পড়ছে অগ্নিকণা ভস্ম
ছায়ামূর্তিরা প্রেতায়িত নাচ নাচছে ঝনৎকার তুলে
বিবৃতিতে বিবৃতিতে ভরে যাচ্ছে দেশ ধান খেত গ্রামের দীঘি
ধর্ম ঝরে পড়ছে মজুরের কালঘামে কৃষকের মাটিমাখা দেহ থেকে
দুঃখী বউটির একবেলা খাওয়া শীর্ণ হাসি থেকে
ঝরে পড়ছে বেকার যুবকের জীর্ণ পাঞ্জাবীর হাতায়
বাঁকুড়া পুরুলিয়ার খরাকবলিত প্রান্তরের জ্যোৎস্নায়
তোমরা ছুটে চলেছো অযোধ্যায় আস্তিন গুটিয়ে
দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকায় ধর্ম হেসে উঠছে ভিখিরীর তোবড়ানো বাটিতে
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর বানানো
পাণ্ডুর সব কবিতায় কবিতায়
পৃথিবীর মানুষের সমস্ত লোভে লালসায় হাসিখুশিতে

ছোলাডাঙ্গা ও চোদ্দশ সাল

আমি তো ‘তেরশ’ দেখেছি কিভাবে তাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে গেছে
‘চোদ্দশ’ তুমি শবদেহ তার সৎকার করো শুধু
‘পনেরোশ’ এলে তারপর হুহু ‘ষোলোশ’ ... সতেরো ধূধূ
কেবল কুড়োই শাদা কটি হাড় কবিতায় ছাই বেছে।

অগ্নিশুদ্ধ

অগ্নিশুদ্ধ করে নিতে এই খেলা আগুনের খেলা?
আমাকে কে স্পর্শ করবে বিদ্ধ করবে কোন পাপ! শুধু
সহস্র ধারায় ঝরে এই দেহ এই পিপাসার্ত দেহ মন।
আমি কি কখনো লোভে ফিরে দেখি গিয়ে ছুঁয়ে দেখি!
তোমার শরীর কই মা কই হে তত্ত্ব দুর্গম তত্ত্ব পুঁথি
হাজার নিংড়েও শুষ্ক; মেঘে মেঘে বেলা যায়, ঢের
সময় বয়স্ক করে সময় নির্মোহ করে সময় সমস্ত ঢেকে যায়
ভেসে যায় গ্রাম নদী ডুবে যায় গ্রাম নদী জেগে যায় গ্রাম
নদী নিয়ে যায় তাকে পাড় ভেঙে আবর্তে বাজিয়ে করতালি
কোথায় আগুন? কই খেলা-টেলা? একবার ছুঁতে চায় খালি
তোমাকে আত্মার নীল, ছুঁতে চেয়ে ব্যঞ্জনাবিহীন শূন্য হয়।

কখনো সে

আজ আর ফিরবো না, অন্যভাবে করেছি যে শুরু
এপিটাফগুলি থাক, ক্ষতচিহ্নগুলি থাক সব
আমার হওয়া না হওয়া নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই
ভালোবাসা ঘৃণা রাখি জীবনের একটি মুঠোয়
আসক্তি ও নিরাসক্তি জলের ফোঁটার মতো কাঁপে
জীবনের কাছে বহু ঋণ ছিল, প্রায় পরিশোধ হলো, তাই
যত দূর চোখ যায় এত নীল সুন্দরের শূন্য নিরঞ্জন
আর অধিকারহীন ধর্মে এত কোলাহল প্রেতায়িত ছায়া

আজ আর ফিরবো না, পরিচয়হীন পথে পথে
এইভাবেই যাই, সেই ভেতরের বিষণ্ণ বালক অভিমানে
পালিয়ে যাবার জন্যে কতোদিন ফেলে এসেছিল তার গ্রাম
তার কি বয়স বাড়ে? চিবুকে কি লেগে থাকে পাপ?
এপিটাফগুলি থাক : 'সে' কখনো হাওয়া খেতে যদি আসে রাতে।

লেখা

যেভাবে পাতাটি যায় প্রান্তরে ধুলোয় পথে পথে
নদী যায় মেঘ যায় বৃষ্টি যায় শীত গ্রীষ্ম যায়
সে রকম অভিমান; দু'পাড়ে অজস্র ভুল ভয়
জীবনের জটিলতা—আমার জন্ম ও মৃত্যুময়
আর ছদ্ম যবনিকা : যা লিখি তা ভুল
যা লিখি তা উড়ে যায় প্রান্তরের পাতার মতন।

সুখ দুঃখ

কবি হবো বলে এতো দীর্ঘ দিন লিখিনি কিছুই
কবি হতে চেয়ে দরজা বন্ধ ঘরে গেছে দিনগুলি
ততক্ষণে মেঘে মেঘে পত্রে ও পল্লবে ফুলে ভরেছে কবিতা
প্রেমে অভিমানে সব ছেয়ে গেছে সসাগরা ব্যাকুল পৃথিবী
কবি না হবার দুঃখে বৃষ্টি ঝরে কবি না হবার সুখে ঝরে
বৃষ্টির আনন্দ আর বৃষ্টির বেদনা দিনরাত।

অপরাধ

না জানাই পাপ; আমি পুণ্যলোভী; লোভ ভালো না
তারই অপরাধে ব্রাত্য; সংঘ থেকে বিতাড়িত; প্রেম
আমি যদি ঢুকে পড়ি লোভে আর অভ্যাসবশতঃ
তোমার গোপন কক্ষে? দেখে ফেলি? খেলার নিয়মে
আমাকেও কিছু দেবে : এমনকি পেছনে আততায়ী।

পাতাল

আমি কোনো দুঃখ ভুলে যেতে এই নেশাগ্রস্ত নই
আমাকে পাতাল থেকে ডেকে ওঠে আতুর পিপাসা
ক্ষিপ্র পায়ে নেমে যাই ভেসে তাকে আত্মা শুধু জলে
আমাকে ফেরাবে বলে আমাকে সহস্রবার ক্ষুধায় তৃষ্ণায়
খাদ্য ও পানীয় দিতে অন্ধকার রাত্রির পাতালে।

কলেজ স্ট্রীট

আমি বেজে উঠি বলে তুমিও কি জানালায় এসে
দাঁড়াবে, তাকিয়ে দেখবে ভেসে যায় বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে
রোমাঞ্চিত পৃথিবীর বাস ট্রাম প্রান্তরের ঘাস?
কলেজ স্ট্রীটের সেই রেলিঙে পুরনো বই দেখতে গিয়ে কেউ
ফেরাতে কি পারে আর পঁচিশ বছর আগেকার
কবিতার সে বিকেল সে দুপুর জ্বরের ঘোরের মত রাত!

ততদিনে

"তারপর?"
চোখ তুলে প্রশ্নের সজল নীল ঢেলে দিল প্রান্তরের ঘাসে
যে মেয়েটি পাশে তার সদ্য যুবা বিষণ্ণ সন্ধ্যায়—

পঁচিশ বছর পরে ছবি হয় গান হয় কবিতাও হয়
মেয়েটি ও সে যুবক—
চারপাশে বেড়ে ওঠে ততদিনে ঢের গাছ চতুর ও তীক্ষ্ণ কাঁটালতা।

গিরিমহারাজের জঙ্গলে

যে অনুভবের কথা লেখা আছে মাটিতে তোমার
যে অনুভবের কথা গাঁথা আছে তোমার আকাশে
আমি তার রোমাঞ্চের স্পর্শে কাঁদি কেঁদে কেঁদে ফিরি
বাউল বাতাস এসে হেসে ওঠে গিরি-মহারাজের জঙ্গলে।

অপমৃত্যু

ভালোবাসতে পারছি না আর
কোথায় গেল সেই দুচোখের
অন্ধ ব্যাকুল তৃষ্ণা আমার!
ভালোবাসতে পারছি না আর
সেই দু'বাহুর উদ্দামতা
আর হাতে নেই
সেই সারাদিন সেই সারারাত
আর কিছু নেই কেবল তুমি
আর কিছু নেই
বেজে উঠতে পারছি না আর
স্পর্শে তোমার কষ্টে তোমার;
নষ্ট আমার পৌরুষত্ব!
ভালোবাসতে পারছি না আর
ভালোবাসতে পারছি না আর
এই তো মৃত্যু অপমৃত্যু।

পলাশ

তোমার কি মনে পড়ে? তোমার কি কষ্ট হয় কোনো?
তুমি পারবে ভুলে যেতে? সে কি মনে রেখেছে তোমাকে?
এসব প্রশ্নের নীলে জর্জরিত আকাশ মাটিতে নেমে আসে
যখন দিগন্তে ফোটে রক্ত লাল পলাশ ফাটিয়ে তার বুক।

গ্রহণ

সূর্যকে রাহু গ্রাস না করলেও
আজ গ্রহণ।

আজ জাহ্নবীর জলে স্নান করছে
অনেক আত্মাহীন দেহ
আজ সরযূর জলে স্নান করছে
অনেক আত্মাহীন দেহ।
লুটিয়ে পড়ছে তীর্থে তীর্থে
ভারতবর্ষের পুণ্য মৃত্তিকায়
খানায় খন্দে।
খোল করতাল জগঝম্প বাজছে
গ্রহণের সময়।

মধ্য যৌবনের সূর্যকে রাহু গ্রাস না করলেও
চাঁদের ছায়া পড়েছে
তাই অন্ধকার
নির্মেঘ নির্মল আকাশ থেকে
নেমে এসেছে অন্ধকার
এখন রামনামের সময়

ওদিকে একুশ শতকের
শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে ঘরে
হইস্কিতে চুমুক দিতে দিতে
দুলে দুলে উঠছে
গেরুয়া গম্ভীর শরীর / হিসেব নিকেশের গণিততত্ত্বে।
আয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে
তাৎপর্যে ও তৎপরতায়

অফসেট গিলছে
মৌলবাদ তত্ত্ব।
গ্রহণের অন্ধকারে
এই সবের ভেতর
আমরা বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছি গ্রামে
আমাদের পাশে উড়ে যাচ্ছে পাতাছেঁড়া অসহায়
ভারতবর্ষের ইতিহাস।

বসন্ত

আবার
পাগল করে দিলে আমায়
বসন্ত!

তোমার
রক্তরাগে সিক্ত ধুলোর
বসন তো

আমার
অনেক দিন অনেক রাত
ঢেকেছে

তোমার
রক্তাশোক-অরণ্যেরা
মেলেছে

আমার
অন্ধকার যন্ত্রণার
আনন্দ

আমি
নিয়েছি কার ভালোবাসার
সনদ?

তোমার?
আমি দু'হাতে তাই
ছড়াবো

তোমার
আকাশে আর বাতাসে আর
ওড়াবো

জয়ধ্বজা
বসন্ত, আর কোথাও যে হার
মানবো না

তোমার
প্রেমে পাগল অনন্তকাল
বসন্ত।

কাল

তোমাকে খড়ির দাগে মেপে রাখে তবুও মানুষ
হে অনন্ত, তুমি তবু ধরা দাও দশকে শতকে
মানুষের কাছে, যাকে লালন করেছ শূন্যে জলে
হিসেব নিকেষহীন, ফুটে ওঠো পাত্রে ফুলে ফলে
মাটির সংসারে তার দুঃখে সুখে ছোট ছোট আকাঙ্ক্ষায় একা
তোমার বুকের মধ্যে নিয়ে নৃত্যরতা প্রকৃতিকে
অর্ধনিমীলিত চোখে শুয়ে আছ, জটায় গঙ্গায়
মাটির পৃথিবী ভাসে শস্যে জলে সূর্য ঘিরে ঘিরে।

ওই পথে

এক একটা লোক ওই পথে যায় তবু
ওই পথে যায় নিচু মাথায় একা
বাবলাবনে সেই ফিঙে আর থাকে!
নদীর পাড়ে এখনো সেই বিকেল!
এক একটা শোক সারাজীবন একা
বৃষ্টি পড়ে কেবল ঘরে জোরে
যখন ভেসে যায় রাত ভেসে যায় তার
দুঃখী রাতের গভীর অন্ধকার
এক একটা শোক সারাজীবন ভোরে
সূর্যোদয়ের জন্যে উঠে তাকায়
ওই পথে তার ফুরোয় জীবন মরণ!

কবিতা

আমি তো কখনো রচনা করিনি তোমাকে।

তাহলে কিভাবে এ আবির্ভাব হলো?
এত বসন্ত একসাথে এত আগুনের
ফুলে ফুলে আজ ঢেকে দিলো সব শাখা যে!
ধুলোতে বালিতে ঘাসে ঘাসে আজ রুচিরা
ফেটে পড়ে শুধু তোমার মৌন স্তবকে।
আমি বিহ্বল, এতকাল যাকে খুঁজেছি
ধ্যানে জাগরণে জীবনে মরণে চিরকাল
নিজ বাহুবলে ভেঙে চুরে গেছি উপমা
ছিঁড়ে খুঁড়ে জলে ভাসিয়ে দিয়েছি পয়ারের
ধ্বনি ব্যঞ্জনা মাত্রা ও যতি কবিতার
প্রায় উন্মাদ, চেয়ে দেখ ঘোর কাটেনি
তাই চেয়ে আছি ওই মুখে এত অপলক!
জলে ভেসে যায় হৃদয়ের হিমগুহা যে
কেন ভেসে যায় কেন ভেসে যায় হাহাকার
কেন ভেসে যাক বহু অপমান বেদনা
বহু গ্লানিময় দুপুরের নীল অসহায়
এসেছি ও গেছি সফেন লহর লহরী
তোমাকে খুঁজেছি প্রাকৃতে ও অপ্রাকৃতে
বীভৎস এই পৃথিবীর ধুলোবালিতে
দেখেছি কি ছিলে এরই ভিতরেই লুকিয়ে
দেখেছি তবুও কখনো চিনতে পারিনি!
আজ যদি এলে অসময়, করো রচনা
আমাকে তোমার প্রেমের ভাষায় কবিতা।

চিরদিন

তখনো ছিল রক্তরাগ উচ্ছ্বসিত মনে
চুম্বনের স্পর্শ কাঁপা বেদনা ক্ষণে ক্ষণে
স্খলিত ছিল অন্ধকার বাতাসে মধুমাস
আকাশে আঁকা স্মরণে বাঁকা আহত ভ্রূবিশাপ
দু'চোখে ছিল তোমার মুখ দু'হাতে তুমি ছিলে
সময় ছিল ব্যাকুল নীল গোপনতম তিলে
ছিল না ঢেউ নদীতে কেউ আকাশ ভ্রূকুটিতে
রটিয়েছিল যে চাঁপা তাকে তোমাকে ভুলে দিতে
যে কবি হেঁটে গিয়েছে পথে পাগল দিশেহারা
তুমি কি তাকে চিনিয়েছিলে রুচিরা খেলাচ্ছলে
ভাসিয়েছিলে আগুনে দেহ এ মন কালো জলে
তখনো ছিল ঋষিরা জেগে কোথাও কোনো নদী
চুম্বনের স্পর্শে শুধু কেঁপেছে নিরবধি
ভেঙেছে বুক আগন্তুক বেদনা রমণীয়
তখনো ছিল অন্ধকার যমুনা ছিল প্রিয়।

এখনো দেখ রক্তাশোকে সাশ্রু ব্যথা জ্বলে
এখনো মন কেমন করে ও নীপবন তলে
এখনো ঠিক অবশ হয় আঙুলে কারো বীণা
প্রদীপ নেভে একটি ফুঁয়ে ওষ্ঠে তারই কিনা
বাতাস বয় আকাশময় তারারা গাছে পাখি
একাকী বড়ো একাকী বড়ো একাকী, একা নাকি?
আছে তো চাঁপা আছে তো নদী আছে তো পথতরু
রেতের শাখা বিদিশা নীপ ময়ূর মায়া-মরু
ছুঁয়েছে মন সারাটি ক্ষণ তোমাকে কতোদিন
এখনো তার প্রারব্ধের অপরিশোধ ঋণ।

এখনো কাঁপে যমুনা ডাকে আমাকে ডাক নামে
রক্তরাগে গোপনে গোপবধূরা এসে থামে
তখনো ছিল এখনো আছে অনিঃশেষ, শুধু
বরণ করো খেয়ালে যাকে সে শোনে সব, ধূধূ
মরু জীবন বাঁশিতে কাঁপে, সলাজ মণিদীপে
এখনো তুমি নূপুর খোলো ফোটাও নত পাপে
হলো না বলা হয় না বলা যায় না ভালোবাসা
তোমাকে : শ্লোকে মুক্তি পায় যন্ত্রণার ভাষা।

কাছে দূরে

এই যে একটু দূরে আছি এই ভালো এই বেশ ভালো।
কাছে গেলে, খুব কাছে গেলে চোখে পড়ে
অনেক মানুষী ত্রুটি চূর্ণলতা পাপ।
খুব কাছাকাছি থেকে দেখেছি যেমন তুমি চুরি করছ গৃহীর শয্যাকে।
সেই দৃশ্য ভেঙেচুরে দিয়েছে জীবন
প্রলুব্ধ করেছে চৌর্য প্রবৃত্তিকে রোদ।
এখন জেনেছি কাছে দূরে বলে কোনো কিছু নেই।
তুমি আছো আমি আছি নিঃশ্বাসের প্রশ্বাসের মতো।

মুখচ্ছবি

আমার শুধু মুঠোয় ধান
পাঁজর তলে জল
দু'পায় ধুলো জামায় ঘাম
আমার নেই দল

দুপুর যায় খরায় যায়
বিকেল নীল ত্রাসে
বিশ্বাসের জমিটি কেড়ে
বর্গাদার হাসে

এখন শুধু শুকনো ঘাস
এখন শুধু বালি
বশংবদ এ করতল
দিচ্ছে হাততালি

রঙ্গ জমে হায় রে দেশ
ফুরোয় দিন রাত
স্বপ্নে দেখি লক্ষ কোটি
শীর্ণতর হাত

জীর্ণতর সত্তা নীল
বিদ্যুতের মতো
টুকরো করো গণ নেতার
মুণ্ড ধড় যত

স্বপ্নে দেখি আমার সেই
ছোট্ট ছোলাডাঙা
মরাইয়ে ধান পুকুরে হাঁস
মধুটি চাকভাঙা

আমার দুটি মুঠোয় ধান
পায়ের তলে মাটি
সন্ধেবেলায় চাঁদের মুখ
সুধায় জামবাটি

দুঃখ সুখ ঘুমোয় শুয়ে
বিশ্বাসের কাঁথায়
শিশির জমে মুক্তো হয়
ঘাসের বুকে মাথায়

আমার শুধু কষ্ট হয়
দিয়েছে দেখি সবই
কিছুতে আর হয় না ঠিক
তোমার মুখচ্ছবি।

কাঁসাই

আজ সারারাত সাতটি ঋষি-তারা
রইল জেগে কাঁসাই নদীর জলে
রক্তে এত ভাসিয়ে দিলো কারা
সমস্ত জল আকাশও ভোর হলে!

আজ সারাদিন কেটেছে যার মেঘে
উথাল পাতাল বয়েছে যার হাওয়া
ও নদী, ওর সমস্ত উদ্বেগে
ছিল কি একবিন্দু কিছু পাওয়ার?

ভগ্নাবশেষ কাঁপছে করতলে
সাতটি ঋষি সাক্ষী আছে ওর
রক্ত আছে কাঁসাই নদীর জলে
দেখাচ্ছে সব আত্মঘাতী ভোর।

চোখের জলের শব্দে

যেন জন্মান্তর সব তবু তীব্র জাতিস্মর মন
অবিস্মরণীয় পথ পথের শহরে অকারণ
হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয় এখনো, ফুরিয়ে যায়নি কিছু
কলেজ স্ট্রীটের সব শব্দ ঢেকে কেউ ডাকলে পিছু!
কেউ না। অমিতা নয় অনিতা ও অভীক উৎপল?
কে কোথায়? জানো তুমি গোলদীঘির অন্ধকার জল?
দ্বারভাঙা বিল্ডিংস, তুমি সেই গ্রাম্য যুবকের দিন
রাখোনি ডি.বি.-র ক্লাসে গ্যালারিতে সিঁড়িতে প্রাচীন?
কফির টেবিলে কোনো মগ নেই? সিগারেটের ছাই?
পুরনো বইয়ের গন্ধ ভেজা লন সমস্ত ছিনতাই?
বোমার টুকরোর মতো রক্তক্ষত, কারো সঙ্গে দেখা হবে আর?
কারো সঙ্গে চোখাচোখি? তমস্বিনী যমযন্ত্রণার
জীর্ণ ভেজা শ্রীগোপাল মল্লিক লেনেও
এখনো অনেক রাতে হাওয়া আসে? ছাদে জাগে কেউ?
আটষট্টির পাতা ছেঁড়া আত্মঘাতী ক্যালেন্ডার ঝোলে
কালের দেওয়ালে আজও তোমার ভেজানো দরজা খোলে
হুহু হাওয়া হুহু হাওয়া উড়িয়ে যে স্বপ্ন সম্ভাবনা
যতো বলি ভুলে যাবো যতো বলি আর তাকাবো না
তবু যেন জন্মান্তর তবু যেন জাতিস্মর
জীবনের গল্প বলে চোখের জলের শব্দে ভরে ওঠে ঘর।

কবিকাহিনী

সময়ের পলি পড়ে ঢাকা পড়ে পথ
ধুলোতে বালিতে ছায় রক্তের শপথ
ভূমধ্যসাগর থেকে ছুটে আসে হাওয়া
জীবন দু'হাত পেতে করে দাবি দাওয়া
ঘরের বেদান্ত তাকে পারে না ফেরাতে
বনে আজ কোনোমতে রিক্ত দুটি হাতে
খরায় বন্যায় যায় ন হন্যতে প্রাণ
কৈশোর যৌবন খায় লুব্ধ পার্টিজান
সন্তানের জন্যে আজ ঈশ্বর পাটিনী
মন্ত্রীর কোটায় চায় হতে আরও ধনী
ধুলোমাথা রাজছত্র ভাঙা সিংহাসন
অসাড় চৈতন্যে স্পর্শ করে না এখন
প্রেমহীন প্রীতিহীন করুণাবিহীন
ডাইনে বাঁয়ে জননেতা শোধ নেয় ঋণ
বোমার টুকরোর মতো দিন যায় আসে
চৌদ্দশ সালের স্বপ্ন চোখে জলে ভাসে
কর্মবিনিময় কেন্দ্রে বিষণ্ণ বেকার
জমি কি বাপের কারো—হাসে বর্গাদার
লুঠ হয়ে যায় নারী শেয়ারের মতো
বন্ধুত্বের ছলে বুকে করে সয় ক্ষত
চতুর হাসির তলে ধারালো ক্ষুরের
খেলা চলে আহাম্মক বোঝে তবু ফের
বাঁধা দেয় ভালোবাসা ছিন্ন কবিকৃতী
এখন এমনি দিন এরকমই রীতি
এমনকি সন্ন্যাসীতে উপযুক্ত মাল
উদ্ধার করেন বেছে ইহ পরকাল
অসমসাহসী কবি স্বপ্ন মাদুলি
হাতে বেঁধে ঘরে তার কপচাচ্ছে বুলি
উড়িয়ে পুড়িয়ে দেয় তার দাবি দাওয়া
শুধু হাওয়া শুধু হাওয়া শুধু হুহু হাওয়া।

চিনেছি

এই তো তোমায় চিনেছি আজ!
তুমিই ছিলে আমার সঙ্গে
ঘর ছেড়ে গিয়েছি যখন
আহাম্মকের মতন রঙ্গে

তুমিই হাতে ধরিয়ে দিতে
অন্ধকারে কঠিন ছুরি
আশ্রমে সেই নামিয়ে ছিলে
চারপাশে সব বটের ঝুরি

আমার উপবাসের সময়
অন্নজলের ব্যবস্থা তো
তুমিই করতে পড়ছে মনে
কেউই তখন ছিল না তো

আমার দ্রোহে ভালোবাসায়
ক্রোধে ঘৃণায় দুঃখে কষ্টে
তোমার ছায়া তোমার মায়া
পবিত্রতায় আমার নষ্টে

এই তো তোমায় চিনেছি ঠিক
তুমিই জীবন দুঃখী গল্প
আত্মঘাতী অন্বেষণে
তামাশা এই কল্প কল্প।

ভুল

তুমি পারো ভেঙেচুরে দিতে
আমি সেই ভগ্নাংশগুলিকে
নিচু হয়ে কুড়োই সাজাই।

তুমি পারো পাঁজর গুঁড়িয়ে
চলে যেতে আমি সেই পথে
হন্যমান আশায় তাকাই।

তুমি পারো নারীকে আমার
তোমার মন্দিরে টেনে নিতে
আমি হই আগুনের ফুল

বিশ্বাসপ্রবণ এ জীবনে
ঈশ্বরের জন্যে বাঁচি
সত্তায় শিকড়ে শুধু ভুল।

যৌবন বাউল

আমাকে শেখাবে বলে এসেছিল সে দেবতা কবে
অবমর্দকের ভাষা পীড়িত মন্থনের ধ্বনি
চৌষট্টি কলায় দক্ষ সে খুলেছে সহস্রটি দল
প্রতিটি নির্ঘাত তার অন্ধকার ছিঁড়েছে সবেগে
দেখেছি শরীরময় আমি সব বহু রাত শিখেছি অনেক
আমার প্রতিভা মতো সাধ্যমতো আগুনের স্রোতে
বহু দূর ভেসে ভেসে, মূর্ছা গেলে, সেই দেবদেবী
ঘাসের জঙ্গলে তুলে রেখে গেছে এ-শরীর কতো।
আমি সে জ্ঞানাগ্নি থেকে সূত্রাকারে লিখে রাখি সব
কোনো প্রেমিকের জন্যে কোনো জ্ঞানতপস্বীকে ভেবে
যে কোনো উন্মাদ এসে স্নান করবে তাই নদী তীরে
পাথরে উৎকীর্ণ রইলো : মধুস্রোত অবগাহনের
আকাশে উৎকীর্ণ রইলো : এই ধর্ম ক্ষুধার তৃষ্ণার
নদীতে উৎকীর্ণ রইলো : যৌবন বাউল।

পদ্ম

সে এসে যখন বসে হাতে নেয় তোমার আঙুল
তখনি বিদ্যুৎবাহি আলোগুলি লজ্জা পেয়ে নেভে
জ্বলে মণিময় দীপ জ্বলে ধাবমান রক্তফুল
শৃঙ্গার খচিত তীক্ষ্ণ তরবারি তুমি তার হাতে তুলে দেবে

যেমনি সে এক লাফে উন্মাদ অশ্বের পিঠে উঠে
অগ্নিঝলকের মতো উড়ে যায় আঁধার ঘূর্ণিতে
এ পৃথিবী ঢেকে যায়, তোমার পা দুটি মাত্র ফুটে
পদ্মের মতন, দোলে, পাপড়িগুলি মেলে দিতে দিতে।

একদিন

সব শান্ত হয়ে আসে শান্তি নেমে আসে একদিন।
তখন সমস্ত নদী নির্জন নীরব হয় সমস্ত আকাশ
নেমে আসে মৃত্তিকার মায়াপটে, আনন্দ-পাখিরা গান গায়
জ্যোৎস্নায় লাঞ্ছনা ক্ষত মহৎ শিল্পের মতো স্থির
সব দুঃখ অপমান মুছে যায় গাঢ় নীল স্রোতে—
অভিমানহীন একা নির্বিকার উদাসীন একদিন দেখা হয় ফের।

একবার

বহু কষ্টার্জিত এই ভালোবাসা তোমাকে দিলাম।
ধরে রাখতে পারো যদি সোনা হয়ে যাবে।
তোমার অঞ্জলি থেকে ঝরে পড়লে ধুলো ও বালির
এ পৃথিবী একবার কেঁপে উঠবে মাত্র একবার।

জবা

কখনো সহসা যদি মনে পড়ে, দেখো, সেই পুরনো আকাশ
কিছুই রাখোনি ধরে। কতো মেঘ বৃষ্টি ঝড় ধুলো
কিছুই রাখোনি ধরে। এই নদী নিরঞ্জন জলে
কিছুই রাখোনি ধরে। শুধু একই টকটকে জবার
ফোটার বিরাম নেই প্রাচীন শাখায়, প্রশাখায়।

শব্দ

কোথায় ছড়িয়ে আছ কোথায় জড়িয়ে আছ আজও?
আমার সময় কম, তার ওপরে আলস্য প্রিয়তা।
তবু কথা দিয়েছি যে, তাই কষ্ট, বিশ্বাস করেই
কৈশোরের নদী তার দুঃখ উন্মোচন করেছিল
একমাত্র জবা শুধু আবার মুখের দিকে চেয়ে ঝরে গেছে
হারিয়ে গিয়েছে পাখি সন্ধেবেলা; কথা দিয়েছি যে
সেই শ্লোকোত্তরা রাত সেই মাঠ সেই বৃদ্ধ অশ্বত্থের কাছে
উপযুক্ত শব্দ পেলে ধরে রাখবো, ফেরাবো আচার
সমস্ত ফুরোনো গল্প সমস্ত পুরনো হীরেগুলি
তাই কষ্ট, নিদ্রাহীন এই রাত্রি উদাসীন বেলা।

বিকেলের কবিতা

সারাটা দুপুর গেছে পথে পথে—
এখন বিকেল।
ঘর থেকে বেরোবো না
বসে থাকা জানালায় একা
শুয়ে থাকব কবিতার বই হাতে একা
দু-একটি বিষণ্ণ স্নিগ্ধ শব্দ নিয়ে
তোমার উদ্দেশে
হয়তো জানাবো অভিমান—
সারাটা দুপুর গেছে—
এ বিকেল বিক্রি করবো না।

এই অভিমান

এই অভিমান টুকরো করে ছড়ায় আমার
এক মুঠো সুখ
এক মুঠো ধান
অনেক কষ্টে উপার্জিত
এই অভিমান গড়ায় আমার
অন্তবিহীন চোখের জন্যে
সজল স্বপ্ন
এই অভিমান জড়ায় জীবন
আসক্তি-নীল শিকড়গাছে
তোমার জন্যে তোমার জন্যে তোমার জন্যে
এই অভিমান
জড়িয়ে রইল জন্মমৃত্যু।

স্মৃতি

এখন ক্ষমার মতো সহনশীলতা নিয়ে থাকি
দূরে বলে কিছু নেই কাছে বলে কিছু নেই আজ
ম্লান হাসি ঝরে যায় যেকোনো আঘাতে অপমানে
গ্রহণে বর্জনে স্থির করতল কেঁপে ওঠে কিনা
এখন জানি না : আমি প্রেমের স্মৃতিতে সব ভুলি
সব দুঃখ সব কান্না প্রেমের স্মৃতিতে ফুল হয়ে
ভেসে যায় সারাদিন সারারাত এখন আমার।

পুনর্বার

এ দেহে সম্ভব নয় আর একবার মাঠে যেতে
অথচ অকূল তৃষ্ণা মাথা খুঁড়ে জোনাকির মতো
সহস্র সহস্র হয়ে বটের ঝুরির মতো নামে
জীবনের কাছাকাছি ফিরে পেতে প্রেম পুনর্বার।

যেকোনো স্বপ্নের মধ্যে

যেকোনো স্বপ্নের মধ্যে আমি ব্যাকুল হয়ে ঘুরে মরি
পথ থেকে পথ সকাল থেকে রাত্রি সারা জীবন
কখনো একা কখনো রেবাকে নিয়ে—
জেগে উঠে স্বস্তি জেগে উঠে শান্তি
স্বপ্ন আমি দেখতে চাই না, তবু ঠিক ঘুমের অভাবে
ঢুকে পড়ে তাড়িয়ে দিয়ে বেড়ায় পথে পথে
আমার স্নান হয় না খাওয়া হয় না গান হয় না—
যেকোনো স্বপ্নের মধ্যে আমার অনন্ত জন্মের হাহাকার
আকাশ ও মৃত্তিকার ব্যবধানে বাজতে থাকে কেবল বাজতে থাকে।

নিষিদ্ধ

ভক্তেরা জানবে না কিছু। শুধু একটি মাধবীর লতা
সাক্ষী ছিল, তুমি তাকে জল দাওনি সেই থেকে আজও
সভয়ে আসোনি পাছে সংশয়শঙ্কুল তার ছায়া
চঞ্চল আবেগে কিছু বলে ফেলে! শোনো সে তো মৃত।
আমি নিজে হাতে তার সমস্ত সৎকার গাথা রচনা করেছি।